দণ্ডি-চরিত বা উর্ব্বশীর অভিশাপ

(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্য কাব্য।)

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১৩৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিউ ক্যানিং প্রেসে
শ্রীকালীদাস চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৩ সাল।

গ্রন্থোপহার।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্রীচরণে

আমার এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি

ভক্তি-উপহার

প্রদত্ত

হইল

ইতি।

স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বাবু,

তোমার প্রদত্ত উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তোমার এই কাব্য পুস্তকে কাব্য-লক্ষণের অভাব হয় নাই। সুতরাং ইহা বিশেষ আনন্দপ্রদ হইয়াছে। অনুমান হয়, এ পুস্তক পাঠ করিয়া আমার ন্যায় অন্য ব্যক্তিও আনন্দিত হইবেন।

শ্রীকালীবর দেবশর্ম্মা।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৭	অভিলাস	অভিলাষ
৬	১০	অভিলাস	অভিলাষ
২১	২২	আতব	আতপ
৪৮	১১	ভ্রূকুটি	ভ্রূকুটী
৪৯	৩	ইন্দ্রপ্রস্ত	ইন্দ্রপ্রস্থ
৪৯	৬	তোগবতী	ভোগবতী
৫৮	৪	ইচ্ছুায়	ইচ্ছায়
৬৩	৮	প্রমোদ	প্রমাদ
ঐ	১৯	লয়েছ	লয়েছে
৬৪	১৩	কেশরের	কেশবের
৭০	৭	বলিব	বলিল
৭২	২	দিগদগন্তর	দিগদিগন্ত
৮১	১১	যুধিষ্টির	যুধিষ্ঠির
৮৫	১১	পৃয়ে	প্রিয়ে
৮৮	৩	মন্ত্রণা	মন্ত্রণা।
৯৬	১৮	ভীম	ভীষ্ম
১২৪	২১	হেন	হের
ঐ	ঐ	ঘর	ঘন
১২৫	১৪	অবস্থিতি,)	অবস্থিতি
ঐ	১৫	উর্ব্বশীর অন্বেষণ,	উর্ব্বশী-অন্বেষ

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র।

পুরুষ।

কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বলরাম, বরুণ, কার্ত্তিক, মদন, যম,
সাগর, দুর্ব্বাসা,—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব,
ভীষ্ম, দুর্য্যোধন, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, শকুনি,
দণ্ডী, শিশুপাল, মন্ত্রী, দেবগণ, দূতগণ,
সৈন্যগণ, নাগরিক, গণক, ধীবর,
মুসলমান নাগরিকদ্বয়।

স্ত্রী।

ভগবতী,
পদ্মা, রুক্মিণী,
কুন্তী, সুভদ্রা, সখী,
অবন্তীশ্বরী, উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা।

দণ্ডি-চরিত বা উর্ব্বশীর অভিশাপ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ইন্দ্রালয়—ইন্দ্র, দেবগণ, দূত, দুর্ব্বাসা, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা।

দূত। মহারাজ! ত্রিপুণ্ড্রক-ধারী, মহাতেজা,
প্রবীণ ব্রাহ্মণ এক, গলে রুদ্রাক্ষের
মালা, চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ, পরিধান
গৈরিক বসন, অপেক্ষা করেন দ্বারে
ভেটিতে রাজনে, দুর্ব্বাসা তাঁহার নাম
জানিলাম পরিচয়ে, জিজ্ঞাসিনু যবে।

ইন্দ্র। না কর বিলম্ব আর রে সন্দেশ বহ!
যাও ত্বরা, যথা সেই মুনীশ দুর্ব্বাসা।
সমাদরে আন তাঁরে আমার সদনে;
তিলেক বিলম্ব হ'লে রুষিবেন ঋষি।

দূতের প্রস্থান

দেবগণ! না পারি বুঝিতে, কোন ছলে
আসেন দুর্ব্বাসা, মহা ক্রোধী সেইজন।
সূচ্যগ্রে হইলে ত্রুটী, পাড়িবে প্রমাদ,
নাহি জানি কি দুর্দ্দৈব ঘটে আজি ভালে।

(দূত সমভিব্যাহারে দুর্ব্বাসার প্রবেশ।)

এস এস মুনিবর! করি প্রণিপাত,
বহু দিন পরে আজি পাই দরশন।
তব আগমনে, পবিত্র হইল প্রভু!
দাসের ভবন। বল কুশল বারতা,
এত কাল ছিলেন কোথায়? কিছু দিন
তিষ্ঠ দেব! ভক্তিভরে পূজিব চরণ।

দুর্ব্বা। সুখে থাক দেবরাজ করি আশীর্ব্বাদ;
বড় প্রীত হইলাম তোমার বিনয়ে।
বহু দিন ধরি' কঠোর সমাধিব্রতে,
এক মনে, এক ধ্যানে, উপেক্ষিয়া সব
বাহ্য বস্তু প্রলোভন, ইন্দ্রিয় সংযমে,
ছিলাম মগন গহন কানন মাঝে,
আরাধিতে পরম পুরুষে; হের শীর্ণ
কলেবর হ'য়েছে আমার, দিবানিশি
ভাবিয়া কেবল সেই অব্যক্ত রূপেরে।
সেই হেতু এত দিন না পারি আসিতে
তোমার ভবনে। এবে জিজ্ঞাস্য আমার,
কুশলে সকলে আছেতো ত্রিদশালয়ে?
দানবের শঙ্কা নাহিক কাহারো আর
এ ত্রিদিবে? পুরন্দর! তোমার তাড়নে?

ইন্দ্র। তব আশীর্ব্বাদে সকলি মঙ্গল দেব!
অমর-নিচয় নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ভ্রমে
যথা অভিরুচি যাঁর, বহু দিন ধরি

দানব আশঙ্কা নাহিক কাহার আর
ত্রিদশ-আলয়ে; খেদিয়াছি বহুদূরে
দুরন্ত দানবে শাণিত কৃপাণ বলে।
মুনিবর! বহুকাল তপস্যা কারণ
কাটাইলে অনাহারে বিজন বিপিনে;
নিপীড়িত রিপুকুল, শীর্ণ কলেবর
হয়েছে তোমার, তেঁই অভিলাস মম,
কিছু দিন তিষ্ঠি দেব! দাসের ভবনে
ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি কর বিধিমতে।

দুর্ব্বা। পুরন্দর! বহুকাল করিয়াছি ত্যাগ
বাহ্য-বস্তু-ভোগের বাসনা, তাপসের
সমাধি সম্বল; পরকাল বাঞ্ছনীয়।
কিন্তু নাহি জানি, কেন, বহুকাল পরে,
সহসা বাসনা মম উপজিল হৃদে
হেরিতে কৌতুক ক্রীড়া চিত্তবিনোদন।
অতএব হে বাসব! অভিলাস মম
কর পূর্ণ অনুষ্ঠানি লৌকিক আচার।

ইন্দ্র। বড়ই সৌভাগ্য মম তাপস প্রধান!
তেঁই নেহারিতে তামসিক কার্য্য, দেব!
হইল বাসনা তব দাসের আলয়ে?
বিবিধ বিধানে মিটাইব তব ইচ্ছা।

(দূতের প্রতি।)

দূত! যাও দ্রুতগতি, আন এসভায়,
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা নর্ত্তকী বৃন্দেরে।

দূতের প্রস্থান

মুনিবর! পুলকিত অন্তর তোমার
নিশ্চয় হইবে আজি, উর্ব্বশী রূপসী
প্রধানা নর্ত্তকী মম, বড়ই নিপুণা
নৃত্য গীতে, নিমিষে টলাতে পারে মন।

দূত সমভিব্যাহারে উর্ব্বশী, মেনকা এবং রম্ভার প্রবেশ।

শুন শুন নর্ত্তকী মণ্ডলি! যে লাগিয়ে
তোমাসবে এসভায় করেছি আহ্বান?
হের সম্মুখেতে জ্বলন্ত পাবক যেন
মহামুনি আছেন বসিয়া, অভিলাস,
নিরখিতে কৌতুক ব্যাপার, অতএব
সবে মিলি প্রকাশি নৈপুণ্য, উচ্ছ্বাসিত
কর আজি তাপসের মন, অপার্থিব
হৃদয় উন্মত্তকারী সঙ্গীত তরঙ্গে।

উর্ব্ব। যথা অভিরুচি তব করিব পালন
দেবরাজ! সাধ্যমতে নাহি হবে ত্রুটী।

গীত ১।২। (পরিশিষ্ট দেখ।)

জনান্তিকে :—

কি জঞ্জাল হাসি পায় হেরিলে মুনিরে,
অস্থি চর্ম্মসার, শীর্ণ কলেবর, মড়া
বলে হয় জ্ঞান, মস্তকের জটা আহা!
সাপের আবাস যেন, কেমনে নাচিব,

শঙ্কা কাছে যেতে ; কি জানি দংশয়ে ফণি
মন্দাকিনী তীর কেন না করি মনন,
করিল বাসনা মুনি সঙ্গীত শ্রবণে ?
মানুষ বলিয়া কভু না হয় প্রতীতি,
পশুর সমান হেরি বিকৃত আকার।
নাহি জানি কেন ইন্দ্র নাচিতে বলেন
হেন পশুর সম্মুখে ? সঙ্গীত মরম
কেমনে ধারণা হবে পাশব অন্তরে ?

দুর্ব্বা। ওরে চণ্ডালিনী মূঢ়া পাপিণী উর্ব্বশী
কুলটা অধম ! বড় গর্ব্ব হেরি তোর।
যৌবনের ভারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্যা,
না মানিস কারে, অহঙ্কারে স্ফীত বক্ষ ,
তেঁই পশু হেন জ্ঞান করিলি আমায়
পাপিয়সি ! যোগবলে জানিলাম সব।
অহঙ্কার চূর্ণ তোর হবে অবিলম্বে
রে রাক্ষসি ! প্রতিফল পাবি হাতে হাতে।
যবে পশু হেন জ্ঞান করিলি আমায়
পিশাচিনি ! পশু যোনি পাইবি নিশ্চয়,
বাসিবি মর্ত্তেতে সদা পশুর সহিত ;
অশ্বিনী রূপেতে দুষ্টা ভ্রমিবি কাননে।

উর্ব্ব। না বুঝিয়া মহিমা তোমার তপোধন !
করিলাম এ কুকর্ম্ম, অবলা রমণী
আমি, বুদ্ধি-ভ্রম ঘটিল আমার দেব !
তেঁই হেয় জ্ঞান হইল তোমারে, হায় !

কত পাপ করিয়াছি জন্ম জন্মান্তরে
না পারি বলিতে, সেই হেতু মনস্তাপ
পাইলাম আজি, না জন্মিল ভক্তি প্রীতি
তোমার চরণে, জগতে আরাধ্য যিনি।
এ অখ্যাতি চিরদিন থাকিবে আমার
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য হইবে উদয়।
মুনিবর! পড়িলাম তব পদাম্বুজে,
ক্ষম অপরাধ মম ওহে দয়াময়।
শাপ বিমোচন প্রভু কর এদাসীর,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ ও রাঙ্গা চরণে।

দুর্ব্বা। পরিতুষ্ট হইলাম তোমার বিনয়ে
সুহাসিনি! ক্রোধশান্তি হইল আমার!
কিন্তু বাক্য মম কেমনে খণ্ডিবে বল
পরিহাসচ্ছলে যবে মিথ্যা নাহি বলি।
তবে এই মাত্র পারি করিতে তোমার,
দিবসে অশ্বিনীরূপে ভ্রমিবে কাননে,
রজনীতে নিজরূপ করিবে ধারণ;
বিহারিবে যথা ইচ্ছা মনের হরিষে।
অষ্ট বজ্র যবে ধনি! হবে এক ঠাঁই
পৃথিবীমাঝারে, শাপ বিমোচন তব
হইবে তখন, পুনঃ নিজমূর্ত্তি ধরি
আসিবে স্বর্গেতে, ভুঞ্জিবে অপার সুখ।

দুর্ব্বাসার প্রস্থান এবং সভা ভঙ্গ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(অবন্তী নগরী—নগরী প্রান্তে মৃগয়া কানন—দণ্ডীরাজা, মন্ত্রী, সৈনিকগণ,অশ্বিনীরূপিণী উর্ব্বশী।)

দণ্ডী। মন্ত্রিবর! হের! হের মৃগয়া কানন
রঞ্জিত কেমন শ্যামল বিটপিদলে?
দেখ! দেখ! শাখি-শাখে বিচিত্র বিহঙ্গ
কেমন মধুর কণ্ঠে করিতেছে গান!
হের সরসি-সলিলে, সুদৃশ্য মরাল
করিছে কেমন কেলি আনন্দে মাতিয়া?
হের ময়ুর ময়ুরী সুমধুর তালে,
নাচিছে কেমন ওই প্রান্তর মাঝারে?
বধিবনা এসবারে মৃগয়া কারণ,
সবে মিলি, চল, যাই দূর বনে, আরো
কত নিরখিব অপূর্ব্ব ঘটনা, যাহা
সৃজিলেন ভগবান জগত ভাণ্ডারে।
হের হের মন্ত্রিবর! সম্মুখ কান্তারে
মনোহর অশ্ব এক করিছে ভ্রমণ;
নয়ন সার্থক হয় জুড়ায় জীবন
হেরিলে উহার ওই বিচিত্র মুরতি।
বিবিধ তুরঙ্গ মম আছে অশ্বশালে,
কিন্তু হেরি নাই কভু সুরম্য গঠন
হেন, চল যাই সবে পবনের বেগে
ধরিব উহারে আজি করিয়া কৌশল।

মন্ত্রী । মহারাজ ! উদ্বেলিত হৃদয় আমার,
নিরখি তুরঙ্গ কেন হইল সহসা
না পারি বুঝিতে ? বিভীষিকা মূর্ত্তি যেন
নেহারি নয়নে ! আহো ! মেলিয়া বদন
ভীষণ আকার, ধাইছে গ্রাসিতে কারে ;
পুনঃ ছায়া-বাজি-প্রায় লুকায় কোথায় ।
হেন বিচিত্র গঠন অশ্ব মনোহর
না হেরি নয়নে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ।
নিশ্চয় মায়াবী কোন করিয়া প্রপঞ্চ
ভ্রমিছে গহন বনে অশ্বরূপ ধরি ।
কাজ নাই মহারাজ ! ধরিয়া তুরঙ্গ,
চল যাই ফিরি পুনঃ ; নতুবা বিপদে
পড়িব সকলে, হায় ! দাশরথি যথা
মায়া মৃগ হেতু সেই পঞ্চবটী বনে ।

দণ্ডী । মন্ত্রিবর ! বৃথা কেন গণিছ প্রমাদ
বাতুলের প্রায় ? ছেদি নাই নাসা কারো
পঞ্চবটী বনে যথা সৌমিত্রি কেশরী ।
কি লাগি মায়াবী তবে বল হে অমাত্য !
আসিবে ছলিতে মোরে এ নিবিড় বনে ?
যদিবা মায়াবী হয় শঙ্কা কিবা তায় ;
জাননা কি ভুজবল মম হে সচিব !
নিমেষে নাশিব তারে শাণিত কৃপাণে ।
অতএব মিছা ভয় কেন পোষ হৃদে
হে অমাত্য ! শঙ্কা কর দূর, চল সবে

চক্রাকারে দ্রুতগতি আমার পশ্চাতে।
পশিব গহনে ধরিব তুরঙ্গ শ্রেষ্ঠ।

কাননের অপর পার্শ্ব।

বহু দূর পড়িল পশ্চাতে সৈন্যগণ!
না হেরি কাহারে, কেবা গেল কোন দিকে।
একাকী ধাইনু আমি অশ্বের পিছনে,
অশ্ব ছুটিল বেগেতে বিদ্যুতের প্রায়।
তবুও বিরাম নাই ছুটিলাম পিছু,
সহসা লুকাল বাজী ভোজ বাজি যথা।
বিজন বিপিন হায়! ঘোর অন্ধকার,
দিনমণি করজাল না করে প্রবেশ,
নাহি পথ কোন দিকে করি নিরীক্ষণ;
কেমনে ভবনে তবে যাইব ফিরিয়া?
স্বভাব তুরঙ্গ হ'লে কতক্ষণ পারে
এড়াতে আমার এই অমোঘ সন্ধান?
অবশ্য মায়াবী কেহ জানিলাম স্থির,
তুরঙ্গের বেশে আসি ভ্রমিছে কাননে।
অমাত্যের কথা হায়! না শুনিয়া কাণে
দিলাম স্বেচ্ছায় ঝাঁপ বিপদ সাগরে।
দিবা অবসান প্রায় হতেছে ক্রমশঃ,
কিছু পরে রজনীর ভয়ঙ্করী ছায়া
গ্রাসিবে কানন, কি হবে উপায় তবে,
বিপদের না রবে অবধি, সহচর
নাহি কেহ, কে সাহায্য করিবে আমার

আক্রমিবে যবে আসি ভীষণ গর্জ্জনে
শার্দ্দূল ভল্লুক কিম্বা সিংহ বলবান।
মরিব নিশ্চয় এই নিবিড় অরণ্যে।
একি! পুনঃ দৃষ্টিপথে আসিল তুরঙ্গ?
ধরিব উহারে যাথাকে কপালে মোর।

পট পরিবর্ত্তন—কাননের অভ্যন্তর

অশ্বিনীরূপ পরিত্যাগ করিয়া উর্ব্বশীর
মোহিনীরূপ ধারণ।

উর্ব্ব। রক্ষাকর দণ্ডধর! করিহে মিনতি,
নারী হত্যা পাপ কেন করিবে সঞ্চয়!

দণ্ডী। হেন অদ্ভুত ঘটন না হেরি নয়নে
কভু, না পারি বুঝিতে কোন মায়া বলে
আছিল তুরঙ্গ যেই, ধরিল সহসা
অনুপম রূপবতী মোহিনী মূরতি।
একি! একি! ইন্দ্রজালে ঘেরিল আমায়
অথবা কি দৃষ্টিভ্রম ঘটিল আমার?
না! না! দৃষ্টিভ্রম কেন বা হইবে মম?
দিব্য চক্ষে হেরিতেছি মোহিনী প্রতিমা।
কে তুমি হে একাকিনী করিছ বিহার
বিজন বিপিনে, ছিলে তুরঙ্গিনী, বল

কেমনে ধরিলে পুনঃ রমণী মূরতি ?
কোন অভিসন্ধি তব, কোন মায়া বেশে
করিছ ভ্রমণ এই নিবিড় কান্তারে ?
যক্ষিণী, রক্ষিণী কিবা দানব গৃহিনী,
যেবা হও দেহ মোরে সত্য পরিচয় ?
নতুবা জানিবে স্থির ঘটিবে প্রমাদ।
অবন্তীর অধিপতি দণ্ডী নাম মম
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মোর বিদিত ভুবনে,
হের শাণিত কৃপাণ যম দণ্ড করে
নিমেষে নাশিব প্রাণ, ভণ্ডিলে আমায়।

উর্ব্ব। মহারাজ ! কভু নাহি করিব ছলনা
তোমার সহিত, অবলা রমণী আমি
ছল নাহি জানি, পরিচয় যথাযথ
বলিব রাজন ! অদ্ভুত কাহিনী সেই,
নাহি জানি কতদূব করিবে বিশ্বাস।
উর্ব্বশী আমার নাম স্বর্গীয় নর্ত্তকী,
দেবের সমাজে সদা করিতাম কেলি,
ভাল বাসিতেন মোরে সহস্রলোচন।
দৈবযোগে এক দিন তাপস দুর্ব্বাসা
গেলেন স্বর্গেতে, বাসনা হইল তাঁর
হেরিতে কৌতুক, আহুত হলেম মোরা
দেবের সভায়, আদেশিল পুরন্দর
পুরাইতে বিধি মতে মুনির বাসনা।
দুর্ম্মতি ঘটিল মম ভাঙ্গিল কপাল ;

বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
মনে মনে ঘৃণিলাম পশু হেন জ্ঞানে
দুর্ব্বাসা মুনিরে, যোগ বলে মর্ম্ম কথা
জানিলেন ঋষি, মহা ক্রোধে মুনিবর
শাপিলেন মোরে, তুরঙ্গিনী রূপ ধরি
করিব ভ্রমণ গহন কানন মাঝে।
বড় ভয় হইল অন্তরে, পড়িলাম
মুনির চরণে, শাপ বিমোচন হেতু ;
দয়া নাহি উপজিল হৃদয়ে তাঁহার।
তবে এই মাত্র ক্ষমা করিলেন শেষে,
দিবসে অশ্বিনীরূপে ভ্রমিব কাননে,
রজনীতে নিজ দেহ করিব ধারণ।
হের এবে মহারাজ! হইল যামিনী
সেই হেতু নিজ মুর্ত্তি করেছি ধারণ।

দণ্ডী। অদ্ভুত বারতা তব শুনিলাম যাহা
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হেন না শুনি কখন।
ভাল জিজ্ঞাসি তোমায় বরাননে! হেন
ভুবন মোহিনীরূপ পাইলে কোথায় ?
বিধি কি বিরলে বসি গঠিল তোমারে
জগতের রূপরাশি করি এক ঠাঁই ?
চন্দ্রাননে! বিমোহিত অন্তর আমার
নেহারি নয়নে তব অপাঙ্গ ভঙ্গিমা,
ভজলো সুন্দরী মোরে, কর কৃপাদান,
প্রধানা মহিষী মম করিব তোমারে।

উর্ব্ব। মহারাজ! কেন সাধ করহে আমাতে,
অভিলাষ পূর্ণ তব না হবে কথন;
দেবের নর্ত্তকী আমি, দেব সহ বাস,
কেমনে ভজিব বল পার্থিব মানবে?
এক অপরাধে হইলাম স্বর্গচ্যুত,
পশু জন্ম হইল আমার, বাসি বনে
পশুর সহিত, অশ্রু ঝরে দুনয়নে,
অনুতাপে দহে দেহ সদা সর্ব্বক্ষণ।
হেন পাপ আচরিলে পুনঃ, দণ্ডধর!
নরকেও স্থান মম না মিলিবে আর।
তাই বলি মহারাজ! ত্যজ অভিলাষ,
নতুবা এ কার্য্যে বড় ঘটিবে বিভ্রাট।

দণ্ডী। বিনোদিনি! বাঁচাও আমারে, যায় প্রাণ,
অনঙ্গ যাতনা আর না পারি সহিতে।
কেমনে এ কার্য্য বল হইবে প্রচার
যবে তুমি আমি ভিন্ন না জানিবে কেহ?
রাখিব তোমারে ধনি! হেন গুপ্ত স্থানে,
পবন পাবেনা যথা করিতে প্রবেশ।
বিধুমুখি! ত্যজ ভয়, পুরাও বাসনা
মম, তব লাগি অসাধ্য সাধিব ধনি!

উর্ব্ব। হেন প্রলাপ বচন, কেন মহারাজ!
বলিতেছ বার বার, পাপ কথা কভু
থাকে কিহে চাপা? অবশ্য প্রচার হবে,
ধর্ম্মের নিনাদী ভেরী বাজয়ে আপনি।

ভয়ে ভীত অন্তর আমার, হৃদি কম্প
হয় ক্ষণে ক্ষণে, তেঁই তুরঙ্গিণী বেশে
লুকাইয়া আছি এই বিজন বিপিনে;
জানিতে না পারে কেহ আমার বারতা।
ভজিলে তোমারে হে রাজন! ছাপা কভু
না রহিবে. জনে জনে জানিবে নিশ্চয়,
পাইব বিষম লাজ, ঘটিবে প্রমাদ,
দেব রোষে অধোগতি হইবে তোমার।

দণ্ডী। ত্যজ শঙ্কা বরাননে! ভজহ আমারে,
সদর্পে বলিতে পারি না হবে প্রকাশ।
একান্তই যদি, এ বারতা, কোন মতে
হয় হে প্রচার, কি ভয় তাহাতে ধনি!
ছার গণি সব, থাকিতে এ তরবারি
আমার করেতে, কার সাধ্য কেবা স্পর্শ
করিবে তোমায়? অনলে পতঙ্গ সম
কে পড়িবে? কেনা করে প্রাণের মমতা?
দণ্ডীর প্রতাপ কে না জানে এজগতে?
কিছার মনুষ্য, ভয়ে কাঁপে দেবগণ
থর থরি, যদি বৈরী হন পুরন্দর
বিমুখিব তাঁরে অমোঘ অস্ত্রের বলে।

উর্ব্ব। একান্ত নিবৃত্ত যদি না হলে রাজন!
না গণিলে ভবিষ্যত অদৃষ্ট কাহিনী,
কি করিব, ভজিব তোমারে তবে, কিন্তু
এই ভিক্ষা, যেন অকূল পাথারে ফেলি

ভুলনা দাসীরে, যবে পড়িবে প্রমাদে ;
মানবের রীতি যাহা আছে হে প্রবাদ।

দণ্ডী। ভয় কিলো বিধুমুখি! হৃদয় রতন
মম, ছায়া সম থাকিব তোমার ঠাঁই
সদা সর্ব্বক্ষণ, ভুলিব তোমারে? ছি! ছি!
হেন নিদারুণ কথা কেমনে বলিলে?
প্রাণেশ্বরি! বল দেখি অমৃত খাইতে
অরুচি কাহার? কে নিক্ষেপ করে বল
স্বেচ্ছায় হীরক খণ্ড সাগরের জলে?
যদি বা সঙ্কটে কভু বিধির বিপাকে
পড়ি আমি, প্রাণান্তে না ত্যজিব তোমারে,
কণ্টক না হবে বিদ্ধ চরণে তোমার।
এস প্রিয়ে! যাই তবে নিভৃত প্রান্তরে,
শ্বাপদের ভয় ধনী না আছে যেখানে,
রজনী প্রভাত হলে যাইব প্রাসাদে,
প্রাণেশ্বরি! চিরসুখে থাকিব দুজনে।

দণ্ডী এবং উর্ব্বশীর বনান্তরে গমন।

—*—

তৃতীয় দৃশ্য।

নারদের তপোবন।

গীত ৩। (পরিশিষ্ট দেখ।)

নারদ। বড় দর্প হেরি তোর রে পাষণ্ড দণ্ডি!
নাহি ভয় মনে, মদ গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে

তুচ্ছগণে সবে, দেবতা বাঞ্ছিত ধনে
কর আকিঞ্চন, উর্ব্বশী রূপসী লয়ে
করিতেছ কেলি? নরাধম! প্রতিফল
পাবি হাতে হাতে, অহঙ্কার হবে চূর্ণ
তোর, নহে বৃথা নাম ধরি রে নারদ,
সমকক্ষ কেবা মম বাধাতে বিরোধ।
চলিলাম দ্বারকানগরী, বিরাজেন
যথা শ্রীমধুসূদন দেব চক্রপাণি;
বলিব তাঁহারে দুষ্ট! এ তোর বারতা,
হেরিব কেমনে পুনঃ রাখিস অশ্বিনী
তুই, রে পামর! জিনি তোরে ভুজবলে
লইবেন তুরঙ্গিণী আপনি কেশব।

(পট পরিবর্ত্তন।)

দ্বারাবতী।—কৃষ্ণ, দূত, রুক্মিণী—নারদের প্রবেশ

কৃষ্ণ। এস এস মুনিবর! করিহে প্রণাম,
বহুদিন পরে হেরি ও রাঙ্গা চরণ।
এতদিন ছিলে হে কোথায়? তপোনিধি!
পথ ভুলি আজি বুঝি আসিলে এখানে?
ভাল জিজ্ঞাসি তোমায় হে বিধিনন্দন!
কে কেমন আছে বল দেবতা মণ্ডলী।

নার। বিমল আনন্দে ভোর অমর নিচয়
অবিষাদে স্বর্গসুখ করিছে সম্ভোগ,
কণা মাত্র নাহি হেরি কাহারো অন্তরে,
বিষাদ কালিমা রেখা হ'য়েছে অঙ্কিত।
আমিই কেবল প্রভু! নাহি পাই সুখ,
কিবা স্বর্গে কিবা মর্ত্তে যেখানেতে যাই।
শীর্ণ কলেবর, হের দীর্ঘ জটাভার
মস্তকে আমার, বৃক্ষের গলিত পত্র
করিছে ভক্ষণ, নিদ্রা নাহি আসে চক্ষে।
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মূলাধার
তোমাতেই সৃষ্টিস্থিতি তোমাতেই লয়,
তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডপতি মহেশ মুরারি,
সর্ব্বভূতে থাক তুমি ধরি বিশ্বরূপ
হে কেশব! তব তত্ত্ব কে পায় বলনা।
পৃথিবীর ভার করিতে হরণ দেব!
কতবার কত মুর্ত্তি করিলে ধারণ,
আত্মভ্রম তবু কেন না ঘুচিল তব?
হেন ব্যভিচার সম্মুখে তোমার,
নাহি জানি কি লাগিয়ে করিছ উপেক্ষা;
কে বুঝিবে মায়া তব মায়ার আধার।

রুক্মি। দেহ ভিক্ষা মোরে হে নারদ! বৃথা কেন
বাড়াবে জঞ্জাল, নির্ব্বিবাদে কাটে কাল
পাই সুখ মনে, সহিতে নারিলে বুঝি
এসুখ সম্বাদ, তাই ছাড়ি দেব লোক

সুখের আবাস, আসিলে দ্বারকা পুরী
বাধাতে বিরোধ, হায়! চিরকাল তব
গেল এক ভাবে, না শিখিলে শান্তিগুণ,
সেই হেতু সুখ নাহি পাও হে কোথাও।
জলৌকা যেমতি ধায় শোণিতের গন্ধে,
তেমতি বিবাদ তুমি বেড়াও খুঁজিয়া ;
সেই হেতু কিম্বদন্তী শুনি চিরদিন
নারদের নামে বিঘ্ন ঘটে নিরন্তর।

নার। বৃথা কেন দোষ মোরে হে কৃষ্ণভাবিনি!
পতি তব সকলের মূল, নিমিত্তের
ভাগী মাত্র আমি, স্থাবর, জঙ্গম আদি
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ফিরান ইঙ্গিতে যিনি,
যাঁহার ইচ্ছায় হয় সৃষ্টিস্থিতি লয়,
তাঁহাকে যুকতি দিতে কি শক্তি আমার।
বৃথা কলঙ্কের রেখা না ঘুচিল মম,
কন্দলে নারদ নাম ঘুষিল ধরায়।

কৃষ্ণ। ত্যজ দ্বন্দ ওহে মুনিবর! বল বল
কোন ব্যভিচার ঘটিছে সম্মুখে মম।
হেন সাধ্য কার, কার বলে বলী সেই
পাপাত্মা পামর, অযথা পীড়য়ে ক্ষিণে
মম বিদ্যমান ? অহো! চক্ষু পালটিতে
রক্ষিব পীড়িত জনে পীড়কের হাতে,
করিলাম পণ এই সাক্ষাতে তোমার ;
নহে বৃথা ধরি নাম পতিত পাবন।

বল বল, না সহে বিলম্ব আর, অহো!
কোন পাপমতি পড়িল আমার কোপে,
স্বেচ্ছায় শমন বাস কে ইচ্ছিল বল,
শেষ দিন উপস্থিত হইল কাহার?

নার। ভয় বাসি মনে বলিতে সে সব কথা
হে যাদব! অপবাদ আছে মম রীতে,
বলিব যথার্থ কথা, কিন্তু লোকে হায়!
বিবাদের সূত্র বলি করিবে জল্পনা।
না বলিলে নয় তাই বলিহে তোমায়,
যথা অভিরুচি তব করহ গোসাঞি।
অবন্তীর অধিপতি দণ্ডী মহাবল
পাইল কাননে এক অশ্বিনী রতন,
হেরি নাই কভু হেন অপূর্ব্ব তুরগী
কোথা লাগে উচ্চৈঃশ্রবা সৌন্দর্য্যে তাহার?
আর এক মহাগুণ আছে ঘোটকীর
হেরিলে বিস্মিত হৃদি হয় নিরন্তর,
দিবসে অশ্বিনীরূপে করয়ে ভ্রমণ,
রজনীতে দিব্য বেশ ধরে রমণীর।
বড় ভাগ্যবান দণ্ডী অবন্তী রাজন,
সেই হেতু হেন নিধি মিলিল তাহার।
দিবসে আরোহি সেই সুদৃশ্য অশ্বিনী
পর্য্যটন করে দণ্ডী পরম আনন্দে,
যামিনী যোগেতে পুনঃ মনের হরিষে
কামিনী লইয়া কোলে করয়ে বিহার।

নেহারি ঐশ্বর্য্য সেই ফেটে যায় বুক,
বানরের গলে যথা মুকুতার মালা।
সম্ভবে কি হেন কার্য্য সামান্য মানবে
হে মুরারি! যবে তুমি রয়েছ ধরায় ?
এবে যেবা ইচ্ছা তব কর দয়াময়,
নিমিত্তের ভাগী যেন কর না আমারে।

কৃষ্ণ। বড়ই আশ্চর্য্য কথা শুনি মুনিবর!
স্বপনেও যাহা কভু না হয় বিশ্বাস।
দিবসে অশ্বিনী বেশ, নিশিতে কামিনী,
অবশ্য নিগূঢ় মর্ম্ম থাকিবে ইহার।
এহেন অশ্বিনী যদি পাইল কাননে
অবন্তী রাজন, কেন না সে দিল মোরে
রাখিতে প্রণয় ? অখণ্ড প্রতাপ মম
জানেনা পামর ? শৃগাল হইয়া সাধ,
কার বলে করে দুষ্ট, সিংহের আসনে ?
ভাল পাঠাইব দূতে, করিব পরীক্ষা
দণ্ডীর অন্তর, বিতাড়ি বৃতিকা খণ্ড
তস্কর যেমতি বোঝে গৃহস্থের মন।
না দেয় অশ্বিনী যদি, দুষ্ট দুরাচার,
সুদর্শন চক্রে তার ছেদিব মস্তক;
ব্রহ্মাণ্ডের লোক যদি হইবে সহায়
তবু না রক্ষিতে তারে পারিবে কখন।
আশুগতি যাও দূত! অবন্তী নগরী,
বল গিয়া যথা সেই দণ্ডী নরপতি;

"হে রাজন! যে অশ্বিনী সুদৃশ্য সুঠাম
পাইলে কাননে, চাহিল তোমার ঠাঁই
দ্বারকার অধিপতি দেব চক্রপাণি।
অতএব হে নরেশ! না করি বিলম্ব,
ভেট সেই তুরঙ্গিণী প্রণয়ে যাদবে;
নতুবা প্রমাদ বড় ঘটিবে তোমার:
আপন ইচ্ছায় যদি থাকিতে প্রণয়
না দাও অশ্বিনী, লইবেন বাহুবলে;
দিক্ পাল যদি হয় সহায় তোমার,
তবু না রক্ষিতে কভু পারিবে তুরগী।"

দূতের প্রস্থান।

রুক্মি। কোন অপরাধ বল করিল সে দণ্ডী
আশ্রিত তোমার, বৃথা কেন রোষ তারে?
জানিলাম, যবে আসিল নারদ, তবে
নিশ্চয় অনর্থ কোন ঘটিবে অচিরে।
কাননে পাইল দণ্ডী তুরঙ্গিণী যেই,
সে জন্য তোমার কেন হইল বিষাদ?
বুঝিয়াছি যামিনীতে কামিনীর বেশ
ধরয়ে অশ্বিনী, সেই হেতু লোভ তব।
মেষের বদন কোথা থাকয়ে সুস্থির
আতব তণ্ডুল যবে করে নিরীক্ষণ?
একই নাগর তুমি, ষোল-শ নাগরী,
তবুও না মেটে কিহে ইন্দ্রিয় পিপাসা!

ছি ছি! মরি-যে লজ্জায় কুচক্রী মাধব!
লাম্পট্য আচার কিহে রবে চিরদিন ?

কৃষ্ণ। বৃথা কেন প্রাণেশ্বরি কর হে ভর্ৎসনা,
জানি আমি দণ্ডীরাজা আশ্রিত আমার ;
কিন্তু উপেক্ষিয়া মোরে, দুষ্ট দুরাচার
না দিল অশ্বিনীবার্ত্তা জানিতে আমায় ;
সেই হেতু রুষিলাম তারে, চল, যাই
কুঞ্জবনে, মনসাধে করি গিয়া কেলি ।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।

অবন্তী নগরী, রাজসভা—দণ্ডী, মন্ত্রী, সভ্যগণ, রাজদূত, কৃষ্ণদূত

রা, দূ। মহারাজ! এ বারতা নিবেদি চরণে,
দ্বারকা নগরী হ'তে আসিয়াছে দূত
এক, অপেক্ষা করিছে দ্বারে, ইচ্ছা তার
ভেটিতে রাজনে, যথা আজ্ঞা কর দেব!

দণ্ডী। সাদর সম্ভাষে দূত! কৃষ্ণের দূতেরে
সঙ্গে করি লয়ে এস মম বিদ্যমানে।

(দূতের প্রস্থান এবং কৃষ্ণদূত সমভিব্যাহারে পুনঃ প্রবেশ।)

এস এস দূতবর! করি সম্ভাষণ,
কেমন আছেন বল দেব চক্রপাণি ;
কি হেতু হে আগমন তব? কোন বার্ত্তা

আছে কি বক্তব্য? বল বল অবিলম্বে,
করিব শ্রবণ, যতনে পালিব দূত!
দেব আজ্ঞা, কোন মতে নাহি হবে ত্রুটী।

কৃ, দু। মহারাজ! দ্বারকারপতি প্রেরিলেন
মোরে, আদেশ তাঁহার করিতে জ্ঞাপন;
দূত আমি, যথাযথ বলিব সকল,
অপরাধ নাহি মম করিবে গ্রহণ।
কাননে অশ্বিনী এক পাইলে নরেশ!
অতীব সুন্দর, সাদৃশ্য যাহার নাহি
মেলে ত্রিভুবনে, তাই বাসনা কৃষ্ণের
উপজিল হৃদে হেরিতে সে তুরঙ্গিণী।
দাও পাঠাইয়া হে রাজন! সে তুরগী
কেশবের স্থানে, থাকিবে প্রণয় তবে,
নতুবা ঘটিবে তব বিষম প্রমাদ
দণ্ডধর! রুষিবেন শ্রীমধুসূদন।

দণ্ডী। বড়ই আশ্চর্য্য আমি হইলাম দূত!
শুনিয়া তোমার এই অদ্ভুত কাহিনী,
কে বলিল তুরঙ্গিণী পাইলাম বনে,
কি হেতু বলিছ হেন প্রলাপ বচন?
আকাশ কুসুম যথা অসম্ভব বাণী
তেমতি অশ্বিনী বার্ত্তা শুনি হে তোমার।
পাইলে ঘোটকী বনে অতি রমণায়,
ছি ছি না দিয়া কেশবে, রাখিব তাহারে
নিজের সম্ভোগে? হেন অসম্ভব কথা

কেমনে বিশ্বাস বল করেন গোবিন্দ।
অতএব যাও দূত! দ্বারকা নগরী,
জানাও প্রণাম মম শ্রীপতির পদে;
অনর্থক ক্রোধ যেন না করেন তিনি,
চির অনুগত আমি তাঁহার চরণে।

কৃ, দূ। কেন ছল কর হে রাজন! তুরঙ্গিণী
পেয়েছ নিশ্চয় বনে, সঠিক বারতা
জানিয়া মুরারি নারদের ঠাঁই, তবে
মোরে দেন পাঠাইয়া তোমার সদনে।
গুপ্ত কথা কত দিন থাকে বল চাপা,
অবশ্য প্রকাশ হয় কিছু দিন পরে।
তাই বলি মহারাজ! মিছে কেন দ্বন্দ
করিবে অশ্বিনী লাগি কেশবের সনে?
জান না কি ভুজবল, অখণ্ড প্রতাপ,
বিদিত জগতে তাঁর; কার সাধ্য আঁটে
ভুবন বিজয়ী সেই দ্বারকা পতিরে।
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন হেতু
দর্পহারী নাম তাঁর, হেলায়ে তর্জ্জনী
দর্প চূর্ণ করেন মাধব, যে বিরোধী
হয় তাঁর, দুর্দ্দান্ত কংশেরে বধিলেন
যে কেশব চক্ষু পালটিতে, কোন বলে
বল ভূপ! বিবাদিতে চাও তাঁরে, হায়!
ভুজঙ্গ বাঁধিয়া গলে কেবা বাঁচে প্রাণে।
তাই বলি তুরঙ্গিণী দিয়া নারায়ণে

নিজের কল্যাণ নৃপ! করহ সাধন।

দণ্ডী। কেন দূত! মিছে তুমি কর বাড়াবাড়ি,
যাহ ফিরি আপনার দেশে, বল গিয়া
দ্বারকা-পতিরে, নাহি দিব তুরঙ্গিনী;
যথা সাধ্য যেন তিনি করেন আমার।
তাঁহার রাজ্যেতে আমি নাহি করি বাস,
তবে কেন ডরিব তাঁহারে? হীন বীর্য্য
নহি আমি, হের শাণিত কৃপাণ এই
যমের কিঙ্কর যেন শোভে মম করে,
নাশিতে অরাতিকুল চক্ষের নিমিষে।
কার সাধ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে আমার।
একান্ত-ই যদি রণে আসেন গোবিন্দ
ভীম রোষে, যুঝিব তাঁহার সনে করি
প্রাণ-পণ, তবু-ও না দিব তুরঙ্গিনী;
যতনের ধন মম প্রাণের পুত্তলি।

কৃ,দূ। নিশ্চয় দুর্ব্বুদ্ধি তব ঘটিল রাজন!
হিত উপদেশ তাই না শুনিলে কাণে।
কাল ফণি যে জনার দংশয়ে মস্তকে
কার সাধ্য এ জগতে বাঁচায় তাহারে?
পড়িলে কৃষ্ণের কোপে, যাবে ছারে খারে.
রাজ্য ধন কিছু নাহি থাকিবে তোমার।
চলিলাম দ্বারকায়, জানাই গোবিন্দে,
যা হয় বিহিত কার্য্য করিবেন তিনি।

কৃষ্ণ-দূতের প্রস্থান।

দণ্ডী। একি দায় আচম্বিতে ঘটিল আমার
হে সচিব! যবে হেরিলাম তুরঙ্গিনী
মৃগয়া কাননে, মন ধাইল আমার
ধরিতে তাহায়, নিষেধিলে কত, হায়!
দেখায়ে যুকতি। না মানিয়া উপদেশ
তব, সারগর্ভ, ঘটিল প্রমাদ ঘোর
তুরঙ্গিনী লাগি, প্রতিকার নাহি হেরি
কোন, কি করিব যাইব কোথায়? অহো!
বুঝিলাম অনর্থের মূল যত, সেই
দুরাত্মা নারদ, বলিল এসব কথা
দ্বারকা-পতিরে। কেমনে জানিল বল
অশ্বিনী বারতা সেই দুষ্ট দুরাচার?
সবে রাখি তুরঙ্গীনী, হেন গুপ্ত স্থানে,
পবন পারে না যথা করিতে প্রবেশ।
বুঝিলাম, নিশ্চয় বিধাতা বাম মম
প্রতি, তেঁই বিনা মেঘে হয় বজ্রাঘাত।
হের ভীষণ শার্দ্দূল মেলিয়া বদন
যেন আসিছে গ্রাসিতে, নাহিক নিস্তার
আর, একি! অগ্নি বৃষ্টি কেন চারিভিতে?
যাই যাই অন্তঃপুরে রাণীর নিকটে।

সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

দণ্ডীরাজার অন্তঃপুর।—রাণী, সখীদ্বয়, দণ্ডীর প্রবেশ।

দণ্ডী। ধর ধর প্রিয়ে! না পারি দাঁড়াতে আর,
সর্ব্বনাশ হইল আমার, হের! হের!
ভীম বেগে অগ্নি শিখা জ্বলে চারিভিতে,
রাজ্য ধন বুঝি মম গেল ছারে খারে।

(দণ্ডীর ক্ষণিক মোহ।)

রাণী। মহারাজ! বল বল! কি হেতু, সহসা
হেন মনের বিকার হইল তোমার?
সর্ব্বনাশ হইবে কি হেতু? ছারে খারে
রাজ্যধন কেন বা যাইবে? হে রাজন!
কোথা বা অনল-শিখা জ্বলে চারিভিতে?
কেন হেন চিত্ত-ভ্রম বল হে কারণ।

দণ্ডী। শুন শুন প্রিয়তমে! বলিব তোমারে
চিত্ত-ভ্রম যে কারণ ঘটিল আমার।
মৃগয়া কাননে পাই তুরঙ্গিনী এক
আহা! বড়ই সুন্দর, নিভৃতে রাখিনু
তারে কেহ নাহি জানে, কুচক্রী নারদ
কেমনে সন্ধানি সেই অশ্বিনী-বারতা,
দিল সমাচার দ্বারকার অধিপতি
রুক্মিণী বল্লভে, হায়! শুনিয়া সম্বাদ
সেই যদু-কুল-পতি, পাঠালেন দূত
এক মম সন্নিধানে, আদেশ তাঁহার,
অর্পিতে তাঁহারে সেই অশ্বিনী রতন,

অন্যথা সমরে মোরে করিবে বিনাশ।
গর্ব্বিত বচন হেন বজ্র যেন বাজে,
খেদাইনু সেই রোষে কৃষ্ণের কিঙ্করে।

রাণী। ছার তুরঙ্গিনী লাগি, কেন, হেন কার্য্য
করিলে রাজন! স্বেচ্ছায় বাধালে বাদ
কৃষ্ণের সহিত, জান না কি প্রাণেশ্বর!
জগত জীবন, জগতের প্রাণ সেই
দ্বারকার পতি, সৃজিলেন যিনি এই
বিশ্ব চরাচর, যাঁহার মায়ায়, হের
চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, উপগ্রহ অবিরত
ফিরিছে বিমানে, পলকে পারেন যিনি
করিতে বিনাশ সসাগরা ধরা, হায়!
হেন কৃষ্ণে বিবাদিলে কিসের কারণ।
নাথ! করিহে মিনতি, দেহ তুরঙ্গিনী
শ্রীমধুসূদনে, লহগে শরণ তাঁর,
না রবে বিবাদ তবে, অগতির গতি
তিনি প্রভু দয়াময়, করিবেন ক্ষমা।

দণ্ডী। প্রাণেশ্বরি! হেন বাণী না কহিবে কভু,
থাকিতে জীবন মম, না দিব অশ্বিনী
প্রতিজ্ঞা আমার; জানি আমি ইচ্ছাময়
দ্বারকার পতি; কিন্তু বিনা অপরাধে
করিলে পীড়ন, কে মানিবে তাঁরে আর।
অত্যাচার হেন, কার প্রাণে সহে বল?
যদি যাই রসাতলে, ভীষণ অশনি

যদি খসি পড়ে শিরে, তবু না অন্যথা
হবে প্রতিজ্ঞা আমার জানিবে নিশ্চয় ;
হেরিব কেমনে হরি জিনেন আমারে।

রাণী। নাথ! ধরিহে চরণে, দেহ ভিক্ষা মোরে
মিনতি আমার এই, কর প্রতিহার
অনর্থের মূল ওই কঠিন প্রতিজ্ঞা।
ছার তুরঙ্গিনী দেহ অখিলের নাথে,
কর প্রীতি তাঁর সনে, থাকিবে না ভয়,
ঘুচিবে জঞ্জাল সব ওহে গুণ মণি!
হের লঙ্কা-অধি-পতি দশানন বলী
দুর্জ্জয় প্রতাপে যাঁর কাঁপিত মেদিনী,
পড়িয়া হরির কোপে হইল নিধন
তবু ও রক্ষিতে নাহি পারিল সীতায়।
তাই বলি প্রাণনাথ ? পড়িলে হরির
সেই ভীম কোপানলে, মজিবে আপনি,
মজাবে সকলে, তবু ও রক্ষিতে নাহি
পারিবে অশ্বিনী। ভূধর কন্দর কিম্বা
অতল সাগরে যদি থাক লুকাইয়ে,
না পাবে নিস্তার কভু কেশবের ঠাঁই।
সেই হেতু হে রাজন! ভাবি পূর্ব্বাপর
লহগে শরণ সেই কৃষ্ণের চরণে।

দণ্ডী। বৃথা কেন বার বার দাও হে প্রবোধ
প্রণেশ্বরি! বারণ না শুনিব কথন,
ছার প্রাণ যায় যদি কেশবের হাতে

তবু ও না তুরঙ্গিনী ত্যজিব ইচ্ছায়।
প্রিয়ে! চলিলাম মন্ত্রিবরে সঁপি রাজ্য
যত দিন কুমার না হয় উপযুক্ত।
পুনঃ হইবে মিলন বেঁচে যদি থাকি,
নতুবা জনম শোধ লই হে বিদায়।

দণ্ডীর প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

দ্বারাবতী।—কৃষ্ণ, নারদ, দূত, দণ্ডীর নিকট হইতে প্রত্যাগত দূতের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। এস এস বার্ত্তাবহ! বল হে সম্বাদ,
কি কহিল দণ্ডী, দিল কি সে তুরঙ্গিনী
আপন ইচ্ছায়? রাখিতে প্রণয় পুনঃ,
অথবা বিবাদ বাঞ্ছা করে পাপমতি।

দূত। মহারাজ! বিনয় বচনে বলিলাম
দণ্ডী নৃপবরে,—হে নরেশ! তুরঙ্গিনী
যেই পাইলে কাননে বিচিত্র মূরতি,
ইচ্ছিলেন হৃষিকেশ নিরক্ষিতে তায়।
অতএব সে অশ্বিনী দেহ পাঠাইয়া
দ্বারকাপুরীতে, প্রফুল্ল হবেন হরি।
শুনিয়া কাহিনী মম, বজ্রাহত প্রায়
বিস্মিত হইল দণ্ডী, করিল গোপন
সব অশ্বিনী বারতা, বলিল পশ্চাতে।
"পাইলে অশ্বিনী বনে অতি রমণীয়,
ছি! ছি! না দিয়া কেশবে রাখিব তাহারে
নিজের সম্ভোগে, হেন অসম্ভব কথা
কেমনে বিশ্বাস বল করেন গোবিন্দ"।
পুনঃ কহিলাম তাঁরে, হেন বৃথা দ্বন্দ্ব,

কেন, কর মহারাজ! দেব শ্রীনিবাস
শুনিলেন অশ্বিনী বারতা নারদের
মুখে, মিথ্যা কভু নাহি হবে, অতএব
ত্যজ কপটতা, দেহ তুরঙ্গিনী কৃষ্ণে;
তবে ত কল্যাণ নৃপ! হইবে তোমার।
নতুবা প্রমাদ বড় ঘটিবে অচিরে।
আরো জানিবে নিশ্চয় হে ভূপতি! যবে
আসিবেন কৃষি দ্বারকার অধিপতি
দেব গদাধর লইতে সে তুরঙ্গিনী,
কোন মতে না পারিবে করিতে রক্ষণ।
দিকপাল যদি হয় সহায় তোমার
তবুও নিস্তার নাহি পাবে তাঁর ঠাঁই।
তাই বলি মানে মানে প্রদানি অশ্বিনী
হে নরেশ! কর প্রীতি কেশবের সনে।
উঠিল গর্জ্জিয়া দণ্ডী আমার বচনে
করি আস্ফালন, কটু ভাসিল আমারে
যথোচিত, অতঃপর সদর্পে বলিল—
"কেন দূত মিছে তুমি কর বাড়া বাড়ি
যাহ ফিরি আপনার দেশে, বল গিয়া
দ্বারকাপতিরে নাহি দিব তুরঙ্গিনী;
যথা সাধ্য যেন তিনি করেন আমার।
তাঁহার রাজ্যেতে আমি নাহি করি বাস,
তবে কেন ডরিব তাঁহারে; হীন বীর্য্য
নহি আমি, হের শাণিত কৃপাণ এই

যমের কিঙ্কর যেন শোভে মম করে,
নাশিতে অরাতি-কুল চক্ষুর নিমিষে।
কার সাধ্য প্রতিদ্বন্দী হইবে আমার।
একান্ত-ই যদি রণে আসেন গোবিন্দ
ভীম রোষে, যুঝিব তাঁহাব সনে করি
প্রাণ পণ, তবু ও না দিব তুরঙ্গিনী।"

কৃষ্ণ। এত দম্ভ করে দণ্ডী, না ডরে আমারে?
কৃতান্তের ভয় তার নাহিক হৃদয়ে!
কার বলে বলী সেই দুর্ম্মতি পামর,
কত বল ধরে ভুজে, করিব প্রত্যক্ষ।
বুঝিয়াছি কাল ফণি দংশিয়াছে শিরে,
তাই দুর্ব্বুদ্ধি এমন ঘটিল তাহার।
কোন সাহসের ভরে, না পারি বুঝিতে,
সমরের সাধ দুষ্ট করে মোর সনে;
ত্রিজগতে কেবা তার হইবে সহায়?
লইব সে তুরঙ্গিনী প্রতিজ্ঞা আমার,
কাটিয়া তাহার শির এই সুদর্শনে;
নহে বৃথা নাম মম সুদর্শন-ধারী।

নার। জানি আমি হে কেশব! পাপাচারী দণ্ডী
কদাচ না তুরঙ্গিনী অর্পিবে তোমারে,
হেন স্বর্গ সুখ ভোগ, দেব বাঞ্ছনীয়,
কে চায় ছাড়িতে বল আপন ইচ্ছায়।
হেন গর্ব্ব হে যাদব! নাহি সহে প্রাণে,
পঙ্গু হ'য়ে করে সাধ জলধি লঙ্ঘিতে;

দেহ প্রতিফল দেব! দুরাত্মা দণ্ডীরে,
অবশ্য হইবে পূর্ণ কামনা তোমার।

কৃষ্ণ। বিধিসুত! কতক্ষণ এড়াবে সে দুষ্ট,
ভাল মতে শিক্ষা তারে করিব প্রদান।
প্রতিফল দিব হাতে হাতে, বাহু বলে
লইব আশ্বিনী আমি দণ্ডিয়া পামরে।
দূত! যাও পুনঃ যথা সেই দণ্ডী দুরাচার,
জান শেষ, দেবে কি না দেবে তুরঙ্গিনী।

দূত। যাইব কোথায় দেব! পলাইল দণ্ডী
ল'য়ে তুরঙ্গিনী, আসিবার কালে, পথে
করি নিরীক্ষণ, আরোহি অশ্বিনী পৃষ্ঠে
করিছে প্রস্থান দণ্ডী পবনের বেগে।

কৃষ্ণ। কোথা বল পলাইয়ে বাঁচিবে পামর?
যথা যাবে তথা গিয়া ধরিব তাহারে;
ভূধর কন্দর কিম্বা অতল সলিলে
যদি থাকে লুকাইয়ে, করিব সন্ধান,
আনিব বাঁধিয়া দুষ্টে অশ্বিনী সহিত;
তবে সে জানিবে মম এ ভুজ প্রতাপ।
শুনিলে আমার অরি, এ বিশ্ব-মাঝারে
কে তারে আশ্রয় বল করিবে প্রদান?
দূতবর! যাও ত্বরা দণ্ডি-অন্বেষণে,
খুঁজ পাতি পাতি, ভূধর শিখর কিম্বা
অতল সাগরে, অথবা বিজন বনে,
হের সে দুরাত্মা কোথা লভিছে বিরাম।

স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল যেখানে পাবে তারে,
অবিলম্বে সমাচার করিবে গোচর।

দূতের প্রস্থান।

চল চল মুনিবর! যাই স্থানান্তরে,
করিগে যুকতি সবে থাকিতে সময়;
পাইলে বারতা, কোথা বাসিছে পামর;
যুক্তি মতে কার্য্য তবে করিব তখন।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সমুদ্র তট।—দণ্ডী, সাগরের আবির্ভাব।

দণ্ডী। না ভাবিয়া পরিণাম ফল, করিলাম
দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা, বিবাদিনু জনার্দ্দনে;
হায়! যাইব কোথায়? কে রাখিবে মোরে
এ বিপদে, কেবা বৈরী আছয়ে কৃষ্ণের?
অহো! হইল স্মরণ, রাম অবতারে
সাগরে বান্ধেন হরি সুদৃঢ় শৃঙ্খলে,
তেঁই বৈর-নির্য্যাতনে, যদি, কৃপা করি
রাখেন সাগর মোরে করিব পরীক্ষা।
এই ত সাগর কূল সম্মুখে আমার!
ভীম নাদে জল-রাশি করিছে গর্জ্জন,
উত্তাল তরঙ্গ-মালা উঠিছে আকাশে,

বিধিমতে স্তবে তুষ্ট করিব সাগরে ।
কোথা জলদল-পতি ! করিহে প্রণাম
তোমার চরণে, সংসারের সার তুমি
পূত কলেবর, স্পর্শিলে তোমারে, দেহ,
হয় হে পবিত্র । অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এই
করিয়া বেষ্টন করিছ ভ্রমণ সদা,
কেবা পায় তব অন্ত অনাদি জগতে ।
এবে লইলাম শরণ তোমার দেব !
বিপদে রাখহ মোরে বিপদ-কাণ্ডারী ।

সাগ । কি লাগিয়ে হেন স্তুতি-করিছ আমার
হে রাজন ! কোন গুণে বড় আমি বল ;
মহা-বলবন্ত তুমি ধরণী-ঈশ্বর,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তব ভুবনে বিখ্যাত ।
তবে কেন বল নৃপ ! লইছ শরণ
মম, কার সনে হইল বিরোধ তব ?

দণ্ডী । মৃগয়া কানন মাঝে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
হে সাগর ! পাইলাম তুরঙ্গিনী এই,
হের সুদৃশ্য সুঠাম, রাখিনু নিভৃতে,
না জানিল কেহ, নারদ দুর্ম্মতি দুষ্ট
কেমনে সন্ধানি এই অশ্বিনী-বারতা
বলিল গোবিন্দে, না মানিয়া হিতাহিত
দ্বারকার পতি, পাঠালেন দূত এক
লইতে তুরগী, বিষম বাজিল প্রাণে
হেন অবিচারে, না দিলাম তুরঙ্গিনী,

খেদাইনু দূতে, সেই রোষে দামোদর
নাশিবেন মোরে, অতএব অম্বুনিধি!
দাও হে আশ্রয়, থাকিবে পৌরুষ তব।

নাগ। অসাধ্য এ কার্য্য বল কেমনে সাধিব,
হে রাজন! কার সনে করিব বিবাদ?
অহো! বামন হইয়া কেমনে ধরিব
চাঁদ? বায়সের কিবা সাধ্য বিরোধিতে
বৈনতেয়ে? স্বেচ্ছায় কে পশিবে অনলে?
অনাদি অনন্ত বিভু দ্বারকার পতি,
হেলায় ব্রহ্মাণ্ড যিনি করেন বিলয়,
তাঁর সনে করি বাদ কি শক্তি আমার।
লঙ্কা-অধি-পতি দুষ্ট দশানন যবে
হরিল সীতায়, আহা! লক্ষ্মীস্বরূপিণী,
রাম অবতারে বান্ধিলেন মোরে হরি
সুদৃঢ় প্রস্তরে, বিনাশিতে রক্ষাধমে।
হের এখনো বক্ষেতে সে পাষাণ চাপা;
তবু নারি বিরোধিতে দেব নারায়ণে।
বিনা বাদে এ দুর্দ্দশা যবে হে আমার,
বিবাদিলে নাহি জানি কি দশা যে হবে।
হিরণ্যকশিপু, কংশ দুর্দ্দান্ত দানবে
হাসিতে হাসিতে যিনি করেন বিনাশি,
হস্তি-পদ-তলে, প্রচণ্ড অনলে যিনি
রাখেন প্রহ্লাদে প্রদানি অভয়, হায়!
হেন কৃষ্ণে কি সাহসে বিবাদিতে চাও?

কার বলে এত বল কর হে রাজন?
যদি উপদেশ মম করহ গ্রহণ
হে নরেশ! দেহ কৃষ্ণে ছার তুরঙ্গিনী;
নহে, যাও স্থানান্তরে যথা অভিরুচি,
রক্ষিতে নারিব তোমা কৃষ্ণের বিপক্ষে।

দণ্ডী। বুঝিয়াছি বীরপণা যত হে জলধি!
উপদেশ হেতু নাহি আসি তব ঠাঁই;
হেয় তুমি, তাই পীড় সামান্য তড়াগে,
শক্রের নিকট কভু না পার যাইতে।
ছি! ছি! হেন কাপুরুষ না হেরি জগতে
তোমা সম, কে তোমারে বলে রত্নাকর?
প্রস্তর নিগড়ে গ্রাবা, করিয়া বন্ধন
যেই জন শ্বাস রোধ করিল তোমার,
যাহার ইঙ্গিতে, তুচ্ছ বানর ভল্লুক
পদে দলিল তোমারে, হেন হীন বীর্য্য,
ভীরু, তুমি হে জলধি! ধিক তব প্রাণে,
না কর সাহস তায় প্রতিহিংসিবারে।
প্রকাণ্ড শরীর তব পৃথিবী জুড়িয়া,
বালকের বল কিন্তু নাহি হেরি ভুজে,
ধিক ধিক হে জলেশ! কি লজ্জার কথা,
অগস্ত গণ্ডুসে পান করিল তোমায়।
না বুঝি বিক্রম তব বাতুল যেমতি
আশ্রয় বাচ্ঞা করি তোমার সদনে।

সাগ। যাবল্লিলে মানি আমি হে বীর পুঙ্গব!

অবন্তি-রাজন! নাহি বল ভূজে মম
করিতে বিক্রম সেই অখিলের নাথে,
কে জানিয়া দেয় ঝাঁপ জলন্ত অনলে?
তন্ন তন্ন করি যদি খোঁজ ত্রিভুবন
হে ভূপতি! না মিলিবে আশ্রয় তোমার
কোন স্থানে, অহো! কে বল রক্ষিয়া তোমা
সবংশে নির্ব্বংশ হবে মুরারির কোপে।
অতএব নিজ-স্থানে করি হে গমন
যথা ইচ্ছা এবে তুমি কর নৃপবর।

সাগরের অন্তর্দ্ধান।

দণ্ডী। হতাশ্বাস করিল সাগর, যাই কোথা,
কে দেয় আশ্রয় মোরে এ বিপদ কালে?
মহাবল চেদি-পতি শুনি কৃষ্ণ-অরি;
যাই দেখি যদি মোরে রাখে এ সঙ্কটে।

দণ্ডীর প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

চেদি নগরী—শিশুপাল, মন্ত্রী, সভ্যগণ,
দূত—দণ্ডীর প্রবেশ।

শিশু। এস এস মহাভাগ অবন্তি-ঈশ্বর!
বল কুশল বারতা, আছ হে কেমন?
সুপ্রভাত আজি মম, তেঁই দরশন

পাইলাম তব, বল হে কারণ, কেন,
কোন অভিলাষে হে ভূপাল! বহু দিন
পরে, সহসা আসিলে আমার ভবনে।

দণ্ডী। বিষম সঙ্কটে পড়ি ওহে চেদি-পতি!
আসিলাম তব পুরে, প্রবল প্রতাপ
তব ভুবনে বিখ্যাত, না ডর শমনে,
সেই হেতু লইলাম শরণ তোমার;
রাখ মোরে হে রাজন! বিপদ সাগরে,
যশঃকীর্ত্তি তবে তব ঘুষিবে জগতে।

শিশু। কি সঙ্কটে পড়িলে রাজন! কোন জন
হইল বিরোধী, কেন বা শরণ নৃপ!
লইছ আমার; হীন বীর্য্য নহ তুমি,
তবে কেন ডর বল বিপক্ষ জনেরে?
ভাল শুনিব কারণ, যদি সাধ্য হয়,
অবশ্য করিব রক্ষা তোমারে ভূপতি!

দণ্ডী। শুনহে ভুপাল! বলিব বিস্তারি সব,
যে লাগিয়ে এ বিপদ ঘটিল আমার।
এক দিন মৃগয়াতে যাইনু কাননে,
হেরিলাম তুরঙ্গিনী এক, মনোহর
অতি, করিছে ভ্রমণ তথা; ধরিলাম
করিয়া কৌশল, রাখিলাম সঙ্গোপনে,
না জানিল কেহ, হায়! কুচক্রী নারদ
কেমনে সন্ধানি সেই অশ্বিনী বারতা
বলিল যাদবে, না বিচারি দোষাদোষ

দ্বারকার পতি, পাঠালেন দূত এক
লইতে ঘোটকী সেই প্রকাশি বিক্রম।
হেন অবিচারে জ্বলিল হৃদয় মম,
না দিলাম তুরঙ্গিনী খেদাইনু দূতে,
সেই রোষে দামোদর নাশিবেন মোরে।
ভয়ে ভীত মহীপাল! দাও হে আশ্রয়,
ত্যজিলে শরণাগতে রটিবে অখ্যাতি।

শিশু। ছার তুরঙ্গিনী লাগি কেন হে রাজন!
কর দ্বন্দ্ব কৃষ্ণের সহিত, জান না কি
মহাবল দ্বারকার পতি, যাঁর ভয়ে
কাঁপে ত্রিভুবন, কৃতান্ত ডরায় তাঁরে।
আমার মাতুল পুত্র রুক্মিণী-বিলাসী
সদা বাদ করে মোর সনে, কিন্তু আমি
না ডরি তাহারে, না পারে আঁটিতে মোরে
সে যাদব, বার বার সম্মুখ আহবে।
রাখিলে রাখিতে পারি তোমারে রাজন!
কিন্তু ডরি, পাছে লাজ, দেন বসুদেব
মাতুল প্রবীণ সেই পূজনীয় মম।
অতএব যদি শুন আমার যুকতি
হে নরেশ! দাও কৃষ্ণে ছার তুরঙ্গিনী;
ঘুচিবে জঞ্জাল সব না রবে আশঙ্কা।
নতুবা হে স্থানান্তরে যাও নৃপমণি!
রক্ষিতে নারিব তোমা কৃষ্ণের বিপক্ষে।

দণ্ডী। লইতে যুকতি, আসি নাই তব পুরে

হে রাজন! শুনি লোক মুখে বড় বীর
তুমি, কৃষ্ণের প্রধান বৈরী, সেই হেতু
লভিতে শরণ তব আসা মম হেথা।
হেন হীন বীর্য্য, ভীরু, জানিতাম যদি,
তা হলে কি আসি কভু তোমার নিকটে?
তিষ্ঠ হে রাজন! চলিলাম স্থানান্তরে;
দেখি পুনঃ পাই কি না পাই হে আশ্রয়।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনা নগরীর প্রান্ত ভাগ—দণ্ডী।

দণ্ডী। সাগর প্রভৃতি যত রাজ রাজেশ্বর
বিমুখিল মোরে, না দিল আশ্রয় কেহ
কৃষ্ণের ভয়েতে, এবে যাইব কোথায়?
কে আর রক্ষিবে মোরে, বীর কেবা আছে
পরীক্ষিব একবার হস্তিনা-ঈশ্বর
রাজা দুর্য্যোধনে, অনুগত তাঁর, আছে
মহা মহা রথী, রাখিলে রাখিতে মোরে
পারিবেন তিনি, যদি দয়া হয় হৃদে।
নতুবা নিস্তার আর নাহিক আমার;
নিশ্চয় জীবন মম হইবে বিনষ্ট।

যাই তবে তাঁর কাছে, বিনয় বচনে
যাচিগে আশ্রয় ভিক্ষা এ ঘোর বিপদে।

পট পরিবর্ত্তন।

রাজসভা—দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি—
দণ্ডীর প্রবেশ।

দুর্য্যো। এস এস মহারাজ! অবন্তি-অধিপ!
বল কুশল বারতা, আছ হে কেমন?
কোন অভিলাষে আসিলে এখানে, নৃপ!
বিশুষ্ক বদন কেন হেরি হে তোমার?

দণ্ডী। বিষম সঙ্কটে পড়েছি রাজন! তেঁই
তিলেকের তরে সুখ নাহি পাই হৃদে,
ভাবিয়া ভাবিয়া হায়! বিবর্ণ বদন,
হের শীর্ণ কলেবর হইল আমার
হে নরেশ! যদি কর দয়া অভাগারে,
তবে ত বাঁচিহে প্রাণে, নতুবা জীবন
মম হইবে বিনাশ জেনেছি নিশ্চয়।
রাজ চক্রবর্ত্তী তুমি, হস্তিনা-ঈশ্বর,
বিক্রম কেশরী মহাবল রথীবৃন্দ
সহায় তোমার, হে ধীমান! কুরু-কুল
করেছ উজ্জ্বল, সেই হেতু বড় আশে
লইনু শরণ, রাখ মোরে এ বিপদে।

দুর্য্যো। কি সঙ্কটে পড়িলে রাজন! কার সনে
ঘটিল বিবাদ? হেন বীর কেবা সেই,
নার বিমুখিতে যারে নিজ ভুজ বলে?
ভাল বল বল, করি হে শ্রবণ, কিবা
নাম ধরে সেই জন, বসতি কোথায়,
অকারণ কেন বাদ করে তব সনে?
সাধ্যের অতীত যদি না হয় আমার,
অবশ্য করিব রক্ষা তোমারে নরেশ!

দণ্ডী। শুন মতিমান! বলিব বিস্তারি সব,
যে লাগিয়ে এ বিপদ ঘটিল আমার।
দৈব যোগে এক দিন মৃগয়া কারণ
প্রবেশিনু গহন কাননে, হেরিলাম
তুরঙ্গিনী এক, আহা! বিচিত্র মুরতি,
ধরিলাম করিয়া কৌশল, রাখিলাম
হেন নিভৃত প্রান্তরে, পবন পারে না
যথা করিতে প্রবেশ, না জানিল কেহ,
ভাগ্য-দোষে মম হায়! কুচক্রী নারদ
কেমনে সন্ধানি সেই অশ্বিনী বারতা
বলিল কেশবে, না বিচারি দোষাদোষ,
যদু-কুল-পতি, পাঠালেন দূত এক
লইতে অশ্বিনী ধনে প্রকাশি বিক্রম।
হেন অবিচার কার প্রাণে সহে বল?
খেদাইনু দূতে না দিলাম তুরঙ্গিনী,
সেই রোষে শ্রীনিবাস নাশিবেন মোরে।

ভয়ে ভীত, ভ্রমি আমি দেশ দেশান্তরে,
কিন্তু কোথা না পাই আশ্রয়, সবে ডরে
সে যাদবে, অতঃপর বিচারিয়া মনে
হে রাজেন্দ্র! ধনে মানে সকলের বড়
তুমি, দাপটে তোমার ডরায় শমন,
তবে কোন ছার বল সে দ্বারকা-পতি।
অতএব এ বিপদে দাও হে আশ্রয়
রাখিলে শরণাগতে থাকিবে সুখ্যাতি।

দুর্য্যো। সামান্য ঘোটকী লাগি কেশবের সনে
করিলে বিবাদ? নিজ হাতে হলাহল
গিলিলে রাজন! কি হেতু হে হেন ভ্রান্তি
হইল তোমার? চিনিলে না জনার্দ্দনে।
কি ছার মনুষ্য বল, শমন আপনি
যঁার ডরে কাঁপে থর থরি, হে নরেশ!
তার সনে করা বাদ সাজে কি আমার?
দুর্দ্ধর্ষ বলীরে যিনি করিয়া দমন
নিঃশঙ্কিল সচী নাথে, যঁার পদ-রেণু
হায়! করিয়া পরশ, পাষাণা অহল্যা
হইল মানবী, বাসবের মহা কোপে
গোপাঙ্গনা-গণে যিনি করেন উদ্ধার,
ভূধর ধারণ যিনি করেন অঙ্গুষ্ঠে,
সে গোবিন্দে কার সাধ্য হইবে বিরোধী।
অতএব এই যুক্তি বলিহে তোমায়,
প্রদানি অশ্বিনী কৃষ্ণে ঘুচাও বিবাদ।

নতুবা হে স্থানান্তরে যাও নরমণি,
নারিব রক্ষিতে তোমা কৃষ্ণের বিপক্ষে।

দণ্ডী। বিজ্ঞ তুমি কুরু-কুল-মণি, বিচক্ষণ,
নীতি বিশারদ বলি জানে হে সকলে,
কিন্তু হেন কূট নীতি শিখিলে কোথায়?
ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ছি! ছি!
কোন লাজে বল তুমি করিতে হেলন?
নাহি বাধা প্রদানিতে অশ্বিনী কেশবে,
কিন্তু প্রতিজ্ঞা আমার, না দিব কাহারে
যত দিন রবে মম জীবন দেহেতে।
যদি ভয়ে অর্পি আমি অশ্বিনী যাদবে,
প্রতিজ্ঞা আমার তবে রহিল কোথায়?
অনিত্য জীবন এই করিতে রক্ষণ
পণ ভঙ্গ করি কি হে ডুবিব নরকে?

শকু। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন'
হে অবন্তি-পতি! যদি নাহি বল ভুজে,
তবে কেন কর বাদ কেশবের সনে?
কে সহায় হবে বল তোমার এখন?
আপন ইচ্ছায় যেই শার্দ্দূল কবলে
করয়ে গমন, কে পারে বাঁচাতে তারে?

দণ্ডী। কেন আর কর বাড়াবাড়ি হে শকুনি!
গান্ধার-কলঙ্ক, বল বুদ্ধি যত তব
জানি আমি, নারদের কনিষ্ঠ সোদর;
গণ্ডগোলে রত সদা বিখ্যাত ভুবনে।

দুর্য্যো। প্রতিজ্ঞা তোমার, রহিল কোথায় নৃপ!
যবে তস্করের প্রায় লয়ে তুরঙ্গিনী
পলাইলে যাদবের ভয়ে, সেই ক্ষণে,
জেন স্থির, পণ ভঙ্গ হইল তোমার।
ক্ষত্রিয়ের নীতি তুমি শিখাও আমারে,
কিন্তু বল দেখি, হে রাজন! ক্ষত্রিয়ের
রীতি কি হে শত্রু ভয়ে করা পলায়ন?
সম্মুখ সমরে ত্যজিবে জীবন, তবু
শত্রুকে না পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাইবে
কভু, ক্ষত্রিয়ের এই ত মহতী নীতি।
হীন বীর্য্য যেই জন, প্রতিজ্ঞা তাহার
না রহে কখন যদ্যে হেরে বিভীষিকা।
'আতুরে নিয়ম নাস্তি' শাস্ত্রের লিখন,
তাই বলি, কেন বাদী হইবে কৃষ্ণেরা
দেহ তুরঙ্গিনী তাঁরে, ঘুচুক জঞ্জাল,
নতুবা পতঙ্গ সম পড়িবে অনলে।

দণ্ডী। ধিক ধিক হে রাজন! ক্ষত্রিয় বলিয়া
উচিত না হয় তব দিতে পরিচয়।
ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ মহাবীর
একাগ্নী বাণেতে যার কাঁপে ত্রিভুবন,
হেন মহা মহা রথী থাকিতে সহায়,
অনায়াসে বিমুখিলে শরণাগতেরে!
ক্ষত্রিয়া হইয়া যেবা থাকিতে শকতি,
স্বেচ্ছায় শরণাগতে করে প্রত্যাহার;

ইহ-কাল পর-কাল হয় তার নষ্ট,
নরকেও স্থান সেই না পায় কখন।
অতএব হে ভূপাল! হেন ধর্ম্ম নীতি
ক্ষত্রিয় ভূষণ, কি লাগি উপেক্ষি বল
ত্যজিলে আমায়, যবে লইনু শরণ;
এ অখ্যাতি চিরদিন ঘুষিবে তোমার।

দুর্য্যো। জানি আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ মহাবীর
সহায় আমার, তুচ্ছ গণি সবাকারে;
তা বলে কি সম্ভবে কখন বিবাদিতে
দ্বারকা-পতিরে? ভেকের ভ্রূকুটি যথা
হিংসিতে তক্ষকে, অতএব নৃপবর!
মরিব কি নিজে আমি রক্ষিয়া তোমায়?
আত্মাকে করিবে রক্ষা সকলের আগে,
পরে, পার যদি, তবে রক্ষ অন্য জনে।
এই ত শাস্ত্রের কথা শুনি চিরদিন;
রক্ষিতে নারিব তোমা যাও স্থানান্তরে।

দণ্ডী। একান্ত ত্যজিলে যদি শরণাগতেরে,
ধর্ম্মের মস্তকে পদ করিয়া ক্ষেপণ
হে নরেশ! তবে আর যাইব কোথায়?
কে আর রক্ষিবে মোরে এ বিপদ কালে?
অতএব শত্রু-হাতে না ত্যজি জীবন,
মরিব ডুবিয়া পূত জাহ্নবী সলিলে।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্ত—ভাগীরথী-তট, দণ্ডী, অশ্বিনী, নাগরিক-দ্বয়, গণক, ধীবর, সুভদ্রা, সখী।

দণ্ডী। বিষ্ণু পদোদ্ভবা তুমি কলুষ নাশিনী,
ভাগীরথী ভোগবতী তুমি মন্দাকিনী,
হর শিরে বাস তুমি মকর-বাহিনী,
অনাদি অনন্ত তুমি পতিত পাবনী,
সগর বংশের তুমি উদ্ধার কারিণী,
কেবা অন্ত পায় তব ব্রহ্মাণ্ড-রূপিণি!
সুখদা মোক্ষদা তুমি মহেশ-মোহিনী,
দুস্তরে তার গো তুমি দনুজ-দলনী।
দেবী আদ্যাশক্তি তুমি বিপদ-বারিণী,
ভব-ভয় হর তুমি জগত-তারিণী,
লই গো শরণ মাত! ত্রিতাপ হারিণি!
দীনে স্থান দেহ তব চরণে জননি!

(চক্ষু মুদিত করিয়া দণ্ডীর উপবেশন।)

লাঙ্গল কাঁধে এবং কোদাল হস্তে দুইজন যবন নাগরিকের প্রবেশ।

১ম, না। সারা দিনটে খেটে খেটে জানডা নিকলে গেল ও, তবু, মুনীবির মন পাবার যো নেই।

২য়, না। কারে আর বলচিস ভাই! তোরও যে দশা, মোর ও সেই দশা, এই দেখ না এতডা বেলা হ'য়েচে তবু এখনো পানি রুত্তি পিতে পাই নি।

১ম, না। সেডা ভাই মোর কাছে হবার যো নেই—এক কাঁদে নাঙোল, আর এক কাঁদে জলপান না হ'লে, সম্মার কামে বাত্তয়া হয় না, এই দেখ্, এখনো মোর কোঁচোড়ে জলপান আর ক্যালা বাঁদা রয়েচে, তোর এখনো খাওয়া হয় নি! তবে নে, চাড্ডি খেয়ে এট্টু পানি পে।—(দ্বিতীয় নাগরিক কে জলপান দেওন)

২য়, না। (খাইতে খাইতে অঙ্গ ভঙ্গির সহিত) বা! এ যে বেড়ে ক্যালারে! একি তোর মুনীবির নাকি? আচ্ছা ভাই তোর আজ আস্তে এতোডা বেলা হলো কেন?

১ম, না। মুই যেখানে কাম করি, সেখানে বড্ডি এট্টা গোল বেদেচে, তাই ডেঁড়িয়ে ডেঁড়িয়ে শুনছেলাম।

২, না। কি গোল ভাই! বল না?—

১, না। ঐ যে মাধাই চাচা আচে জানিস্, তানার এট্টা ছাবাল আজ কদ্দিন ধরে সুমুদ্দুর পেরিয়ে কোতা মোদের এট্টা মাচোনমা-ন্দর রাজ্জিতে বিদ্যি শ্যাখ্‌তে না কি কত্তে গ্যাছলো। এখোন সে দ্যাশে ফিরে অ্যায়চে—মাধাই চাচাও তানারে পরাচিত্তির করিয়ে ঘরে নিয়েচে—তাই হ্যাঁদুদের মদ্দি বড্ডি এট্টা গোল বেঁদে গেচে—

২য়, না। তার আর গোল কি ভাই! হ্যাঁদুদের এমনডা তো হয়েই থাকে. কেউ দোষ ঘাট কল্লে অম্‌নি টিকিওলা চাচাদের ঠেং ব্যাবোস্তা নিয়ে পরাচিত্তির কল্লেই সুদ্দু হয়।

১ম. না। প্যারায় সব হ্যাঁদুরাই মাধাই চাচার দিকে আছে, ক্যাবল ঐ ঘটাই চাচাই বড্ডি বেঁকে ডেঁড়িয়েচে—ঘটাই চাচা তো নয়; বাবা! যেন শ্যাঁকুল গাচ— এট্টা ছাড়ে, আবার এট্টা ধরে—

২য়, না। ঘটাই চাচা ডা কে রে?

১ম, না। আরে! ঘটাই চাচাডারে জানিস নে,—ঐ যে কি এট্টা পুঁতি না কি বার করে বড্ডি থাপ্পা হয়ে ডেঁড়িয়েচে, সে কখন বলে মোর দশ হাজার; কখন বলে মোর বিয হাজার চ্যালা আছে; উঁ! মনে কল্লি মুই এখুনি নোকের মাতাডা হাত দি কেটে ফ্যালাতে পারি।

১ম, না। হ্যা! হ্যা! চিনেছি, মোদের ঐ খ্যাঁদা চাচার ছাবাল! নোকে যে কথায় বলে "খ্যাঁদা পুতির নাম পদ্দনোচোন" তা মোদের এই খ্যাঁদা চাচার ছাবালডারেও সেই রকম দেখতে পাই, য্যাখোন দ্যাশ সুদ্দ নোক এক দিকে, ত্যাখোন ওনার একলা এ গ্যারো কেন? খুঁড়িয়ে বড় হবার নেগে নোকে কতক্ষণ গোড়ালি তুলে ডেঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে?

১ম, না। এই জন্যেই তো হ্যাঁদুরা অদঃপাতে যাচ্চে—হ্যাঁদুদের মদ্দি অক্কি থাক্‌লে কি আর রক্কি থাক্‌তো!

২য়, না। যাহোক খ্যাঁদাচাচার ছাবালের এত ডা করা ভাল দেখায় না—ওনার ঘরে কি! ওনার ভাই ও তো মোদের মোচলমানির রাজ্জিতে গ্যাচলো—যবন জাতির রান্না ভাত, বন জাতির মাস খেয়েচে আরো কত কি করেচে—উনি যদি হ্যাঁদু, তবে কেমন করে সেই ভেয়ের সঙ্গে একসাতে থাকেন? একসাতে খান? গাই কি বলদ নেজ তুলে না দেখে, যে চেঁচিয়ে বেড়ায়, তার মতোন মুখ্যু তো দেখতি পাইনে—আর যার হস্থি দীগ্‌গী জ্ঞান নেই এমন মুখ্যুই বা কেমন করে ভাই পুঁতির কাম করে?—আচ্ছা মোদের ঐ খ্যাঁদা চাচার ছাবাল তো হ্যাঁদুদের মোল্লা নয়, তবে ও পরাচিত্তির নিয়ে গোল করে কেন? ও ব্যাবোস্তার কি জানে ভাই?

১ম, না। আরে ওনার পাল্লায় যে এক জন চুঁড়ো ওলা মোল্লা আচে জানিস নে ?

২য়, না। ও! সে চুঁড়ো ওলা মোল্লাডারে মুই বেশ জানি, সে তো ভারি মোল্লা। সে দিন ঐ বামুণদের বাড়ীতে এট্টা কামে মেলাই মোল্লার আমদানি হয়ে ছ্যালো, তাদের মদ্দি ভাই এট্টা মোল্লা বড্ডি ত্যাজালো, তানার নামটা কি ছাই সারভং না বারভং, সে ঐ চুঁড়ো ওলা চাচার চুঁড়োডা না ধরে টানা টানি— চাচা না সেই দেখে, ভয়ে চুঁড়োডা ফেলে দৌড়, দৌড়।

১ম, না। ওরে! দেখ্ দেখ্ ও দিকে এট্টা মানুষ কেমন বসে বসে ঘুম লেগিয়েচে—

২য়, না। তাই তো রে! বেটা চোর নাকি ? রেতের বেলা ঘুমুতি না পেয়ে বুঝি দিনের বেলাই বসে বসে ঘুম লেগিয়েচে ?

১ম, না। তোর কি বুদ্দি রে! আহা! সরু যেন হাতির প্যাট্টা—অমন জামা জোড়া গায়ে, কেমন করে বল্লি চোর ?

২য়, না। ওরে অমন বদ্দর চোর ঢের বেটা আছে—ভাল কাচে গিয়েই কেন শুদুই গে চল না ?

না, দ্বয়। (দণ্ডীর নিকট গমন করিয়া) ওহে! তুমি কেহে ? এই দুকুর বেলা বসে বসে ঘুম লেগিয়েচো—

১ম, না। বেটা কথা কয় না যেরে, বসে বসে মরে গেচে নাকি ?

দণ্ডীর উঠিবার উপক্রম।

২য়, না। ওরে পেলিয়ে আয়, পেলিয়ে আয়, বেটারে দানায় পেয়েচে—দেখ্ না ডেঁড়িয়ে ডেঁড়িয়ে পাশ মোড়া মাচ্চে।

দণ্ডী। কেন বাপু তোমরা আমাকে বিরক্ত কচ্চ? আমি তোমাদের ত কোন অনিষ্ঠ করি নাই।

১ম, না। তোমাকে মোরা কি বিরক্তি কল্লুম মশাই?—বসে বসে ঘুম লেগিয়েচো পাছে ঘুমির ঘোরে পড়ে যাও তাই চিয়ে দিচ্ছিলুম।

দণ্ডী। আমি ত ঘুমাই নাই বাপু!—আমি আমার বিষম সঙ্কটের জন্য চক্ষু মুদিত করে সেই বিপদ-বারিণী মা ভাগীরথীর ধ্যান কচ্ছিলেম।

না, ন্ব। কোতা তোমার বিস্ফট হয়েচে মশাই? দেখি না? এই নাঙোলের ফালাডা দি এট্টু চিবে দিলিই সব ভাল হয়ে যাবে।

দণ্ডী। কেন বাপু তোমরা এরূপ প্রলাপ বক্‌চ?—আমার ত বিস্ফোটক হয় নাই—আমার বিষম সঙ্কট উপস্থিত, সেই জন্য এরূপ মৌনভাবে রয়েছি—তোমরা বাপু আপনার আপনার স্থানে গমন কর, আমাকে আর বিরক্ত করিও না

না, ন্ব। কি বল্লে মশাই? তোমার সঙ্কট হ'য়েচে, ভালই হয়েচে—বল না, মোরা সব ঠিক করে দেবো—

দণ্ডী। তোমাদিগকে সে সঙ্কটের বিষয় বলবার কোন প্রয়োজন দেখি না—যখন বিখ্যাত বিখ্যাত বীর-শ্রেষ্ঠ রাজন্য-বর্গ আমার বিপদ উদ্ধার করবার জন্য সাহস করেন নাই, তখন তোমরা সামান্য কৃষক হয়ে আমার কি উপকার করবে বল?

১ম, না। মশাই! ও সব রাজা রাজড়াদের কাম নয়—ওনারা এক ঘা মার খাতি হলিই অমনি পেলিয়ে যায়, মোরা তা নই; মোর (বক্ষদেশ চাপড়াইয়া) এই বুকের পাটা খানা দেখেচো? এতে দশ ঘা লাটি মাল্লেও কিছু হয় না—মোরা দশ ঘা খাতিও

পারি, দশ ঘা মাত্তিও পারি—আর এই যে মোর নাঙোলডারে দেখ্‌চো. উঁ! এতে করি দেখ্‌তি দেখ্‌তি মুই দশ বিগি জমীডারে এফোঁড় ওফোঁড় কত্তি পারি—আর এই নাঙোলডারে বড় সামানি্য মনে করবেন না—এই নাঙোলডার গুঁতোয় পেলারাম না বলাবাম চাচা এক মত্তিরে পিরথীমিটে জিনতে পাবে।

২য়, না। মোর এই কোদালডেরও বড় কেও কেটা ভাববেন না—উঁ! মুই ও এই কোদালির ঘায়ে দেখ্‌তি দেখ্‌তি জ্যান্ত জমীডে কেটে পকুর বেনিয়ে দিতে পারি। আর এই কোদালির ঘায়েই সদর রাজার ছাবালেরা পিরথীমিটে কেটে অত বড় সুমুদ্দুর বেনিয়েচে।

দণ্ডী। তোমরা সামান্য কৃষক হয়ে এক জন বিপন্নের জন্য যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ কল্লে তাতে তোমাদের উপর আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলেম. আর শিক্ষা পেলেম যে, জগতে সামান্য লোকের দ্বারা যেরূপ উপকার লাভ করা যায় সেরূপ উপকার বড লোকের নিকটে প্রত্যাশা করা যায় না।

(দণ্ডীর পুনর্ব্বার তদ্গদচিত্তে উপবেশন।)

(জাল কাঁধে এবং টাকুতে পাক দিতে দিতে এক জন ধীবরের প্রবেশ।)

ধী। জাল ফেলা হলো না আমার কপাল ভেঙেচে.
হন্নে কুকুর বৌকে আমার কাম্‌ড়ে দিয়েচে।

ধীবরের প্রস্থান।

গণকের প্রবেশ।

গণ। এ বলেছি তা বলেছি সব বলেছি কই।

মড়ার মুণ্ডে দিয়ে পা খাব সন্দেশ দই।

পাকা কলা মত্তমান দুধে ভিজিয়ে চিঁড়ে।

ব্রাহ্মণি-কাদীর আজ্ঞা সব গেল গো উড়ে॥

১ম, না। ও দাদাঠাউর! তুমি একলা এতো সন্দিশ, ক্যালা গুণো খাবে? মোদের কিছু দেওনা! বড্ডী খিদে নেগেচে।

গণ। বেল্লিক বেটারা, পাজি বেটারা, হ্যাঁচকারা বেটারা, আমাকে সন্দেশ কলা খেতে দেখ্‌লি কোথা বল্‌ত?

২য়, না। এই যে দাদাঠাউর তুমি পাকা মত্তমান ক্যালা, সন্দিশ, আর দুদ চুঁড়ায় ফলার লেগিয়ে ছেলে—এর মদ্দেই সব গিলেচো? বাবা! বামুণের প্যাট্‌টা তো নয় যেন ছিটে বেড়ার ঘর।

গণ। তো বেটাদের মত মূর্খ ত আর দেখতে পাইনে? কোথা আমি মন্ত্র উচ্চারণ কচ্ছিলেম না কোথা ফলার!

১ম, না। তোমার মন্তিরীর ভিত্‌রি যে ক্যালা আছে তা কেমোন করে জান্‌বো! আচ্ছা দাদাঠাউর! তুমি কি মন্তিরী আড়াচ্ছিলে বলনা শুনি—

গণ। আরে আমি যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের বিষয় গণনা করে বলতে পারি তা জানিস্‌নে?—তার ই মন্ত্র উচ্চারণ কচ্ছিলেম।

২য়, না। ও! এতক্ষণে সমজাতি পেরেছি, আচ্ছা দাদা-ঠাউর! তুমি যদি ভূতির কথা বল্‌তে পার তবে বল দেখি ঐ মানুষডারে কি ভূতি পেয়েচে—

গণ। বেটারা ত তবে সব ই বুঝেছিস্—ওরে বেটারা আমি কি ভূত প্রেতের কথা বল্লেম—মূর্খ! এটাও বুঝতে পারিস নে যে,

'ভূত' অর্থাৎ গত সময়ের বিষয় কে বুঝায়—ভাল তোর প্রশ্নের সহিত যখন ভূত কালের সামঞ্জস্য আছে তখন ব'লছি শোন্। (একটু ভাবিয়া) ওরে! ঐ ব্যক্তিকে বড় এক জন সামান্য মনুষ্য বলে জ্ঞান করিস নে—উনি এক দেশের রাজা, কেবল একটী স্ত্রীলোকের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে এরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্থ হয়েছেন।

১ম, না। বটে! মোরা ঠেঁউরে ছিলুম নোকটা হয় পাগল, না হয় ভূতিই পেযেচে। উনি যে রাজা হয়ে এট্টা মেয়ে নোকের সঙ্গে পীরিত বেদিয়ে গাঙের ধারে এসে চোক বুজে বসে থাকবেন তা কেমন করে জানবো বল? আচ্ছা দাদাঠাউর! এটা তো বল্লে, আর এট্টা জিগ্‌গেস করি বল দিখি—এই কলিকালডাতে কি কি ঘটবে?-

গণ। (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) ওরে! কলির পরিণাম বড়ই ভয়ানক হবে দেখ্‌ছি, ম্লেচ্ছজাতি ভারতের একছত্রী রাজা হবে, হিন্দু জাতির সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত পড়বে, সন্তান স্নেহময়ী জননী এবং পূজ্যপাদ পিতাকে গ্রাহ্য করবে না, অর্দ্ধপক্ক যুবকেরা কষ্ট-দৃষ্টির ভাণ করে অহর্নিশ চক্ষুতে ভগ্ন পরকলা খণ্ড দিয়ে চিরকালের জন্য চক্ষু দুটীর মাথা খেয়ে বসবে—অনেকে আবার চাঁপদাড়ি রেখে তোদের মত ভাইসাহেব সেজে মন্দীরে ফয়তা লাগাবে—আবার এমনি একটী ভুঁইফোঁড় সম্প্রাদায়ের উত্থান হবে—তারা না হিন্দু না মুসলমান—তারা না ভজবে রাম, না ভজবে রহিম--ডেলে চেলে আধ্‌সিদ্ধ খিচুরী গোচ হয়ে দাঁড়াবে--তাদের দৌরাত্ম্যে আবার প্রকৃত হিন্দুরা মেয়েছেলে নয়ে ঘর করতে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকবে—আজ অমুকের বিধবা কন্যাকে, কাল অমুকের বিধবা ভগিনীকে, পরশু অমুকের বিধবা

ভাদ্রবধুকে তস্করের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে নানাবিধ প্রলোভনের দ্বারা বশীভূত করে কুলের বাহির করবে এবং এক একটা অকাল কুষ্মা-ণ্ডের সঙ্গে নিকে দিয়ে আজীবন অকূল পাথারে নিক্ষেপ করবে—

না, দ্ব। বটে! তা হ'লে তো দেখ্‌চি বদমাসদের জ্বালায় দ্যাশটা একবারে ছার খার হবে—উঁ! মোরা যদি তেদ্দিন বেঁচে থাকি, তা হলি (হস্ত প্রসারণ করিয়া) এই এক এক থাপ্পড়ে ছাবালদের চাবালটা টেনে বের করে ফেলাবো। ওরে! ঐ বুঝি রাণী মা এদিগে নেইতে আসচে চল পেলিয়ে যাই—

সকলের প্রস্থান।

—*—

সুভদ্রা এবং একজন সখীর প্রবেশ।

দণ্ডী। মাতর্গঙ্গে! লইনু গো শরণ তোমার,
দেহ স্থান অভাগারে ও রাঙ্গা চরণে।
বাঁচিতে নাহিক সাধ, কলুষ আচার,
ব্যভিচার স্রোত বহিছে প্রবল বেগে
এ পাপ ধরায়, বলবান যেই জন,
অহো! বিনা দোষে পীড়য়ে দুর্ব্বলে সদা
ধর্ম্মের মস্তকে পদ করিয়া ক্ষেপণ।
আত্মহত্যা মহাপাপ জানি আমি, কিন্তু,
কি করিব, বাঁচিবার না আছে উপায়;
তাই বিচারিয়া মনে, না ত্যজি জীবন
শত্রুর কবলে, মরিব তোমার গর্ব্ভে
পতিত পাবনি! যেন ঠেলনা চরণে।

দণ্ডীর ভাগীরথী-গর্ব্ভে যাইবার উপক্রম।

সুভদ্রা। কি লাগিয়ে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত ?
কেন বা বৈরাগ্য হেন হইল তোমার ?
স্ব ইচ্ছায় কে কোথায় ত্যজয়ে জীবন ?
অনুমানে বুঝি, ভূপতি হইবে তুমি,
রাজ চিহ্ন হেরি অঙ্গে, কি নাম তোমার ?
কোথা বা বসতি তব ? দেহ পরিচয়।

দণ্ডী। অবন্তীর অধিপতি দণ্ডী নাম মম
হে সুন্দরি! দৈব যোগে তুরঙ্গিনী এই
পাইলাম মৃগয়া কাননে, এবারতা,
নারদের মুখে, শুনি, দ্বারকার পতি
পাঠালেন দূত এক লইতে অশ্বিনী
যতনের ধন মম, না দিলাম তাঁরে।
সেই রোষে চক্রপাণি বিনাশিবে মোরে
করিল প্রতিজ্ঞা, ভয়ে ভীত, ভ্রমিলাম
দেশ দেশান্তরে, যাচিলাম প্রাণ ভিক্ষা
বীর অভিমানী যত নৃপতি সদনে,
না দিল আশ্রয় কেহ যাদবের ডরে ;
সেই খেদে বিনোদিনি! ত্যজিব জীবন।

সুভ। সামান্য কারণে কেন ত্যজিবে জীবন
বল ? নাহি ভয়, রক্ষিব তোমারে নৃপ!

দণ্ডী। অসম্ভব কথা! অবলা রমণী তুমি,
কেমনে রক্ষিবে মোরে? যবে দিগ্বিজয়ী
বীর-বৃন্দ মানে পরাভব ; হেন শক্তি
যদি আছয়ে তোমার, হে সুন্দরি! তবে

দেহ পরিচয়, কাহার বনিতা তুমি ;
বরাননে! কোন কুল করেছ উজ্জ্বল ?

সুভ। কৃষ্ণের ভগিনী আমি, বসুদেব সুতা,
সব্যসাচী পতি মম, পুত্র অভিমন্যু,
সুভদ্রা আমার নাম; বড়ই ব্যাকুল
প্রাণভয়ে নিরক্ষি তোমায়, হে রাজন!
পাইলাম ক্ষোভ হৃদে, করিলাম সত্য,
রক্ষিব তোমারে আমি নাহিক সন্দেহ।

দণ্ডী। শিহরিল অঙ্গ মোর শুনি পরিচয়,
কৃষ্ণের ভগিনী তুমি, রক্ষিবে আমারে ?
কেন আর কাটা ঘায়ে, লবণের ছিটে
করগো ক্ষেপণ, আশ্বাস বচনে তব
হয় অনুমান, কৌশলে বধিবে মোরে,
ভা (ই)য়ের শত্রুকে কোথা কে করে রক্ষণ ?

সুভ। কৃষ্ণের ভগিনী বলি না করিবে শঙ্কা
হে রাজন! বিশ্বাসঘাতিনী আমি নহি
কদাচন, সত্য কেন কর অবিশ্বাস ?
সত্য হেতু, দাশরথি, শত্রুর সোদর
হের রক্ষ বিভীষণে করিল প্রত্যয়।
মহাবল ভীমসেন মধ্যম ঠাকুর,
মম অনুরোধে, দিবেন আশ্রয় তোমা
বলিলাম স্থির, অতএব তিষ্ঠ হেথা
ক্ষণেকের তরে, যদবধি ভীম-দূত

না আসে এখানে নৃপ ! লইতে তোমায়।

সুভদ্রা ও সখীর প্রস্থান।

দণ্ডী। মৃত্যু তো নিয়তি মম জেনেছি নিশ্চয়,
তবে, দেখি একবার পরীক্ষিয়া সেই
সুভদ্রার বাণী, হইলে হইতে পারে
দয়ার উদ্রেক রমণী কোমল প্রাণে।
মহাবল ভীমসেন মধ্যম পাণ্ডব,
অজেয় জগতে, রক্ষিলে রক্ষিতে মোরে
পারিবেন তিনি, তাহে দ্বারকার পতি
সহায় তাঁদের, জানি আছে চিরদিন।

ভীম-দূতের প্রবেশ।

ভী,দু। সত্য সন্ধ ভীমসেন মধ্যম পাণ্ডব
পাঠালেন মোরে নৃপ ! লইতে তোমায় ;
উঠ উঠ শীঘ্রগতি, চল মোর সাথে,
বিরাজেন যথা সেই বীরচূড়ামণি।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—কুন্তীর কক্ষ, যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি। বিষম প্রমাদ মাত! পড়িল এবার,
নিস্তার না দেখি আর; না পারি বুঝিতে,
মতিভ্রম কেন হেন হইল ভীমের।
অবন্তীর অধিপতি দণ্ডী নরবর
তুরঙ্গিনী লাগি এক, কৃষ্ণের সহিত
করিল বিরোধ, ভ্রমিল সে ত্রিভুবন
যাচিয়া আশ্রয়, কিন্তু না মিলিল কোথা
কৃষ্ণের শত্রুকে বল কে দিবে আশ্রয়।
হেন দুর্ম্মতি যে জন, নাহি স্থান যার,
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলে, তবে ভীম কেন
তারে রাখিল আলয়ে প্রদানি অভয়?
নিশ্চয় দুর্দ্দৈব মাত! ঘটিল আমার,
জ্বলে হৃদি শোকানলে, না হেরি উপায়,
কেমনে নিস্তার পাবো মুরারির কোপে।
যেই কৃষ্ণ বিনা নাহি মোর গতি, হায়!
বিপদ সম্পদে যিনি রাখেন মোদের,
পদ মাত্র নাহি যাই যাঁহার অমতে,
এক মাত্র হিতাকাঙ্খী পাণ্ডবের যিনি
সে কেশবে বিবাদিলে মঙ্গল কোথায়?

অতএব জননী গো যাও একবার
ভীমের নিকটে, প্রবোধিয়া বল তারে
ত্যজিতে দণ্ডিরে, অনর্থের মূল যত।

কুন্তী। এখনি যাইব বাছা! ভীমের নিকটে,
বুঝাইব বিধি মতে প্রবোধিয়া তায়;
মহাক্রোধী যদি ও সে জানি আমি, কিন্তু
মাতৃ-আজ্ঞা কদাচ না করিবে লঙ্ঘন।
অবশ্য ত্যজিবে অনর্থের মূল সেই
অবন্তি-রাজনে, ঘুচিবে জঞ্জাল সব।

সকলের প্রস্থান

পট পরিবর্ত্তন।

ভীমের কক্ষ—ভীম, কুন্তী, অর্জ্জুন, নকুল,
সহদেব, যুধিষ্টির।

ভীম। মাত! প্রণিপাত করিগো চরণে, কর
আশীর্ব্বাদ, অসময়ে কি হেতু মা, বল,
কোন অভিলাষে তুমি আসিলে এখানে?
বদন বিশুষ্ক কেন হেরি গো তোমার?

কুন্তী। নিদারুণ কথা এক করিয়া শ্রবণ,
বাছা! আসিলাম আমি তোমার নিকটে।
তুমি না কি রাখিয়াছ অভয় প্রদানি
কৃষ্ণের পরম শত্রু অবন্তি-রাজনে?
যেই জন ত্রিভুবন করিল ভ্রমণ,

না পাইল আশ্রয় কোথাও, কি সাহসে
তারে তুমি রাখিলে ভবনে ? হেন ভ্রম
কেন চাঁদ ! হইল রে তোর ? এ বারতা
শুনিলে কেশব, বিষম অনর্থ পাত
করিবে তখনি। অতএব দেহ ছাড়ি
সে দণ্ডীরে, যথা ইচ্ছা করুক গমন,
পরের লাগিয়ে কেন ঘটাবি প্রমোদ ?

ভীম। হেন অনুরোধ মাত ! কর কি কারণ,
কোন দোষে দোষী বল দণ্ডী নৃপবর।
পাইল কাননে ভূপ যেই তুরঙ্গিনী,
কৃষ্ণ কেন নিতে চান তারে বাহুবলে ?
পরধনে লোভ কেন করেন যাদব।
হীন-বল দণ্ডী রাজা, তাই, অত্যাচাব
হেন, করেন কেশব দুর্ব্বলের প্রতি।
কিন্তু জরাসন্ধ ভয়ে হের গো জননি!
থাকেন লুকায়ে হরি সলিল ভিতরে।
প্রাণভয়ে যবে মাত ! শরণ আমার
লয়েছ সে দণ্ডী, কভুনা ছাড়িব তারে
প্রতিজ্ঞা আমার, জানিবে নিশ্চয় এই।

কুন্তী। বাছা বৃকোদর! শুনরে বচন মোর,
জননী তোমার আমি, ওরে দশ মাস,
দশ দিন, গর্ভে তোরে করেছি ধারণ,
কত কষ্ট পেয়েছি রে বল, সেই হেতু
তোদের বিপদে কাঁদেরে আমার প্রাণ।

ছাড় পণ, ধর বৎস! হিত উপদেশ,
কর পরিত্যাগ সেই অবন্তি রাজনে;
পরের লাগিয়ে কেন মজিবে আপনি।
সামান্য মানব কি রে দ্বারকার পতি?
বুঝিয়া না বুঝ বাছা মহিমা তাঁহার?
পাণ্ডবের সখা হরি, পাণ্ডবের বল,
যাঁর বলে বলী তোরা জগত মাঝারে,
পাণ্ডবের নাহি গতি যাঁহার বিহনে,
আপদ বিপদে যিনি রাখেন পাণ্ডবে,
হেন কৃষ্ণে কর বাদ কেন রে আবোধ?
অতএব দেহ ছাড়ি অবন্তি-পতিরে,
থাকিবে প্রণয় তবে কেশবের সনে;
নতুবা বিভ্রাট ভীম ঘটিবে অচিরে।

ভীম। কেন মাত! বার বার কর অনুরোধ,
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা কভু না হইবে আন.
একবার যবে স্থান দিয়াছি দণ্ডীরে
প্রদানি অভয়, থাকিতে জীবন মম.
কার সাধ্য লইবে তাহারে, কেন আমি
ডরিব সে কুচক্রী মাধবে? পরধন,
করিতে হরণ যার সদা অভিলাষ।
স্বচ্যর্গে হইত যদি দণ্ডী অপরাধী,
কখন না স্থান আমি দিতাম তাহারে।
হীন-বীর্য্য নহি মাত! তোমার প্রসাদে,
তবে কেন ডরিব সে দ্বারকা ঈশ্বরে?

তৃণবৎ বিমুখিব সমর প্রাঙ্গণে,
যদি বৈরী হন কৃষ্ণ, যাও গো জননী,
চিন্তা না করিবে কিছু ভীমের কারণ।

কুন্তী। এত দিনে বুঝিলাম বিধি বৈরী মম,
তাই ছন্নমতি হেন হইল তোমার,
যেই পাণ্ডুবংশ মরি বিখ্যাত জগতে
সমূলে বিনষ্ট ভীম হবে তোর দোষে।

কুন্তীর প্রস্থান।

অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেবের প্রবেশ।

ভীম। এস এস অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব
ভ্রাতৃগণ মম, বড় প্রীত হইলাম
হেরি তোমাদের, কোন অভিলাষে
আসিলে এখানে? কেন বা বিষণ্ন মুখ।

অর্জ্জুন। অশুভ সম্বাদ শুনি জননীর মুখে,
আর্য্য ধর্ম্মরাজ তাই দিলেন পাঠায়ে
মো সবারে, তুমি নাকি দিয়াছ আশ্রয়
কৃষ্ণের পরম শত্রু দণ্ডী নৃপবরে?
আরো করেছ প্রতিজ্ঞা জননীর স্থানে,
না ছাড়িবে কভু সেই অবন্তি রাজনে।
হেন মতিভ্রম তাত! কি হেতু তোমার?
কি ছার সে দণ্ডী বল কৃষ্ণের নিকটে?
আজন্ম রক্ষিত মোরা যাঁহার আশ্রয়ে,
বিপদ কাণ্ডারী যিনি বিপদ সাগরে,

স্বপ্নেও অহিত চিন্তা না করেন যিনি,
হেন কৃষ্ণে কেন ভাই বিরোধিলে বল ?
অপরাধী যেই জন কৃষ্ণের নিকটে
তারে কি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত তোমার ?
বিজ্ঞ তুমি, জেনে শুনে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য,
কেন তবে পশ বল জ্বলন্ত অনলে ?
অতএব দেহ ছাড়ি দণ্ডী ভূপতিরে
থাকিবে প্রণয় তবে কেশবের সনে।

ভীম। হিত উপদেশ ভাই কি শিখাও মোরে,
জানি আমি যে বা বস্তু যদুকুলপতি,
পাণ্ডব সহায় বটে, কিন্তু বল দেখি,
যেই জন প্রাণভয়ে লইল শরণ,
আশ্রয় দিলাম যারে করিয়া অভয়,
পুনঃ কেমনে ত্যজিব তারে হে গাণ্ডীবি !
বিশেষ দণ্ডীর কোন নাহি অপরাধ,
অনর্থের মূল যত কুচক্রী মাধব ;
পর-ধনে লোভ তাঁর আছে চিরদিন।
ক্ষত্রিয় হইয়া যদি করি পণ ভঙ্গ
কাপুরুষ সম, নরকে ডুবিব তবে,
অপযশ চিরদিন ঘুষিবে আমার।
ছার জীবনের মায়া নাহি করি আমি,
না ত্যজিব কভু সেই শরণাগতেরে।

অর্জ্জুন। আর্য্য! ধরি হে চরণে, ত্যজ দম্ভ, ছাড়
এ ভীষণ পণ, অনর্থ ঘটাবে কেন

পরের লাগিয়ে, স্বেচ্ছায় কে কোথা বল
পশয়ে অনলে ? কোন ছার বল মোরা
তাঁহার নিকটে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যিনি
করেন সৃজন, যাঁহার আজ্ঞায়,হের
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, ঘুরিছে বিমানে,
যাঁহার প্রসাদে, সর্ব্বত্র বিজয়ী মোরা,
তিলেক বিচ্ছেদে যাঁর হেরি অন্ধকার,
সে কেশবে কেন ভাই করিবে লাঞ্ছনা ?
মণ্ডুকের কিবা সাধ্য বিবাদে ভুজঙ্গে,
শিবার সমর যথা কেশরীর সনে,
বিরোধি কুম্ভীরে বল বাঁচে কে সলিলে ?
তেমতি বিবাদ বাঞ্ছা যাদবের সনে।
তাই বলি ত্যজ ভাই দণ্ডী নৃপতিরে
ঘুচিবে জঞ্জাল সব হইবে মঙ্গল।

ভীম। ছি! ছি! হেন কথা কেমনে বলিলে পার্থ ?
ক্ষত্রিয় সমাজ যাহে হাসিবে শুনিলে!
আশ্রয় প্রদানি যেবা জীবনের ভয়ে
পুনঃ করে প্রত্যাহার, ধিক তার প্রাণে!
ধিক তার বাহুবলে! ধিক তার বীর্য্যে!
নরকেও স্থান সেই না পায় কখন।
যদি কৃষ্ণ মোর সনে করেন সমর
একাকী যুঝিব রণে, না চাই সাহায্য
কারো, হীনবীর্য্য নহি আমি, হের এই
ভীম বাহু ধরি কিহে শোভার কারণ ?

থাকিতে জীবন মম, প্রতিজ্ঞা আমার,
না ছাড়িব কভু সেই দণ্ডী নরবরে।

অর্জ্জু। কু গ্রহ যখন যার ঘটয়ে অদৃষ্টে,
দিগ্বিদিক জ্ঞান তার না থাকে তখন।
তা না হলে, কেন বল, দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা
হেন হইবে তোমার? যে প্রতিজ্ঞা হেতু,
ভুবন বিজয়ী বীর হের নৈকষেয়
প্রতাপে যাঁহার কাঁপিত মেদিনী, চন্দ্র,
সূর্য্য, পবন, বরুণ দ্বারস্থ যাঁহার,
যাঁর ভয়ে, অন্য কোন ছার, অশ্বশালে
আপনি শমন অহো! যোগাইত ঘাস!
সবংশে নির্ব্বংশ হলো জানকীর তরে।
অতএব বুঝিলাম সার, নাহি দোষ
তব, যত কিছু চক্র করেন মাধব।
রাম অবতারে মরি! নাশিল রাবণে,
কৃষ্ণরূপে পাণ্ডুবংশ করিবে নিধন।

অর্জ্জুনাদির প্রস্থান।

যুধিষ্টিরের প্রবেশ।

যুধি। কেন ভীম হেন মতি হইল তোমার?
নাহি মান প্রবোধ কাহারো, অহিত কি
ক'রেছে কখন তব দ্বারকার পতি?
তাই ঈর্ষানল এত জ্বলিল তোমার।
অবশ্য দণ্ডীর কোন থাকিবেক দোষ,

নতুবা কি হেতু বল, বিনা অপরাধে,
দয়াময় হরি তারে করিবে পীড়ন।
কৃষ্ণের বিরোধী যেই হইবে সংসারে
হে পাবনি ! তারে কভু না দিবে আশ্রয়।
পাণ্ডবের একমাত্র ভরসা কেশব,
অগতির গতি হরি, অনাথের নাথ,
অনাদি অনন্ত সেই পুরুষ পরম ;
স্বেচ্ছায় উৎপত্তি যাঁর, স্বেচ্ছায় বিলয়.
বিরিঞ্চি মহেশ যাঁরে নাহি পান ধ্যানে.
কৃতান্ত যাঁহার নামে করে পলায়ন,
হেন কৃষ্ণ ভক্তি ডোরে বাঁধা পাণ্ডবের।

'জয়স্তু পাণ্ডু পুত্রানাং
যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ'

হেন মহাবাক্য কেমনে ভুলিলে ভাই !
নাহি জানি কি দুর্ম্মতি ঘটিল তোমার।
যাঁর বলে বলী মোরা, ত্রিভুবন জয়ী,
সহস্র লোচন যবে মানে পরাভব ;
হেন কৃষ্ণে বিবাদিতে কি সাধ্য মোদের ?
ভূধর লঙ্ঘিতে পঙ্গু যথা করে সাধ।
না বুঝিয়া বৃকোদর ! বিপরিত কার্য্য,
যাহা, করিয়াছ তুমি, চারা নাহি তার।
এবে দেহ ছাড়ি সেই দণ্ডী নৃপতিরে
থাকিবে প্রণয় তবে কেশবের সনে।

ভীম। হেন বাণী কেমনে বলিলে হে রাজন!
যবে ধর্ম্মরাজ বলি বাখানে তোমারে
ত্রিভুবনে, নাহি শুনি জননীর কথা,
অবলা রমণী, ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব
পাইবেন কোথা, কনিষ্ঠ অনুজ-গণে
বলিব বিস্তর, করি সে উপেক্ষা সব,
বালক চঞ্চল মতি কিবা বুঝে ধর্ম্ম।
ধর্ম্মের আধার তুমি, ধর্ম্ম নরমণি,
তব আজ্ঞা কোন মতে না পারি লঙ্ঘিতে।
কিন্তু বল দেখি, যেই জন প্রাণ ভয়ে
লইল আশ্রয়, অভয়ি যাহারে দেব!
রাখিনু ভবনে, এবে ত্যজিলে তাহারে
হে রাজন! ধর্ম্মনাশ হবে না কি ইথে?
ধর্ম্মরক্ষা হেতু যবে ত্যজে লোকে প্রাণ।
সূর্য্যবংশে রঘু রাজা বড় পুণ্যবান,
ধর্ম্ম কর্ম্মে ছিল যাঁর অচলা ভকতি,
এক দিন নারায়ণ মহেশের সনে
করেন যুকতি, পরীক্ষিব রঘুরাজে,
ধর্ম্মে মতি কত তার করিব প্রত্যক্ষ।
শার্দ্দূলের রূপ ধরি দেব শূলপাণী,
করেন তাড়না ব্রাহ্মণ বালক রূপী
দেব নারায়ণে, ভয়ে ভীত শিশু সেই,
লইল আশ্রয় গিয়া রঘু ভূপতির।
ব্যাঘ্ররূপী ভোলানাথ বলেন রাজনে,

দেহ ছাড়ি মম খাদ্য ব্রাহ্মণ বালকে,
বড়ই ক্ষুধিত আমি, ভাগ্য ফলে আজি,
বহু দিন পরে মিলিল আহার এই।
উত্তরিল রঘু নৃপ, শুনহে শার্দ্দূল!
ক্ষুধিত হয়েছ যদি, করাব ভক্ষণ
অনিত্য দেহের মম মাংস রাশি দিয়া;
তবু না ছাড়িব এই ব্রাহ্মণ বালকে
প্রাণ ভয়ে যবে মোর লয়েছে শরণ।
নেহারি প্রগাঢ় ভক্তি ধর্ম্মে নৃপতির,
আশীর্ব্বাদি গেলা চলি মহেশ মুরারি।
সেই হেতু ধর্ম্মরাজ! করি নিবেদন,
দণ্ডীরে ছাড়িতে মোরে না বলিবে কভু।

যুধি। একান্ত প্রবোধ যদি না মানিলে ভীম,
না শুনিলে হিত বাণী অবোধের ন্যায়,
কি করিব তবে অহো! বিধাতা আপনি,
লিখিলেন ভালে যাহা ঘটিবে নিশ্চয়।

সকলের প্রস্থান।

—*—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বারাবতী—কৃষ্ণ, মদন, দূতের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। বল বল দূতবর! সম্বাদ তোমার,
অন্বেষণ করিলে কোথায়? সন্ধান কি
পেলে কিছু অবন্তি-রাজের? কোন স্থানে
আছে দণ্ডী, কে বা তারে দিল রে আশ্রয়?

দূত। মহারাজ! ভ্রমিলাম দিগদগন্তর,
খুঁজিলাম পাতি পাতি দণ্ডী নৃপতিরে,
কিন্তু কোন স্থানে না পেনু সন্ধান তার।
যথা যাই তথা শুনি গিয়াছিল দণ্ডী
তুরঙ্গিনী সহ, কিন্তু না দিল আশ্রয়
কেহ, জানি তারে তোমার বিপক্ষ দেব!
অবশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে করিনু গমন;
ভেটিলাম রাজা যুধিষ্ঠিরে, কহিলাম
তারে দণ্ডীর কাহিনী সব, অধোমুখে
রহিল রাজন, বহুক্ষণ পরে, হায়!
ছাড়ি সুদীর্ঘ নিশ্বাস, বলিল "হে দূত!
কি বলিব সে লজ্জার কথা, বাহিরায়
প্রাণ মম. না সরে বচন, অহো! ধিক
জীবনে আমার, বালমতি বৃকোদর
আশ্রিল দণ্ডীরে সুভদ্রার অনুরোধে।
বুঝাইনু কত অবোধ ভীমেরে, তবু
না ছাড়িল হীনমতি সে দণ্ডী রাজনে।
অতএব যাহ দূত দ্বারকা নগরী,
বল গিয়া শ্রীমধুসূদনে, পাণ্ডবের
সহায় সম্বল, রোষ যেন না করেন
ভীমে, আপন ভাবিয়া কৃষ্ণে রাখিয়াছে
দণ্ডী; লইতেন তিনি, না হয় লয়েছি
আমি, দুষ্ট দুরাচারী পাপাত্মা রাজনে।"
এই ত দণ্ডীর বার্ত্তা পাইলাম যাহা

সবিস্তারে বলিলাম তোমার গোচরে,
যে বা রুচি হয় তব করহ এখন।

কৃষ্ণ। হেন ছন্নমতি কেন হইল ভীমের!
যেই জন অপরাধী আমার নিকটে,
ত্রিভুবনে না মিলিল আশ্রয় যাহার,
কি সাহসে ভীম তারে রাখিল ভবনে?
বড় ভালবাসি আমি পাণ্ডব নিকরে,
পাণ্ডব আশ্রিত মোর জানে জনে জনে,
তাই বুঝি এত দর্প হইল তাদের?
না মানে আমারে আর কৃতঘ্ন-আচারী।
কত বল ধরে ভীম করিব প্রত্যক্ষ?
গর্ব্ব তার খর্ব্ব আমি করিব অচিরে।
সাজ সাজ কুমার মদন, আশুগতি
যাও ইন্দ্রপ্রস্থে, বল গিয়া যুধিষ্ঠিরে,
রাখিতে প্রণয় যদি অভিলাষ তাঁর
থাকয়ে আমার সনে, তবে অবিলম্বে,
পাঠাইয়া দেন যেন মম বিদ্যমানে
তুরঙ্গিনী সহ সেই পাষণ্ড দণ্ডীরে।
নতুবা অনর্থ-পাত করিব নিশ্চয়;
পাণ্ডবের মুখ পুনঃ না দেখিব আর।

মদ। কোন প্রয়োজন বল যাই ইন্দ্রপ্রস্থে
আরাধিতে যুধিষ্ঠিরে? যবে বৃকোদর
মদ-গর্ব্বে মাতিয়া পামর, উপেক্ষিল
তোমা, পুনঃ রাখিল সে বিপক্ষ দণ্ডীরে,

অনুমানি ধর্ম্মরাজ কিরীটী প্রভৃতি
করিল একতা, নতু একা সে পাবনী
কি সাহসে রাখে বল তোমার রিপুরে ?
অতএব দেহ তাত! অনুমতি মোরে,
যাই আমি ইন্দ্রপ্রস্থে রণ-বেশ ধরি,
বাহুবলে জিনি সেই দুষ্ট বৃকোদরে,
গলে বান্ধি আনি দিব তোমার চরণে
তুরঙ্গিনী সহ সেই দুরাত্মা দণ্ডীরে।

কৃষ্ণ। যা বলিলে মানি আমি হে মদন! কিন্তু,
একেবারে রণ-সজ্জা না হয় উচিত,
যবে করি ভক্তি ধর্ম্মরাজে, সব্যসাচী
প্রণয়ের পাত্র মম, বিশেষ আত্মীয়।
হস্তিমূর্খ বৃকোদর কাণ্ড-জ্ঞান হীন
হিতাহিত বিবেচনা নাহিক তাহার;
হয় ত সোদরগণে করিয়া লাঞ্ছনা
অহমিকা বলে দুষ্ট রেখেছে দণ্ডীরে।
অতএব যাহ বৎস! ধর্ম্মরাজ ঠাঁই,
প্রিয় সম্ভাষণে, বলিবে তাঁহারে তুমি
আমার বারতা, যদি রাখিতে সম্প্রীতি
তিনি করেন বাসনা, তবে বুঝাইয়া
বৃকোদরে, দ্বারকায় দিন পাঠাইয়া
তুরঙ্গিনী সহ সেই দুরাত্মা দণ্ডীরে;
নতুবা জানিব স্থির কুমার মদন!
পঞ্চ পাণ্ডবের চক্র আমার বিপক্ষে।

মদ। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম হে রাজন!
চলিলাম তবে আমি ইন্দ্রপ্রস্থ পুরে।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—যুধিষ্ঠিরের সভা—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, দূত, মদন।

যুধি। শুন গো পিতৃব্য দেব! পূজ্যপাদ মম,
গত নিশাকালে, অঘোর নিদ্রায় আছি
শায়িত শয্যায়, হেন কালে নিদ্রাবেশে
বিকট স্বপন এক করি নিরীক্ষণ।
যেন, প্রচণ্ড অনল-শিখা ভীম তেজে
গ্রাসিতেছে ইন্দ্রপ্রস্থ, পুরোবাসী সবে
করে হাহাকার, ক্রন্দনের মহারোল
উঠিল বিমানে। পুনঃ গৃধিনীর পাল,
বিকট চিৎকার রবে কাঁপায় মেদিনী,
শিবাকুল মহানন্দে করে ছুটাছুটি,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয় মুহুর্ম্মুহু,
মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুগণ উঠিল চমকি।
সকাতরে ডাকিলাম, বিপদ ভঞ্জন
সেই শ্রীমধুসূদনে, না দিল উত্তর,
ধিক্কারি আমায় যেন দিয়া টিটকারী,

মুচকি হাসিয়া কৃষ্ণ করিল প্রস্থান।
এখনো শিহরে অঙ্গ স্মরি সে স্বপন,
নাহি জানি পোড়া ভালে কি ঘটে আমার।

বিদু। বৎস! চিন্তা কর দূর, স্বপন সফল
না হয় কখন, মনের বিকার মাত্র।
দিবসে করিলে চিন্তা অতি গুরুতর,
নিদ্রাবেশে রজনীতে দেখয়ে স্বপন।
ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মে যবে আছে তব মতি,
অমঙ্গল কভু নাহি ঘটিবে তোমার।

মদনের প্রবেশ।

যুধি। এস এস কামদেব কৃষ্ণের কুমার,
বল কুশল বারতা দ্বারকা পুরীর,
শ্রীমধুসূদন ভকত-বৎসল মম
একমাত্র ভরসার স্থল, পূজ্যপাদ
মহাবল রেবতী-রমণ,আর আর
পুরোবাসী সবে, কে কেমন আছে বল।

মদ। কুশলে সকলে আছে দ্বারকা পুরীতে
হে রাজন! কিন্তু অকৌশল হেতু এক,
পাঠালেন মোরে হেথা দেব চক্রপাণি।
অবন্তীর অধিপতি পাপাচারী দণ্ডী
করিল বিষম দ্বন্দ্ব কৃষ্ণের সহিত ;
ভয়ে ভুষ্ট, ভ্রমি ত্রিভুবন না পাইয়া
আশ্রয় কোথাও, অবশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে

করিল গমন, যাচিল আশ্রয় ভিক্ষা
ভীমের নিকটে। না বিচারি হিতাহিত,
অনায়াসে বৃকোদর রাখিল তাহারে।
হেন বিপরিত কার্য্য না হেরি কখন,
স্বপনেও যাহা কভু না হয় বিশ্বাস।
যেই জন সদা রত পাণ্ডবের হিতে,
ভিন্ন ভাব নাহি যাঁর পাণ্ডবের প্রতি,
বিপদ সাগরে ভেলা পাণ্ডবের যিনি,
নাহি জানি হেন জনে বিরোধিলে কেন ?
ধর্ম্মরাজ বলি তুমি বিখ্যাত ভুবনে,
কিন্তু ভাল ধর্ম্ম রাখিলে রাজন! ছি! ছি!
যেই জন প্রাণপণে করে উপকার,
অহিত আচার কি হে বিনিময় তার ?
যদি চাহ হিত হে ধর্ম্মরাজন! তবে
এই দণ্ডে দণ্ডী রাজে দেহ মোর ঠাঁই,
নতুবা বিভ্রাট বড় ঘটিবে পশ্চাতে
ত্রিলোক সহায় হ'লে (ও) পাবে না নিস্তার।

যুধি। কেন লজ্জা দাও আর কুমার মদন!
মরমে মরিয়া আছি সেই দিন হতে,
যবে বৃকোদর, না শুনি বারণ মোর
রাখিল দণ্ডীরে আনি আপন আলয়ে।
কত মতে বুঝাইনু ভাই চারি জনে,
তবু ও না বুঝে ভীম অদৃষ্টের ফেরে,

মদ। মহারাজ! মিছে কেন কর চতুরালি,

বুঝেছি কৌশল সব কার্য্য-অনুষ্ঠানে।
সাধ্য কি ভীমের একা রাখিতে দণ্ডীরে
যদি সহায়তা না কর তোমরা? অহো!
ছাড় ছল, দেহ দণ্ডী দ্বারকা-পতিরে,
থাকিবে প্রণয় তবে কেশবের সনে;
নতুবা পতঙ্গ যথা পড়য়ে অনলে
তেমতি পাণ্ডব বংশ হইবে নিধন।

ভীম। কি হেতু গঞ্জনা এত দাও ধর্ম্মরাজে?
হে মদন! কোন দোষে দোষী বল দণ্ডী
নরপতি, তুরঙ্গিনী পাইল কাননে
যেই, অতি রমণীয়, নিজ ভাগ্যফলে,
বল দেখি, কেন তবে করি অত্যাচার
দুর্ব্বলের প্রতি, নিতে চান কৃষ্ণ সেই
অশ্বিনী রতনে? কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে বল
আছে হেন রীতি, হেরিলে দুর্ব্বল তারে
করিবে পীড়ন? অতএব কামদেব!
নিজ ছিদ্র না হেরি নয়নে, পরছিদ্র
কর অন্বেষণ; ধিক তার নীচ প্রাণে
পরধনে যেই জন করে অভিলাষ।
রাখিয়াছি দণ্ডী আমি নিজ-ভুজ-বলে,
নাহি দোষ কারো, তবে কেন বৃথা ভয়
দেখাও রাজনে? হড়্পি চাপা ফণি যথা
করে আস্ফালন। যাও তুমি, বল গিয়া
কেশবের ঠাঁই, না দিব দণ্ডীরে কভু

প্রতিজ্ঞা আমার, সাধ্য যত থাকে তাঁর
করুন আসিয়া, না ডরি তাঁহারে আমি,
হীন বল নহে ভীম জানিবে নিশ্চয়।

মদ। আরে! আরে! বৃকোদর অবোধ পাণ্ডব
মতিচ্ছন্ন কেন হেন হইল তোমার?
কত বল ধর ভুজে? কার বলে বলী
তুমি? পাশরিলে সব? যেই জনার্দ্দন,
পাণ্ডবের সহায় সম্পত্তি, পাণ্ডবের
হিত বাঞ্ছা জপমালা যাঁর, যে পাণ্ডব
ত্রিভুবন জয়ী, যাঁর মন্ত্রণা কুশলে,
ওরে মূঢ়! কোন লাজে বিরোধিবি তাঁরে?
কংশ কেশী বৎসাসুর মহা মহা বীরে
চক্ষু পালটিতে যিনি করেন বিনাশ,
দাশরথি রূপে যিনি নিকষা-নন্দনে
করিল নিধন, দাপটে কাঁপিত যাঁর
সমগ্র মেদিনী, হের দৈত্য মহাবল
মধুকৈটভেরে হেলায় বিনাশি যিনি
নিঃশঙ্কিল চতুর্ম্মুখে, ভার্গবের রূপ
করি পরিগ্রহ, যিনি তিন সাতবার
নিক্ষত্রিয়া করিল অবনী, যেই দেবে
বিরিঞ্চি মহেশ হায়! নাহি পান ধ্যানে,
কোন ছার তুমি ভীম তাঁহার নিকটে?
আকাশ কুসুম কেন ভাব মনে মনে।

ভীম। বার বার কেন বৃথা কর আস্ফালন?

জানি আমি যত বল ধরেন কেশব।
যেই জরাসন্ধে আমি করি তৃণজ্ঞান,
না তোলে মস্তক যেই আমার ডরেতে,
আহা! তার ভয়ে, ছি! ছি! শুনে হাসি পায়,
থাকেন লুকায়ে কৃষ্ণ সলিল মাঝারে।
যেই শিশুপালে আমি কীট বলি গণি,
তার ভয়ে যবে হরি কাঁপে থর থরি,
বল, কেমনে হে কামদেব! বাসুদেব
করিবে সাহস আসি যুঝিতে আমারে?
অতএব যাহ ফিরি হে রতি-বিলাসি!
বল গিয়া জনার্দ্দনে, যতক্ষণ প্রাণ
মম রহিবে এ দেহে, ততক্ষণ কভু
নাহি ছাড়িব দণ্ডীরে, প্রতিজ্ঞা আমার।

যুধি। এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ভীম হইল তোমার!
অকারণে কর বাদ কৃষ্ণের সহিত।
বালক চঞ্চল মতি, কেমনে জানিবে
বল কৃষ্ণের মাহাত্ম্য, যাঁর মায়া-চক্রে
হের ঘুরিছে ব্রহ্মাণ্ড, স্থাবর, জঙ্গম;
পলকে প্রলয় কাণ্ড হয় যাঁর তেজে।
অতএব ধর ভাই মম উপদেশ,
দেহ পাঠাইয়া দণ্ডী কৃষ্ণের নিকটে,
নতুবা মজিবে নিজে, মজাবে সকলে,
পাণ্ডুবংশ একেবারে হইবে নির্ব্বংশ।

নম। একই প্রতিজ্ঞা মম, ক্ষত্রিয় ভূষণ,
না ত্যজিব কভু সেই অবন্তি-রাজনে।

মদ। অহো! কাল বিষধর দংশিয়াছে শিরে,
ধন্বন্তরী না পারিবে বাঁচাইতে আর।
কি বলিব, কেশবের নাহি অনুমতি,
নতুবা বান্ধিয়া গলে লইতাম তোরে
আমি কৃষ্ণের সদনে, তুরঙ্গিনী সহ
সেই দুর্ম্মতি দণ্ডীরে, চলিলাম তবে,
দ্বারকা পুরীতে, বলিব গোবিন্দে সব
এ তোর বারতা, অচিরে পাইবি ফল
দুরাত্মা পামর! যাদবের কোপানলে
পাণ্ডুবংশ একেবারে হবে রে নিধন।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারাবতী—কৃষ্ণ, বলরাম, দূতগণ, মদন, রুক্মিণী।

মদ। প্রণিপাত করি পিতঃ চরণে তোমার,
কর আশীর্ব্বাদ দেব! এ অভাগা জনে।

কৃষ্ণ। এস এস কামদেব! করি আশীর্ব্বাদ,
বল বল শুনি সেই পাণ্ডব কাহিনী;
কি বলিল যুধিষ্টির আর বৃকোদর,
সহজে দিল কি দণ্ডী তোমার সহিত?

মদ। পিতঃ বড় ক্ষোভ পাইলাম আজি, অহো!
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ত্যজি এ জীবন।

যবে তাত ! দৌত্য-কার্য্যে নিয়োগিলে মোরে,
বলিলাম পুনঃ পুনঃ, রণ-সাজে যাই
আমি ইন্দ্রপ্রস্থে ; তা হলে কি পারে সেই
শৃগাল হইয়া কটু ভাষিতে সিংহেরে ?
কহিলাম হিতবাণী রাজা যুধিষ্ঠিরে,
কেন বৃথা দণ্ডী লাগি করিবে বিবাদ
পরম আত্মীয় তব যাদবের সনে ?
অতএব বুঝাইয়া অবোধ ভীমেরে,
দেহ দণ্ডী পাঠাইয়া কৃষ্ণের সমীপে ;
ঘুচিবে জঞ্জাল সব, থাকিবে প্রণয়,
নতুবা বিষম বিঘ্ন ঘটিবে অচিরে ;
জনে জনে পাণ্ডুবংশ হইবে নিধন।
শুনিয়া বচন মম, গর্জ্জে যথা ফণি,
উঠিল গর্জ্জিয়া ভীম মহাক্রোধ ভরে ;
বলিল অকথ্য কথা যা আসিল মনে,
মারিতে কেবল বাকি রেখেছে পামর।
বিনা রণে কভু দণ্ডী না ছাড়িবে ভীম,
অতএব যাহা ইচ্ছা কর মতিমান।

বল। একি কথা আজি কৃষ্ণ ! করিহে শ্রবণ ;
পাণ্ডবে না অনুরাগ কর চিরকাল ?
ছি ! ছি ! ছি ! ছি ! ধিক ধিক জীবনে তোমার !
না বুঝি শঠের প্রেমে হও বিমোহিত।
কি বলিব, প্রাণ ফেটে যায় মোর, স্মরি
সেই পূর্ব্বের কাহিনী, যবে পাপমতি

দুরন্ত গাণ্ডীবী অহো! তস্করের প্রায়
হরিলা সুভদ্রা সেই ভগিনী আমার
স্নান হেতু যায় যবে স্রোতস্বিনী কূলে।
বাহুড়িয়া পুনঃ তারে না দিতাম যেতে,
যদি না ভুলাতে মোরে করিয়া ছলনা;
প্রতিফল এবে তার পেলে ভালমতে।

কৃষ্ণ। আরে! আরে! দুরাচার পাণ্ডব কলঙ্ক
না দিলি আমারে দণ্ডী দুরাত্মা পাবনি?
যথোচিত অপমান করিলি আমার।
কার বলে বলী তুই? কেন এত গর্ব্ব
করিস পামর? কে তোর সহায় বল
হবে ত্রিভুবনে দুষ্ট! উপেক্ষিয়া মোরে?
শিয়রে শমন বসি না হের নয়নে,
অচিরে পাঠাব তোরে কালের কবলে।
সাজ সাজ কুমার মদন, রণ-বেশ
কর পরিধান, সমর-দুন্দুভি ভেরী
বাজাও সঘনে, মাতাও সৈনিক বৃন্দে
জলন্ত উৎসাহে,জ্বালিব সমরানল,
ভীমদৃশ্য দাবানল না জ্বলে যেমন,
বাণে বাণে ছাইব গগণ, পোড়াইব
জনে জনে, পাণ্ডুবংশ না রাখিব আর।
কুরুবক! যাও তুমি কৈলাস-শিখরে
বল গিয়া ভোলানাথে, পাণ্ডবের সনে
মোর বাধিবে সমর, সহায় হইতে

তাঁকে হইবে আমার, তার পর যাবে
তুমি ব্রহ্মার সদনে, বিস্তারি বলিবে
তাঁরে সমর বারতা, রণ সাজে যেন
তিনি করেন গমন করিতে সাহায্য।

কুরুবক দূতের প্রস্থান।

সিংহ গ্রাব! যাও তুমি ত্রিদশ-আলয়ে,
বল গিয়া পুরন্দরে, পাণ্ডব বিপক্ষে
করিয়াছি ঘোরতর সমর ঘোষণা,
অতএব চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, বরুণ,
মারুতি প্রভৃতি যত দিকপালগণে
রণ-বেশে সুসজ্জিত করিয়া আপনি,
সসৈন্যে এখানে যেন আসেন ঝটিতি
সাহায্য করিতে মোর ভীষণ আহবে।

সিংহগ্রাব দূতের প্রস্থান।

আর্য্য হলধর! যাহ তুমি কামদেবে
লয়ে, অস্ত্রাগার কর নিরীক্ষণ, বল
সৈন্যগণে, সুসজ্জিত সবে যেন থাকে
ভাল মতে, যবে হবে প্রয়োজন; যেতে
হবে রণক্ষেত্রে। পুনঃ কর নিরীক্ষণ
প্রয়োজন কিবা আর হবে সমরের।

বলরাম এবং মদনের প্রস্থান।

যাই তবে, দেখি একবার, কে কোথায়
সৈন্যগণ আছে কোন মতে, অস্ত্রাগারে

শাণিত কৃপাণ, বল্লভ, তোমর আদি
প্রচুর আছে না আছে করি নিরীক্ষণ।

রুক্মিণীর প্রবেশ।

রুক্মি। কোথা যাও প্রাণনাথ! ফের একবার,
তব আশে দাসী হেথা করিল গমন।

কৃষ্ণ। ছি ছি প্রিয়ে! কি করিলে, ডাকিলে পশ্চাতে?
কার্য্য-সিদ্ধি নাহি হবে বুঝিলাম মনে।
অসময়ে কেন হেথা করিলে গমন,
কোন কার্য্য হবে বল করিতে তোমার?
কেন প্রিয়ে! মৌনব্রতে রহিলে এমন,
জিজ্ঞাসা করিয়া পুনঃ না কর জিজ্ঞাসা?
ত্যজ মান প্রাণেশ্বরি! সরস বচনে
সম্ভাষ লো মোরে? শুনিয়া জুড়াক হৃদি।

রুক্মি। নাথ! এত ব্যস্ত কি লাগিয়ে? কেন বল,
শুনি রণ-বাদ্য, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, কেন
সৈন্যগণ চারিভিতে করে ছুটাছুটি?
নগর-তোরণে কেন সমর-পতাকা
পত পত রবে হ'তেছে উড্ডীন? বুঝি
ভীষণ সমর কোথা বাধালে আবার?

কৃষ্ণ। পাণ্ডবের সনে মোর বাধিল সমর;
সেই হেতু এত ব্যস্ত আছি বিধুমুখি!
হের বিরিঞ্চি, মহেশ, দেব পুরন্দর,
কুবের, বরুণ আদি দিক্‌পালগণ,

আর আর অমর-মণ্ডলী যে যেখানে
আছে ত্রিভুবনে, রণ-সাজে সুসজ্জিত
হইয়া সকলে, ধাইছে পবন বেগে
করিতে সাহায্য মোর পাণ্ডব-আহবে।

রুক্মি। একি অসম্ভব কথা শুনি প্রাণনাথ!
প্রকৃত হলেও তবু না করি বিশ্বাস।
যে পাণ্ডবে বাস ভাল প্রাণের সহিত,
বিপদ অঙ্কুরে যার হও জ্ঞান হারা,
সহসা সমর-সজ্জা সে পাণ্ডব সনে.
না পারি বুঝিতে নাথ কর কি ছলনা।

কৃষ্ণ। জান তুমি চন্দ্রাননে! অশ্বিনী লাগিয়া
করিল বিরোধ দণ্ডী আমার সহিত;
ভয়ে দুষ্ট ফিরি ত্রিভুবন, না পাইল
আশ্রয় কোথাও, অবশেষে বৃকোদরে
করিল মিনতি, না বিচারি হিতাহিত,
রাখিল পাবনী তারে আমার বিপক্ষে!
হেন অপমান, বড়ই বাজিল প্রাণে,
সেই হেতু ইন্দ্রপ্রস্থে কুমার মদনে
দৌত্যকার্য্যে করিনু নিয়োগ, বুঝাইতে
বিধিমতে পাণ্ডব নিকরে, না মানিল
অনুরোধ দুষ্ট বৃকোদর, না দিল সে
দণ্ডী মোরে, পুনঃ মহাদম্ভে রণ-বাঞ্ছা
করিল পামর, সে হেতু সমর সজ্জা
বিধুমুখি! নির্যাতন করিতে পাণ্ডবে।

রুক্মি। এই হেতু করিবে সমর পাণ্ডবের
সনে? ছি! ছি! হাসি পায় নিরখি তোমার
এই বাল্য চপলতা, সামান্য কারণে,
মহাক্রোধ উদ্দীপিত হয় হে যাহার;
কেমনে সে বিশ্বভার করিবে বহন?
স্থলে ভুল একেবারে হইল তোমার।
বুদ্ধি, গতি যেবা হয় জগত-জনের
তার ভ্রম হলে বল কে বুঝাবে তারে।
পাণ্ডবেতে যত টান আছয়ে তোমার,
কে না জানে বল দেখি ওহে গুণমণি?
দুর্য্যোধনে তুষিবারে, যবে দ্বৈতবনে,
দুর্ব্বাসা পারণ হেতু করিল গমন
দ্রৌপদীর ভোজনান্তে, পড়িল বিপাকে
পাণ্ডব নিকরে, বল দেখি প্রাণনাথ!
ভোজনের গ্রাস ফেলি, কে ছুটিল তবে
পাণ্ডবের মান প্রভু করিতে বজায়?
লইতে অশ্বিনী তুমি, না হয় পাণ্ডব
পরম স্নেহের পাত্র লয়েছে তাহারে;
না কর ইহাতে ক্ষোভ, ত্যজ রণ-সজ্জা,
না দিব যাইতে কভু পাণ্ডব-সমরে।

কৃষ্ণ। বড় প্রীত হইলাম তোমার বচনে,
প্রাণেশ্বরি! ভেবেছ কি মনে বিনাশিব
পাণ্ডবে সমরে আমি? যারে বাসি ভাল
প্রাণের সহিত, যে বিহনে পাই ব্যথা

অন্তরে অন্তরে, কে বুঝিবে বল প্রিয়ে!
যে মন্ত্রণা করি আমি পাণ্ডবের লাগি।
অবলা সরলা তুমি, চঞ্চল প্রকৃতি,
পেটে কথা রমণীর না হয় হজম,
সেই হেতু না বলিব নিগূঢ় মরম;
পশ্চাতে জানিবে প্রিয়ে! সে সব কাহিনী।

রুক্মি। গুপ্ত কথা কেন মোরে করিবে প্রকাশ?
কে তোমার বল আমি, পর বৈত নয়।
অতএব যাহ তুমি যে আছে আপন,
বল গিয়া তার কাছে গোপনীয় বাণী।
মুখে স্বধু ভালবাসা, অন্তরে গরল,
ছি! ছি! লাম্পট্য আচার গেল না তোমার!
ধিক এ জীবনে! ছার প্রাণ না রাখিব
আর, যবে পতি হয়ে করে অবিশ্বাস।
আজ হ'তে জন্ম-শোধ মাগি হে বিদায়
রুক্মিণীর নাম আর না রবে জগতে।

কৃষ্ণ। সাধে কি চঞ্চল মতি বলি রমণীর?
সাক্ষী তার তুমি হে আপনি, যবে স্বল্প
দোষে বিধুমুখি! করিলে দারুণ মান।
ভাল বাসি কি না বাসি, কেমনে বুঝিবে
বল? অগাধ প্রেমের নীরে ডুবে থাকে
মীন, সহজে না ভাসে, শফরী যেমন।
প্রাণেশ্বরি! ত্যজ অভিমান, শুন তবে,
যে কারণ করি রণ পাণ্ডবের সনে।

রুক্মি। যাও! যাও! মিছে কেন কর জ্বালাতন?
না চাই শুনিতে আর সমর বারতা।
আপনার বলি যদি ভাবিতে আমারে,
হেন কটুবাক্য তবে না বলিতে কভু।

কৃষ্ণ। অপরাধ কর ক্ষমা, উঠ লো সুন্দরি!
চির অনুগত আমি জানিবে তোমার।
নিদারুণ মান প্রিয়ে! কর পরিহার,
শুন, বলি পাণ্ডবের রণ বিবরণ।
পাণ্ডব আমার প্রিয়, পাণ্ডব জীবন,
পাণ্ডব-বিচ্ছেদে হেরি সব অন্ধকার;
পাণ্ডবের ঋণ আমি নারিব শুধিতে,
ভক্তি ডোরে আছি বাঁধা পাণ্ডবের ঠাঁই,
সে পাণ্ডবে হিংসিতে কি পারি চন্দ্রাননে!
এই যে সমর-সজ্জা হের চারিভিতে
প্রাণেশ্বরি! পাণ্ডবের হিতের কারণ।
যবে দুর্য্যোধন আদি কুরু কুলাঙ্গার
করে উপহাস সদা নেহারি পাণ্ডবে,
জ্বলে হৃদি মুহুর্মুহু, না পারি সহিতে;
মায়া-চক্র সেই হেতু করি হে বিস্তার।
নতুবা কি সাধ্য বল বীর বৃকোদর
রাখয়ে সে দণ্ডীরাজে আমার বিরুদ্ধে।
হের! দেবতা-দানব-দৈত্য যে যেখানে
আছে ত্রিভুবনে, রণবেশে সুসজ্জিত
ধাইছে সকলে, করিতে ভীষণ রণ

পাণ্ডবের সনে, কিন্তু মানি পরাজয়,
জনে জনে করিবে প্রস্থান, কুরুকুল
মানিবে চমক, দর্পচূর্ণ কৌরবের
হইবে অচিরে, ত্রিভুবন-জয়ী বলি,
যশঃ কীর্ত্তি পাণ্ডবের ঘুষিবে জগতে ;
নতুবা কেন হে নাম ধরি দর্পহারী।

রুক্মি। এরূপ বাসনা যদি, না করি বারণ
তবে যাইতে সমরে, কিন্তু বাসি ভয়,
মহাচক্রী তুমি, পাছে হিতে বিপরিত
ঘটাও মুরারি? যদি শিরে দিয়ে হাত,
কর হে শপথ, মানিব প্রত্যয় তবে,
নতুবা তোমারে আমি না করি বিশ্বাস।

কৃষ্ণ। শিরে দিয়া হাত তব করিনু শপথ,
পাণ্ডবের নাহি হবে অহিত কখন।
অতএব যাও প্রিয়ে! নিজ অন্তঃপুরে,
পাণ্ডব-সমরে আমি করি হে গমন।

সকলের প্রস্থান।

—*—

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—রাজসভা—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, নাগরিক।

নকুল। কি কর বসিয়া দেব ! ইন্দ্রপ্রস্থে বুঝি
পড়িল প্রমাদ আজি,-কার্য্যঅনুরোধে,
প্রান্তদেশে যবে আমি করি হে ভ্রমণ;
সহসা অদূরে শুনি, সমর দুন্দুভি
বাজে ভীমরবে, সৈনিকের কোলাহল
উঠিছে গগণে, তুরঙ্গের হ্রেষারব,
মাতঙ্গ-বৃংহতি, ভীমনাদে প্রতিধ্বনি
হয় চারিভিতে, অগ্রসরি কিছু পুনঃ
করি নিরীক্ষণ, সৈন্য-পারাবার যেন
কানন, কন্দর আদি ব্যাপি জল স্থল
ধাইছে সবেগে, অনুমানি দামোদর
দেবতা,-গন্ধর্ব্ব আদি করিয়া সহায়,
বীরদাপে আক্রমিতে আসে ইন্দ্রপ্রস্থ।
মহাদর্পে ধায় সেই নারায়ণী সেনা,
পদভরে কাঁপে ধরা, করে টল মল,
হয় আজ, নয় কাল বাধিবে সমর।
অতএব মহারাজ! থাকিতে সময়,
সবে মিলি যুক্তিমতে কর প্রতিকার।

যুধি। ভাবিয়া না পাই কিছু উপায় ইহার,
প্রতিকার কিবা আর করিব নকুল।
কে আর রাখিবে বল এ ঘোর বিপদে,
বিপদ-ভঞ্জন হরি যবে হে বিরূপ।
বুঝিলাম নাহিক নিস্তার আর, অহো!
ইন্দ্রপ্রস্থ যাবে ছারে খারে, পাণ্ডুবংশ
হইবে নির্ব্বংশ, যবে বৃকোদর, মরি
না বুঝিয়া করে বাদ কৃষ্ণের সহিত।
কার সাধ্য রোধে বল নারায়ণী সেনা?
অজেয় জগতে, অতুল বিক্রমে যার
কাঁপে ত্রিভুবন, সমর করিতে যবে
সুরাসুরে না করে সাহস, কোন ছার
তবে মোরা সামান্য মানব? কার বলে
হে নকুল! সমকক্ষ হইব কৃষ্ণের?
একই উপায় এই বিপদ সাগরে,
দণ্ডী দিয়া যাদবের লইতে শরণ।

নকু। যা হবার হইয়াছে চারা নাহি তার,
অদৃষ্টের ভোগাভোগ ঘটিবে নিশ্চয়।
না করি মমতা, যবে, দ্বারকার পতি
করিল সমর-সজ্জা পাণ্ডব-বিরুদ্ধে,
কি খাতির তবে বল রাখিব তাঁহার,
অবশ্য করিব রণ ভীমের সপক্ষে।
সমর-প্রাঙ্গণে যদি যায় ছার প্রাণ
শ্লাঘনীয় ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, তত্রাচ না

দিব সে দণ্ডীরে মোরা কৃষ্ণের চরণে,
কুটীলের সনে প্রেমে কোন ফলোদয়।

যুধি। যা বলিলে মানি আমি হে বৎস নকুল!
কিন্তু বল দেখি, কি সাহসে সম্মুখীন
হব সেই বিপুল সৈন্যের মুখে, যবে
ধন-বল, সেনা-বল, সহায়, সম্পত্তি
কিছুমাত্র নাহিক মোদের, কেমনে হে
তবে বল, পশি সেই ভীষণ সংগ্রামে
অসহায় একেবারে ভাই পঞ্চজনে;
গড়ুরের নীড়ে যথা পশয়ে ভুজঙ্গ।

এক জন নাগরিকের প্রবেশ।

নাগ। কি হেতু নিশ্চিন্ত হেন হেরি হে রাজন!
না রাখেন খবর কিছুই? সর্ব্বনাশ
হইল এবার, বুঝি ছারে খারে যায়
ইন্দ্রপ্রস্থ, নাহি জানি অহো! কোথা হতে
পঙ্গপাল যথা পশিছে সৈন্যের স্রোত
ইন্দ্রপ্রস্থ, পুরে, বিকট আকার. যেন
কালান্তক যম; দানব, পিশাচ দৈত্য
করে ছুটাছুটী, সঙ্ঘর্ষণে ভাঙ্গে বৃক্ষ
করি মড় মড়, প্রাণভয়ে পশুগণ
করে পলায়ন, বীরদাপে কাঁপে ধরা;
হুহুঙ্কারে গর্ভীনীর হয় গর্ভপাত;
বুঝিবা প্রলয় কাণ্ড হইল আরম্ভ।

অতএব মহারাজ! কর প্রতিকার,
নতুবা হে প্রজাকুল হইবে নির্ম্মূল।

ভীম। অনুমতি দেহ তাত! না সহে বিলম্ব,
অত্যাচার হেন না পারি সহিতে আর।
একাকী পশিব আমি সমর প্রাঙ্গণে,
না চাই সাহায্য কারো, কাকোদর যথা
পশিলে খগেশ-নীড়ে, খণ্ডে খণ্ডে হয়
হে বিনষ্ট, অথবা মাতঙ্গ যথা দলে
নলবনে, তেমতি বধিব আমি, জনে
জনে অরাতি মণ্ডলী, খেদাইব দূরে
নারায়ণী চমূ, দেব! ভীম প্রহরণে,
নতুবা হে বৃথা নাম ধরি বৃকোদর,
বৃথা ধরি তবে এই শত্রুঘাতী গদা,
অরাতি নাশিতে যার হয়েছে সৃজন।

যুধি। না বিচারি কোন কার্য্য করিলে সহসা
নিশ্চয় বিষম বিঘ্ন ঘটিবে তাহাতে।
বিপদে ধরিবে ধৈর্য্য, অভ্যুদয়ে ক্ষমা,
শাস্ত্রের বচন এই আছে পূর্ব্বাপর।
বালবুদ্ধি কর পরিহার, ভ্রাতৃগণ!
যুক্তি মতে কার্য্য করা একান্ত বিধেয়।
এসেছেন যবে রণে সমর-সজ্জায়
দেব চক্রপাণি, বাধিবে সংগ্রাম তবে
জেনেছি নিশ্চয়। অতএব এই যুক্তি
লয় মম মনে, বিষম সমস্যা স্থলে

লইতে সাহায্য কোন প্রবল রাজার ;
নতুবা একার্য্যে রত হওয়া অনুচিত।
অতএব যাও ভাই নকুল সুমতি
যথা কুরুকুলেশ্বর রাজা দুর্য্যোধন ;
বল গিয়া তাঁরে বিনয় বচনে, যেন
সাহায্য করেন তিনি এ বিপদ কালে।

অর্জ্জু। হেন অনুচিত কথা কেন বল দেব!
শত্রুর নিকটে যাব সাহায্য যাচিতে ?
যেই দুর্য্যোধন করে অহিত কামনা,
শয়নে স্বপনে যার বিষ দৃষ্টি ভাব,
তার কাছে, কোন লাজে যাইব বলনা
মাগিতে প্রসাদ ভিক্ষা ? ত্যজিব আহবে
প্রাণ, তবু কদাচ না তুষিব তাহারে।
ধিক সে বীরত্বে মম, ধিক বাহুবলে,
ধিক এ গাণ্ডীবে, ধিক সব্যসাচী নামে,
সিংহ হয়ে যদি মোরা তুষি সে শৃগালে।
যাইব সমর-ক্ষেত্রে ভীমের সপক্ষে,
করিব তুমুল রণ, খেদাইব দূরে
ফেরুপাল সম সেই নারায়ণী সেনা ;
বিনাশিব জনে জনে গাণ্ডীব-প্রহারে।
দেখে স্তব্ধ হবে দেব-কুল, ভয়ে ভঙ্গ
দিয়া রণে উভরড়ে করিবে প্রস্থান।

যুধি। জানি আমি হে গাণ্ডীবি! অতুল প্রতাপ
তব বিখ্যাত ভুবনে, কিন্তু সাবধানে

নাহিক বিনাশ, প্রবল শত্রুর সনে
বাধিলে বিরোধ, বিবিধ বিধানে তার
করিবে ব্যবস্থা, নতুবা বিফল বাঞ্ছা,
হতমান অবশেষে হয় হে নিশ্চয়।
রণে, বনে, শ্মশানেতে অথবা সঙ্কটে
শত্রুর সাহায্য নিতে নাহি কোন বাধা।
তাই বলি যাও ভাই যথা দুর্য্যোধন ;
অবশ্য সাহায্য তিনি করিবেন আসি।

নকু। একান্ত বাসনা যদি হ'য়েছে তোমার
হে রাজন! আরাধিতে রাজা দুর্য্যোধনে
সহায়তা হেতু এই আসন্ন আহবে,
বিজ্ঞ তুমি, তব আজ্ঞা কে করে হেলন।
যাই তবে যথা সেই কুরু-কুল-পতি
বলিগে বিনয় বাক্যে সমর বারতা।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী—কুরুসভা—দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ভীম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, নকুল।

দুর্য্যো। এস এস নকুল সুবাহু, বল ভাই
কুশল বারতা, ধর্ম্মরাজ, বৃকোদর,
গাণ্ডীবী প্রভৃতি সহদেব ভ্রাতৃগণ
কে আছে কেমন, বহু দিন পরে, কেন,

কোন অভিলাষে আসিলে এখানে ভাই ?
বল বিস্তারিয়া করিব শ্রবণ সব।

নকু। অবন্তীর অধিপতি দণ্ডী নৃপবর
পাইল কাননে এক অশ্বিনী সুঠাম,
এ বারতা শুনিয়া কেশব, চাহিলেন
তুরঙ্গিনী দণ্ডীর নিকটে, দণ্ডী নাহি
দিল সে ঘোটকী, বাধিল বিরোধ তাই,
দ্বারকার অধিপতি কৃষ্ণের সহিত।
বিষম তাড়না কৃষ্ণ করিলেন যবে
প্রাণ-ভয়ে দণ্ডীরাজা করিল প্রস্থান।
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল ভ্রমি' ত্রিভুবন
না পাইল আশ্রয় কোথাও, হতাশ্বাসে,
অবশেষে, আত্ম-হত্যা করিতে ভূপতি
আসিল সে ভাগীরথি-তীরে, উপজিল
দয়া ভীমের হৃদয়ে, রাখিল দণ্ডীরে।
সে কারণে মহাক্রুদ্ধ যদুকুল-পতি
করিল সমর-সজ্জা পাণ্ডব-বিপক্ষে।
সেই হেতু, ধর্ম্মরাজ দিলেন পাঠায়ে
মোরে তোমার নিকটে, অনুরোধ এই,
করিবে সাহায্য তুমি পাণ্ডবের পক্ষে।

দুর্য্যো। এ বড় বিষম কাণ্ড শুনি হে নকুল!
কেন বল এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল ভীমের,
আশ্রিত সে দণ্ডীরাজে কৃষ্ণের বিপক্ষে ?
দ্বারকার পতি কিহে সামান্য মানব ?

দেবাসুর যাঁর ভয়ে সদা সশঙ্কিত,
তাঁর সনে রণ-সজ্জা সম্ভবে কি কভু?
পিতামহ ভীষ্মদেব, খুল্লতাত ক্ষত্তা,
মাতুল শকুনি আর দ্রোণ মহামতি,
সখা কর্ণ, অশ্বত্থামা, বীর-বৃন্দ যত,
শুনিলে সকলে যাহা বলিল নকুল।
অতএব সবে মিলি করি যুক্তি স্থির,
কি কর্ত্তব্য বল মোরে করিব এখন।

ভীষ্ম। না পারি বুঝিতে কিছু কুরু-কুল-পতি!
কি চক্র করেন পুনঃ দেব চক্রপাণি!
পাণ্ডবের সনে যাঁর অভেদ অন্তর,
সামান্য কারণে তবে, কেন রণ-সজ্জা
করেন যাদব সেই সখার বিরুদ্ধে?
অবশ্য নিগূঢ় মর্ম্ম থাকিবে ইহার,
মানব বুদ্ধিতে যাহা না হয় ধারণা।
অতএব এই যুক্তি করি আমি স্থির
না করি সাহায্য কোন পাণ্ডুর নন্দনে,
নিরপেক্ষ ভাবে থাকা একান্ত বিধেয়।

দ্রোণ। ভীষ্মের যুকতি আমি শ্রেয় জ্ঞান করি;
অনর্থ বিবাদে কোন নাহি প্রয়োজন।
বিশেষ পাণ্ডব তব নহে হিতাকাঙ্ক্ষী,
কেন তবে তার লাগি বিরোধিবে কৃষ্ণে?

কর্ণাদি। আমরাও ওই যুক্তি করি শিরোধার্য্য;
কভু না সাহায্য তুমি করিবে পাণ্ডবে।

শকু। এত দিনে সুপ্রসন্ন বিধাতা তোমার
কুরু কুলেশ্বর! নিজ বুদ্ধি দোষে, দুষ্ট
পাণ্ডুর সন্ততি পড়িল বিষম ফাঁদে।
নাহিক নিস্তার আর, যাদবের হাতে
মরিবে নিশ্চয় আজি পাণ্ডব নিকরে;
পরে পরে শত্রুক্ষয় হইবে তোমার।
অতএব পাণ্ডবেরে না করি সাহায্য
সসৈন্যে সাহায্য তুমি কর বাসুদেবে;
সবংশে পাণ্ডব-বংশ করিয়া নিধন
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর অতঃপর।

বিদু। মরি! মরি! হেন যুক্তি পাইলে কোথায়?
হে সৌবলি! ছি! ছি! ক্ষত্রকুলে কোন লাজে
পাড়িলে কালিমা রেখা, অহো! হীনবীর্য্য,
কাপুরুষ যেই নরাধম, পরে পরে
শত্রুর বিনাশ চেষ্টা করে সেই জন।
কিন্তু বীর্য্যবান, স্বধর্ম্ম আচারী যেবা,
হেন কলুষিত কার্য্য না করে কখন।
তাই বলি দুর্য্যোধন! কৌরব গৌরব,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যদি চাহ পালিবারে,
আশু তবে রণসজ্জা কর মতিমান,
করিতে সাহায্য সেই বিপন্ন পাণ্ডবে
সঙ্কটে পড়িয়া যবে স্মরিল তোমায়।
বিশেষ পাণ্ডব তব জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণ,
কেন তবে না করিবে সাহায্য তাদের?

ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই, আছে যুগে যুগে,
পরস্পর ঘরে ঘরে করিবে বিরোধ,
কিন্তু আক্রমিলে পরে, হ'য়ে এক যোগ,
বিমুখিবে সবে মিলি বাহির-শত্রুরে।
বিষম পরীক্ষা স্থলে যদি হে রাজন!
ক্ষত্রিয়ের বল-বীর্য্য না কর প্রকাশ,
কাপুরুষ বলি তবে ঘুষিবে জগতে,
যশঃ কীর্ত্তি একেবারে পাইবে বিলোপ!

দুর্য্যো। হিতগর্ভ উপদেশ করিয়া শ্রবণ
হে পিতৃব্য! জ্ঞানোদয় হইল আমার,
পাণ্ডব আত্মীয় মম. পিতৃব্য সন্ততি,
সঙ্কটে পড়িয়া যবে চাহিল সাহায্য,
অবশ্য করিব আমি সাহায্য তাদের
নতুবা এ ক্ষত্র-ধর্ম্ম হইবে বিনষ্ট।
অতএব যাও সখা কর্ণ মহাবীর,
পিতামহে লয়ে সবে কর রণ-সজ্জা,
করিব সাহায্য আমি পাণ্ডবে আহবে,
খেদাইব ভুজবলে নারায়ণী সেনা।
যাও ভাই নকুল সুমতি, বল গিয়া
রাজা যুধিষ্ঠিরে, সসৈন্যে পশিব আমি
সমর প্রাঙ্গণে, না হবে অন্যথা কভু,
করিব তুমুল রণ পাণ্ডবের লাগি।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—রণস্থল—কৃষ্ণ, বলরাম, কামদেব, ব্রহ্মা, মহাদেব, বরুণ, যম, ইন্দ্র, কার্ত্তিক, দেবসেনা—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ, অশ্বত্থামা, সৈনিকগণ—

কৃষ্ণ। আরে আরে! পাপমতি পাণ্ডব কলঙ্ক,
উপকার করিলাম যত প্রাণ পণে,
ভাল ধার শুধিলি তাহার, রে কৃতঘ্ন!
পুনঃ কর হিংসা মোর মাতিয়া মাশ্চার্য্যে।
কার বলে এত বল কর বৃকোদর!
কি সাহসে রাখ তুমি আমার শত্রুকে?
কৃতান্তের ভয় দুষ্ট না পোষ অন্তরে।
বীরপণা যত তোর করিব প্রত্যক্ষ,
প্রতিফল হাতে হাতে দিব রে পামর,
অপাণ্ডব ধরা আজি করিব সমরে।

ভীম। কেন আর বৃথা গর্ব্ব কর হে মাধব!
না বুঝি' কি নিজ বল রেখিছি দণ্ডীরে?
না ডরি তেমারে আমি রুক্মীণী-বল্লভ!
সাধ্য থাকে লহ আজি দণ্ডী নৃপবরে
জিনিয়া আমায়, নতুবা হে যাহ ফিরি,
আড়ম্বরে নাহি প্রয়োজন, যত বল
ধর তুমি হে কেশব! অবিদিত নাহি

কিছু আমার নিকটে,ছি ! ছি ! হাসি পায়
শুনিলে সে কথা, ছার জরাসন্ধ ভয়ে,
লুকাইয়া থাক তুমি সলিল ভিতরে।
তবে, কি সাহসে বল দেখি, হে যাদব !
আস্ফালন কর আসি পাণ্ডব-সমরে ?
হের এই ভীম বাহু, অরিন্দম গদা,
যার বলে ত্রিভুবন করি তৃণ জ্ঞান,
একই প্রহারে তার বিনাশিব সবে।
ছাড়িব হুঙ্কার রব অশনি নির্ঘোষে,
দেবতা, দানব, দৈত্য সেনানি তোমার
স্তম্ভিত হইবে সবে, পুনঃ ভয়ে ভঙ্গ
দিয়া রণে, চারিভিতে করিবে প্রস্থান,
বায়ুভরে উড়ে যথা শুষ্ক তুলা-রাশি।
কত বীর্য্য ধরি আমি ভীম বাহু যুগে,
পরিচয় রণ-রঙ্গে হবে জানাজানি।

ইন্দ্র। হেন গর্ব্ব পাণ্ডবের শ্রীমধুসূদন
না পারি সহিতে আর, ছার তুচ্ছ নরে,
অমরের সনে করে সমরের সাধ ?
হের অঙ্গ কাঁপে থর থরি, রোষানলে
দহে দেহ, হৃদপিণ্ড হয় বিদারণ।
কর অনুমতি দেব ! না সহে বিলম্ব,
রণ-রঙ্গে মাতি' সবে জলন্ত উৎসাহে,
জনে জনে পাণ্ডবেরে করিহে নিধন।

দুর্য্যো। থাম থাম পুরন্দর ! বৃথা কেন কর

আস্ফালন, বীর্য্য যত জানি হে তোমার.
খাণ্ডব দাহনে সব আছয়ে প্রকাশ।
যবে করি মহামার, জ্বলন্ত অনলে.
আসিলে রক্ষিতে তুমি সাধের বিপিন,
একা পার্থ মহাবীর বিমুখিল তোমা,
লণ্ড ভণ্ড করিল সেনানি, পুচ্ছ মুখে
পলালে কোথায়, পুনঃ পড়ে কিহে মনে ?
যবে সুদৃঢ় নিগড়ে বান্ধিল তোমায়
মেঘনাদ বলী, কীর্ত্তি-স্তম্ভ নাম যার
ইন্দ্রজিত বলি চির রহিল ধরায়।
ছি! ছি! হেন হীন বীর্য্য, কাপুরুষ যেই,
তার কিহে সাজে কভু করিতে সমর
মহা বলবান এই কৌরবের সনে ?
অতএব অখণ্ডল! ফিরি যাহ দেশে,
সচীর অঞ্চল ধরি ফের পিছু পিছু।
নতুবা ঘটিবে আজি বিষম প্রমাদ,
অমরত্ব একেবারে ঘুচিবে তোমার।
আরে রে বর্ব্বর ছার পাণ্ডব দুর্ম্মতি,
কার বলে এত বল হ'য়েছে তোদের ?
স্ফীত বক্ষ, বীর মদে সমর প্রাঙ্গণে.
অমরের সনে রণে করিস গমন।
ধিক রে তোদের! পঙ্গু হ'য়ে কর সাধ
লঙ্ঘিতে সাগর। প্রতিফল দিব আজি
রে ফাল্গুণি! প্রতিহিংসা লইব আমার,

ইন্দ্রপ্রস্থ তাড়ি আজি ভীষণ লাঙ্গলে,
করিব নিক্ষেপ ওই ভাগীরথী নীরে ;
তবে ত জানিবি মম নাম হলধর।
আর এক কথা পুনঃ বলি হে গাণ্ডীবি!
সুভদ্রা কাহিনী মম জ্বলিছে অন্তরে।
নিবারিতে কিছুতে না পারি এতদিন
চক্রীর কারণ। আজ বড় শুভযোগ,
তাই ঘটিল বিরোধ তোর যাদবের
সনে, কে আর রক্ষিবে তোরে এ সঙ্কটে
রে পাষণ্ড! পাঠাইব কালের কবলে,
তবে ত মনের ক্ষোভ ঘুচিবে আমার।
বৃথা কেন আস্ফালন কর হে লাঙ্গলি!
মম বিদ্যমানে, বল বীর্য্য যত তব
অগোচর নাহি কিছু আমার নিকটে।
ছি! ছি! কোন লাজে সুভদ্রা কাহিনী হায়!
নিজমুখে করিলে উল্লেখ, দোষ কি হে
আছিল আমার তায়? অন্তরে অন্তরে
বরিল আমায় সেই ভগিনী তোমার,
সাক্ষী তার দেখ হলধর! যবে তুমি
করি মহামার আক্রমিলে মোরে, বল
দেখি, কে ধরিল অশ্বরজ্জু সারথীর
বেশে, পুনঃ গভীর ঘর ঘর নিনাদে
কে বল লইল রথ সম্মুখে তোমার?
এতদিনে, প্রতিহিংসা তার, হে নির্ম্মম!

লইতে আসিলে এই সমর-প্রাঙ্গণে ?
চক্ষুর নিমিষে পারি সংগ্রামের সাধ
মিটাইতে তব, কিন্তু কেমনে মারিব,
প্রিয়সীর ভাই তুমি; পুনঃ কি বলিবে
রেবতী রূপসী, যদি আমি নাশি তোমা।
বিশেষে লাঙ্গল যার প্রধান সহায়,
কৃষক বলিয়া তারে করি হেয় জ্ঞান।
চাষার সহিত কি হে ক্ষত্রিয় পুঙ্গব
রণ রঙ্গে মাতে কভু শুনেছ ধরায় ?
নারায়ণী সেনা মাঝে, হেরি ষড়াননে
দেব সেনাপতি, একমাত্র সমকক্ষ
হইবে আমার যুঝিতে মুহূর্ত্তকাল ;
কিবা সাধ্য অন্য জনে হয় আগুয়ান।
তাই বলি যাও ভাই ফিরি দ্বারকায়
রেবতীর প্রেম সুধা সুখে কর পান,
নতুবা হারাবে প্রাণ এ ভীম সমরে,
কাঁদিবে রেবতী সতী হলী হলী বলে।

মহা। বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন; বল বীর্য্য
যত যার, রণ-স্থলে হবে পরিচয়।
এস ভীষ্ম শান্তনু-নন্দন! রণ-সাধ
মিটাই তোমার এই দুরন্ত আহবে ;
বাহুড়িয়া নাহি পুনঃ যাইবে ভবনে,
সমর-শয্যায় আজি করিবে শয়ন।

ভীষ্ম। না ডরি তোমারে আমি দেব ত্রিলোচন!

কার সাধ্য আঁটে মোরে সমর-প্রাঙ্গণে ?
হের এই ভীম দৃশ্য বিচিত্র কার্ম্মুক,
মেঘের গর্জ্জন যার টঙ্কার নিনাদে
হবে বিমোহিত, না পারি সহিতে মম
তীক্ষ্ণ শরজাল, ক্ষিপ্রহস্তে যবে আমি
করিব ক্ষেপণ, ভয়ে ভঙ্গ দিয়া রণে,
উভরড়ে পলাইবে ভূধর শিখরে।

যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

ইন্দ্র। হের হের আহা মরি ! সমর নৈপুণ্য,
করেন প্রকাশ কিবা দেব গঙ্গাধর,
হত বল ভীষ্ম বীর, করিছে প্রস্থান,
না পারি সহিতে আর শঙ্করের শূল।
বিলম্বে নাহিক আর কোন প্রয়োজন,
এক চাপে নাশি এস কৃতঘ্ন পাণ্ডবে।

দ্রোণ। ছি ! ছি ! কোন লাজে কৃতঘ্ন বলিলে তুমি
পাণ্ডব নিকরে ? হে বাসব ! কিবা বল,
নাহি জানি চরিত্র তোমার, গৌতমের
শিষ্য যবে হ'লে পুরন্দর ! বল দেখি,
কোন জন, আচরিল কৃতঘ্নতা পাপ
শূন্য ঘরে করি ছল অহল্যার লাগি ?
ধিক ! ধিক ! হে তোমায়, কেমনে দেখাও
মুখ সবার মাঝারে ? শঠ কাপুরুষ
তুমি, তাই বৃথা গর্ব্ব কর বার বার।
হের হের ধনঞ্জয় তৃতীয় পাণ্ডব,

দুর্দ্ধর্ষ সমর করি শঙ্করের সনে
পাশুপত দিব্য অস্ত্র লভিল যখন,
পুনঃ গান্ধারী কুন্তীর বাদে, স্বর্ণ চাঁপা,
কুবের ভাণ্ডার ভেদি বৃষ্টিধারা রূপে
করিল বর্ষণ যবে পশুপতি শিরে,
খাণ্ডব-দাহনে যেই বিমুখিল তোমা,
তার গুরু আমি দ্রোণাচার্য্য, ডরি কিহে
কভু আমি ত্রিলোকে কাহারে ? ধর ধর
হে কৌরব ! বিচিত্র কার্ম্মুক গদা, দেহ
গুণ অশনি নির্ঘোষে, ছাইব গগণ
আজি তীক্ষ্ণ শরজালে, খেদাইব দূরে
নারায়ণী সেনা এই দুরন্ত আহবে।

(যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন ভিন্ন সকলের প্রস্থান।)

অর্জ্জুন। একি ! একি ! মহা মহা বীর রণমাঝে
পরাজয় মানিছে সকলে ! উভরড়ে
করিছে প্রস্থান সব কৌরব-সেনানী,
তিষ্ঠিতে না পারে কেহ দেবের সমরে ;
হেরি বাণ উল্কা যেন হানিছে কার্ত্তিক !
ঘন পাকে গদা হলী ঘুরায় সঘনে !
ছিন্ন ভিন্ন কুরু সেনা, কুলিশ প্রহারে
যথা হয় বৃক্ষ রাজি, না পারি থাকিতে
আর, যাই তবে, পশি গিয়া রণক্ষেত্রে
সেনা বল করি রক্ষা জলন্ত উৎসাহে।

অর্জ্জুনের প্রস্থান।

(যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় পক্ষের পুনঃ প্রবেশ)

কার্ত্তিক। আরে! আরে! পাণ্ডব কলঙ্ক, কতক্ষণ
যুঝিবি সমরে আর? হতপ্রায়, হের
সেনা বৃন্দ, বাকি মাত্র আছে কয় জন।
হের রুধিরের স্রোত বহে রণক্ষেত্রে,
ভাদ্রমাসে ভাগীরথী যথা ধায় বেগে।
ক্ষান্ত নাহি দাও রণে হে দেব মণ্ডলি!
দ্বিগুণ উৎসাহে সবে মাতি' রণরঙ্গে,
জনে জনে কৌরবেরে বধহ পরাণে।

অর্জ্জু। মাভৈ মাভৈ রণে কৌরব সেনানি! অহো!
জ্বলন্ত উৎসাহে সবে করহ সমর,
ক্ষিপ্র হস্তে শরজাল কর বরিষণ,
বাহুড়িয়া ভীম তুমি মার গদাঘাতে
দুরন্ত দানবে, পিতামহ ভীষ্মদেব,
গুরু দ্রোণাচার্য্য, কুরুপতি দুর্য্যোধন,
মহাবীর কর্ণ, এক চাপে হান সবে
শর খরশান, অবশ্য হইবে জয়;
দেবকুল ছিন্ন ভিন্ন হইবে অচিরে।
ক্ষত্রিয় সন্তান মোরা রণমন্ত্রে দীক্ষা,
করিব তুমুল রণ প্রকাশি নৈপুণ্য,
দেখাব জগতে আজি অতুল প্রতাপ,
বিক্রমে কাঁপাবো ধরা, মানিবে বিস্ময়.
দেবের মণ্ডলী, থাকিবে পৌরুষ তবে।

যায় যাবে ছার প্রাণ আজি এ সমরে
পৃষ্ঠ প্রদর্শন তবু না করাব কভু।

কর্ণ। এ হেন বচন তব শুনিয়া গাণ্ডিবি!
শতধা বিদীর্ণ হয় অন্তর আমার।
ক্ষত্রিয়-শোণিত যার শীরায় শীরায়
ভীম বেগে হয় প্রবাহিত, অহো! ধিক
মূঢ় সেই কাপুরুষ. ক্ষত্রিয় অধমে,
অরাতি হুঙ্কারে যেই করে পলায়ন।
শক্র নিসূদন এই মহা ভয়ঙ্কর
একাঘ্নী বাণেতে, করিব নির্ম্মূল আজি
অমর-মণ্ডলী, প্রকাশিব বল বীর্য্য
ভীম রণে, বাণে বাণে ঢাকিব বিমান,
ডুবাব অতল জলে দেবের মাহাত্ম্য,
স্থাপিব জয়ের স্তম্ভ বিশাল জগতে।
না কর বিলম্ব তাত ভীষ্ম মহামতি,
দ্রোণাচার্য্য গুরুদেব, বীর বৃকোদর,
গাণ্ডিবী প্রভৃতি যত কৌরব সেনানী,
ধর ধনু, দেহ গুণ, বজ্র বিনির্ঘোষে,
টঙ্কার নিনাদে আজি কাঁপায়ে মেদিনী
একচাপে চল সবে বেড়িগে অমরে।

(কার্ত্তিক ভিন্ন সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।)

কার্ত্তিক। অদ্ভুত ঘটন হেন না হেরি কখন,
মানবের রণে দেব মানে পরাজয়!
ব্যর্থ শূল ত্রিশূলীর, কেশবের চক্র,

স্থির কেন হেরি পাশ জলেশের করে,
যমদণ্ড কাঁপিছে সঘনে, চারিভিতে
দেবগণ উৰ্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন।
একি মায়া-যুদ্ধ করিল বিস্তার! কিম্বা
দৈব দুর্ব্বিপাক কিছু ঘটিল সমরে।
পরাভূত প্রায় কৌরব-সেনানী, পুনঃ
কোন মায়াবলে যুঝিছে অটল ভাবে?
রুধিরের ধারা বহে দেব অঙ্গে, অহো!
ছিন্ন ভিন্ন দেবসেনা তুলা রাশি প্রায়,
যাই, করি নিরীক্ষণ পশিয়া সংগ্রামে,
সহসা বিভ্রাট হেন ঘটে কি কারণ।

কার্ত্তিকের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৈলাস পুরী—ভগবতী, পদ্মা।

ভগ। কেন পদ্মা বিচলিত সহসা অন্তর
মম হইল এমন? হৃদিপদ্ম কাঁপে
ঘন ঘন, কোন জন পড়িয়া বিপদে
ডাকে কি আমারে? অথবা কি লাগি বল
হইল এ ভাব? বিস্তারিয়া কহ ধনী
পদ্মাগুণবতি! করিব শ্রবণ সব।
হেন ভাব কেন পুনঃ অন্তরে আমার!
যেন দেবতা মণ্ডলী পড়িয়া বিপাকে

কোথা, ত্রাহি ত্রাহি রবে করিছে চীৎকার,
তবুও না পায় ভেলা বিপদ সাগরে।

পদ্মা। কি আর বলিব আমি জননি! তোমায়,
জগত-জননী তুমি, ব্রহ্মাণ্ড-বারতা,
অগোচর কিবা বল আছে গো তোমার ?
ইচ্ছাময়ী, ইচ্ছা রূপে থাক সর্ব্ব ঠাঁই।
জানিয়া শুনিয়া যবে, বাড়াইতে মান,
বলিতে বলিলে মোরে সে সব বারতা,
অবশ্য বলিব তবে, শুন গো জননী,
যে কারণ টলে তব রত্ন-সিংহাসন।
দৈবযোগে একদিন দুর্ব্বাসা তাপস
ইন্দ্রের আলয়ে যান হেরিতে কৌতুক।
ভাগ্যদোষে মনে মনে উর্ব্বশী রূপসী
পশুভাবে উপহাস করিল তাপসে।
অন্তর্যামী মুনিবর জানিল সকল,
ক্রোধ ভরে উর্ব্বশীরে দিল অভিশাপ।
"যবে দুষ্টা পশুভাবে হেরিলি আমায়,
পশু হ'য়ে বাস গিয়া পার্থিব কাননে।"
অশ্বিনীর রূপ তবে করিয়া ধারণ
ভ্রময়ে উর্ব্বশী আসি বিপিন মাঝারে।
সহসা একদা দণ্ডী অবন্তি-ঈশ্বর,
কাননে আসিয়া তারে করিল দর্শন,
ধরিল কৌশলে, ল'য়ে গেল নিজপুরে,
রাখিল গোপন ভাবে না জানিল কেহ।

নারদের মুখে শুনি এ সব বারতা
দেব চক্রপাণি, লইতে করিল বাঞ্ছা
তুরঙ্গিনী সেই, দণ্ডী নাহি দিল তারে,
বাধিল বিরোধ তাই কৃষ্ণের সহিত।
ভয়ে দণ্ডী দেশে দেশে করিল ভ্রমণ
যাচিয়া আশ্রয়, না মিলিল কোন স্থানে.
অবশেষে ভীম তারে রাখিল আলয়ে।
সেই রোষে দামোদর ল'য়ে দেবগণে
করিল সমর সজ্জা পাণ্ডব বিপক্ষে,
বাধিল তুমুল যুদ্ধ পাণ্ডবের সনে।
না পারি আঁটিতে রণে পাণ্ডব নিকরে,
পড়িল বিপদে মাতা অমর মণ্ডলী।

ভগ। অদ্ভুত কাহিনী হেন না শুনি কথন,
ছার মানবের সনে, অমর নিচয়,
এক যোগে করে রণ প্রাণ পণ করি,
তবুও না পারে হায়! দেবতা মণ্ডলী,
পরাভব করিতে সে সামান্য মানবে?
বিরিঞ্চি, মহেশ আদি শমন, বরুণ,
কার্ত্তিক, বাসব আর দেব চক্রপাণি,
দিকপাল যত, মানে পরাজয় সবে
মানব সংগ্রামে, ধিক জীবনে তাদের!
কোন লাজে মুখ পুনঃ দেখাইবে আর।
চল পদ্মা যাব আমি সমর-প্রাঙ্গণে,
করিব প্রত্যক্ষ সেই অদ্ভুত ব্যাপার।

হেরিব কেমনে রণ করেন ত্রিশূলী,
অথবা নাচিয়া নেংটা বেড়ায় আহবে।

পদ্মা। একান্তই যদি মাত! হেরিতে সমর
তব হ'য়েছে বাসনা, তবে লহ খড়্গ
খরশাণ, পরিধান কর রণ-বেশ,
যক্ষিণী, রক্ষিণী যত সঙ্গিনী তোমার,
সশস্ত্রা করিয়া সবে লহ সঙ্গে করি।
যদি সেই ভীম রণে হারেণ শঙ্কর,
শক্তিরূপে আদ্যাশক্তি হইলে সহায়,
অবশ্য বিজয় লাভ করিবে অমর।

ভগ। যা বলিলে মানি আমি বচন তোমার,
সেনাবল সঙ্গে থাকা একান্ত বিধেয়।
বিশেষ মানব-সনে অমর-বৃন্দের
যবে বাধিয়াছে রণ, কে পারে বলিতে
বল, জয় পরাজয় ঘটে কার ভালে।
যদি হেরি কোনমতে মানে পরাজয়
দেবকুল রণে, পশিব সমরে তবে,
বিনাশিব জনে জনে মানব নিকরে।
কিন্তু পদ্মা, তবু কেন অন্তর আমার
না মানে শান্তনা? থেকে থেকে, কেঁপে কেঁপে
উঠিছে সঘনে, যেন অবলা রমণী
কোন পড়িয়া বিপাকে, ত্রাহি ত্রাহি রবে,
বারিতে বিপদ তার ডাকিছে আমায়,
জান যদি বল পদ্মা ইহার কারণ।

পদ্মা । জানিয়া সকলি মাতঃ হও বিস্মরণ,
এ কেমন মায়া তব না পারি বুঝিতে ।
দুর্ব্বাসার কোপে যবে পড়িল উর্ব্বশী,
করিল বিস্তর স্তব মুনির চরণে,
স্তবে তুষ্ট মুনিবর সদয় অন্তরে,
মিষ্টভাষে উর্ব্বশীরে বলিল তথন,
"দিবসে অশ্বিনীরূপে ভ্রমিবে কাননে,
রজনীতে নিজমূর্ত্তি করিবে ধারণ,
অষ্ট বজ্র যবে মর্ত্তে হবে এক ঠাঁই,
শাপ বিমোচন তবে হইবে তোমার"
এবে দেব মানবের ভীষণ আহবে
হের অক্ষ, চক্র, বজ্র, দণ্ড, শূল, শক্তি,
পাশ সপ্ত বজ্র এই হলো একঠাঁই,
একমাত্র বজ্র তব খড়্গ খরশাণ
বাকি গো জননি ! সেই হেতু সে উর্ব্বশী
সকাতরে রণস্থলে ডাকে গো তোমারে,
অষ্ট বজ্র তবে মাত ! হবে এক ঠাঁই ;
উর্ব্বশীর অভিশাপ হবে বিমোচন ।

ভগ । দুঃখিনীর দুঃখ আর না পারি সহিতে,
এখনি যাইব চল সমর প্রাঙ্গণে ।

সকলের অন্তর্ধান ।

—*—

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল—দেবগণ, পাণ্ডবগণ, উভয়পক্ষের সেনাবৃন্দ, দণ্ডী, অশ্বিনী—ভগবতীর চামুণ্ডা বেশে প্রবেশ।

ইন্দ্র। ব্যর্থ মনোরথ নাহি হইবে কখন
হে দেব মণ্ডলি! জয়লাভ হবে রণে।
এক চাপে বেড় সবে কৌরব নিকরে,
নিজ নিজ ভীম বজ্র কর বরিষণ,
নিশ্চয় বিনষ্ট হবে কৌরব-সেনানী,
দেবের মাহাত্ম্য পুনঃ হইবে বজায়।

(দৈববাণী।)

কর সম্বরণ সবে নিজ নিজ বজ্র,
অমর নিচয়! পাণ্ডব না পরাজয়
হবে এ সময়ে, হের শান্তনু-নন্দন,
ইচ্ছা-মৃত্যু বর লভিল পিতার স্থানে,
না মরিবে কভু রণে ভীষ্ম মহাবল,
যত দিন ইচ্ছা তাঁর না হবে মরিতে।
তাই বলি বৃথা বজ্র করিবে ক্ষেপণ,
না মরিবে কৌরব সেনানী, বজ্রশক্তি
হে অমর! ব্যর্থ নাহি যাবে কদাচন,
সৃষ্টিনাশ অতঃপর হইবে নিশ্চয়।

(পুনঃ দৈববাণী।)

কৃষ্ণ। শুন শুন অমর-মণ্ডলি! রণস্থলে
দৈববাণী হয় পুনঃ পুনঃ, পাণ্ডবের

পরাজয় না হবে সমরে! কে তারিবে
তবে বল এ সঙ্কট কালে? অহো! মর
মানবের রণে পরাজয় মানিবে কি
অমর নিচয়! কি হেতু বিভ্রাট হেন?
শক্তিরূপা আদ্যাশক্তি বিনা এ সময়
না হেরি উপায় আর তরিতে সঙ্কটে।

ব্রহ্মা। না পারি বুঝিতে কিছু দেবচক্রপাণি!
কি প্রপঞ্চ কর তুমি দেবগণে ল'য়ে;
কনিষ্ট অঙ্গুলে গিরি করিলে ধারণ,
হেলায় দুর্দ্দান্ত দৈত্যে নাশিলে সমরে,
তবে কোন ছার বল তোমার নিকটে
তুচ্ছ মানবের রণ, বুঝিলাম সার,
সকলি তোমার খেলা পাণ্ডবের লাগি;
না নাশিবে কভু তুমি পাণ্ডব-নিকরে।

রণবেশে চামুণ্ডার প্রবেশ।

যুধি। কি হবে উপায় তাত! ভীষ্ম মহামতি,
কেমনে পাইব ত্রাণ এ ঘোর সঙ্কটে;
মহামায়া আদ্যাশক্তি চণ্ড বিনাশিনী
ভয়ঙ্কর বেশে যবে পশেন সমরে?
নাহিক নিস্তার আর, বুঝিলাম স্থির,
অপাণ্ডব ধরা আজি হইবে আহবে।

ভীষ্ম। কেন চিন্তা কর বৎস ধর্ম্মনরমণি!
অচল অটল ভাবে থাক রণস্থলে।

ধর্ম্মে যবে আছে তব প্রগাঢ় ভকতি ;
অবশ্য পাইবে ত্রাণ এ ঘোর সমরে।

মহা। কেন বল হে ঈশানি! উগ্র রণবেশে,
ধরি খড়্গ তীক্ষ্ণধার পশিলে সমরে?
এ ছার মানব-রণে সাজে কি তোমার
করিতে সমর-সজ্জা পতঙ্গের লাগি ?।

চামু। কেন আর আস্ফালন কর হে ঈশান!
যত বল অমরের ক'রেছি প্রত্যক্ষ
থাকিয়া বিমানে, মুখে ছার গণ বটে
মানবের রণে, কিন্তু কাজে পরাজয়
মানিছ সকলে, ছি! ছি! ধিক দেবকুলে,
ধিক হে তোমায়! শক্তিপতি হয়ে যবে
হারালে শকতি, স্থূলে ভুল একেবারে
হইল তোমার? কোন লাজে বল দেখি,
মর মানবের রণে ধরিলে ত্রিশূল ?
ব্রহ্মঅস্ত্র যেবা তব সম্বল আহবে।
ঘরেতে কন্দলে পটু আমার সহিত,
কর বীরদাপ, বাহিরে জুজুর মত
ফের চারিভিতে, এঁড়ে চেপে, এঁড়ে বুদ্ধি
হয়েছে তোমার, তাই তেড়ে গিয়ে ধর
কাল ফণি, লেজে ধরি কর খেলা, আহা!
ল'য়ে যত ভূত, প্রেত, পিশাচের দলে।
রণ-শিক্ষা দেখ মম যত দেবগণ!
কি কৌশলে জয়লাভ হয় রণক্ষেত্রে,

হের খড়্গ খরধার ধরিয়াছি করে,
একই আঘাতে যার মানব মণ্ডলী,
হাসিতে হাসিতে আজি করিব বিনাশ ;
রাখিব দেবের মান ভীষণ আহবে।

(অৰ্দ্ধ অশ্বিনী এবং অৰ্দ্ধ উর্ব্বশীর চামুণ্ডার প্রতি স্তব।)

উৰ্ব্ব। নমি গো চরণে মাত! জগত-জননী,
আদ্যাশক্তি মহামায়া মহেশ-মোহিনী,
কেবা অন্ত পায় তব ব্রহ্মাণ্ড রূপিণি!
কটাক্ষে বিশ্বের ভার নাশ গো তারিণি!
চণ্ডমুণ্ডে বিনাশিয়া করালবদনি!
দূরিলে দেবের শঙ্কা দনুজদলনী,
নিশুম্ভে নাশিলে মাতা মহিষমৰ্দ্দিনী,
বগলা, বরদা, বামা তুমি গো শিবানি!
বিপদে তোমারে যেই ডাকে গো তারিণী,
বিপদ উদ্ধার তার কর ত্রিলোচনি!
আগম পুরাণে মাত! অদ্ভুত কাহিনী,
করি গো শ্রবণ তব ত্রিতাপ হারিণি!
কর দয়া অভাগীরে বিশালনয়নি!
ত্রাহি ত্রাহি রবে ডাকি ত্রিগুণধারিণী।
দুর্ব্বাসার অভিশাপে দহিতেছে প্রাণী,
শাপ বিমোচন কর বিপদ বারিণি!
দুঃখের কাহিনী তব, ত্রাহি ত্রাহি রব,
ব্যথিল অন্তর মম কৈলাস শিখরে,

বসিলাম যোগাসনে, জানিলাম ধ্যানে,
দুর্ব্বসার অভিশাপ সে সব বারতা।
সপ্ত বজ্র একঠাঁই হয়েছে সমরে,
এক বজ্র লাগি ধনি! কর হাহাকার;
সেই হেতু বিনোদিনি! হের খড়্গ বজ্র;
করিয়া ধারণ আসি সমর প্রাঙ্গণে,
বিমোচিতে অভিশাপ তোমার সুন্দরি!
হের অষ্ট বজ্র আজি হলো একঠাঁই
শাপ মুক্ত হলে তুমি হরির কৃপায়।
নিজ মূর্ত্তি ধরি পুনঃ উর্ব্বশী রূপসী
নিজ স্থানে যাও চলি করিয়া মেলানি।

উর্ব্বশীর নিজরূপ ধারণ।

হেরিলে প্রত্যক্ষ আজি হে দেব মণ্ডলি!
যে লাগিয়ে বাধে রণ অমর মানবে;
সমরের মূলীভূত যে হয় কারণ
তোমাদের দয়াগুণে তরিল সে আজি।
অতএব রণ সজ্জা কর পরিহার
অমর নিচয়, কিবা ফল আছে বল
থাকি রণস্থলে, লভিতে বিরাম সুখ
নিজ নিজ স্থানে সবে করহ গমন।

কামদেব ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

কাম। কৃষ্ণের মায়ায় ভুলি বৃথা পণ্ডশ্রম
করিলাম রণে, পরাজয় মানিলাম

মানব সমরে, ভাল দেখাইব মজা,
কতদূর যাবে বল, বাহুড়িয়া পুনঃ,
হানিব এ ফুলশর সবার অগ্রেতে,
যার তেজে শঙ্করের হয় ধ্যান ভঙ্গ ;
ভালমতে রস রঙ্গ করিব প্রত্যক্ষ।

কামদেবের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থলের অপর পার্শ্ব—দেবগণ, কৌরবগণ, দণ্ডী, উর্ব্বশী

উর্ব্বশী। বিপদ সাগর এক না হইতে পার,
পুনঃ একি দায় ঘটিল আমার, অহো !
যাই কোথা, পরিত্রাণ কেমনে পাইব।
মদনে উন্মত্ত সবে করি নিরীক্ষণ,
কিবা দেব, কি মানব করে ছুটাছুটী,
ধায় পিছু পিছু ফের ধরিতে আমায়।
একা আমি অবলা রমণী, অসহায়,
একেবারে ঘেরিল সকলে, জ্ঞান হারা,
নাহি পথ কোন দিকে, পলাই কোথায় ?
বিশেষ শঙ্করে ভয়, ক্ষেপা দিগম্বর,
নাহি জানি কি লাঞ্ছনা করিবে ধরিলে।
ওই বুঝি আসে সবে পুনঃ এই দিকে ?

কোথা যাব! কি করিব! না হেরি উপায়!
থাকি লুকাইয়ে এই বৃক্ষের আড়ালে।

উর্ব্বশীর বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিতি।

মহা। কোথা গেলে প্রাণেশ্বরি! উর্ব্বশী রূপসী,
জ্বলে প্রাণ অবিরত মদন আগুণে।
এই যে নিরখি তোমা ছিলে হে এখানে,
চকিতের প্রায় বল লুকালে কোথায়?
দাও দেখা হে সুন্দরি! করিহে মিনতি,
জুড়াও জীবন মম প্রেম আলিঙ্গনে।

ব্রহ্মা। অহো! জ্বলে প্রাণ মন্মথের শরানলে,
নিবারিতে কিছুতে না পারি সে যাতনা।
মদনে পীড়িয়া মোরে উর্ব্বশী রূপসী,
ক্ষণপ্রভা সম হায়! লুকাল কোথায়?
না পেলে উর্ব্বশী ধনে, প্রাণের প্রতিমা,
কি ফল রাখিয়া তবে এ ছার জীবন।
কি করিব, কোথা যাব, খুঁজিব কোথায়,
কোথা গেলে সে উর্ব্বশী পাইব এখন?

ভীষ্ম। বিবাহ না করিলাম জীবনে আমার,
পুনঃ করিলাম পণ, না হেরিব কভু
রমণীর মুখ, কিন্তু নাহি জানি, কেন,
বিচলিত মন আজি হইল আমার
রমণীর লাগি, জ্বলে প্রাণ স্মরানলে,
কোথা গেলে পাব সেই উর্ব্বশী ললনা?

দ্রোণ। (সহদেবের হস্ত ধরিয়া)
অহো! হানিয়া মদন-বাণ, প্রাণেশ্বরি!
পলাবে কোথায়? এই ধরিলাম তোমা,
পুরাও বাসনা মম করিহে মিনতি,
দোঁহে মিলি করি এস প্রেম আলাপন।

ভীম। (সহদেবের অপর হস্ত ধরিয়া)
ছাড় ছাড় দ্রোণাচার্য্য রমণী-রতনে,
থাক স্থির ক্ষণেকের তরে, জুড়াইব
মদনের জ্বালা আমি সবার অগ্রেতে;
পরে ইচ্ছা যথা তব করিও তখন।
এস প্রিয়ে! কেন আর করহ বিলম্ব,
হের প্রাণ দহে মম তোমার বিরহে।

দ্রোণ। বাড়া বাড়ি নাহি কর ভীম, থাক স্থির,
লভিয়াছি যবে আগে রমণী-রতনে,
না ছাড়িব কভু তারে জানিবে নিশ্চয়,
কি সাধ্য তোমার বল লইবে তাহারে?
অতএব হে পাবনি! চাহ যদি হিত,
যাও স্থানান্তরে, নতুবা পড়িবে ফাঁদে।

ভীম। দুগ্ধপোষ্য শিশু নহি জানিবে নিশ্চয়,
না ডরিব কভু তব পরুষ বচনে।
ভীমের মুখের গ্রাস এ হেন ললনা,
কার সাধ্য লবে কাড়ি পৃথিবী মাঝারে?
এই দেখ লয়ে যাই প্রাণের প্রতিমা,

সাধ্য থাকে গতিরোধ করহ আমার।

সহদেবকে উভয়ের আকর্ষণ।

সহ। হেন ভ্রম কেন আজি আর্য্য দ্রোণাচার্য্য!
মহামতি বৃকোদর! হয় তোমাদের,
নারীভ্রমে কারে বল করিলে ধারণ?
হের সহদেব আমি কনিষ্ঠ পাণ্ডব।

(সহদেবের হস্ত পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের অধোমুখে দণ্ডায়মান।)

মহা। এতক্ষণ পাতি পাতি করি অন্বেষণ,
না পাই দেখিতে তোমা, প্রাণেশ্বরি! কেন
বল লুকায়ে এখানে বৃক্ষের আড়ালে?
এস প্রিয়ে! রাখ মোরে দুরন্ত বিরহে।

উর্ব্বশীকে ধরিতে উদ্যত।

উর্ব্ব। কোথা যাই! কেবা রাখে! এ ঘোর সঙ্কটে!
কাঁপে হৃদি ঘন ঘন শঙ্করের ডরে।
এ বুড়া বয়েসে এত মদনের জ্বালা,
না জানি যৌবনে কত ছিল বাড়াবাড়ি।
একি দায়! পুনঃ ধায়! পিছু পিছু মোর!
লুকাব এবার কোথা না পাই সন্ধান,
দাও স্থান জনার্দ্দন! পশ্চাতে তোমার,
প্রাণ রক্ষা কর মোর শঙ্করের হাতে।

মহা। কোথা গেল পুনঃ মোর উর্ব্বশী রূপসী?
জান কি হে চক্রপাণি! উর্ব্বশী কোথায়?
তুমি কি দেখছ তরু, গেল কোন দিকে,
মদনে পীড়িয়া মোরে উর্ব্বশী আমার?

বলিতে পার কি লতা উর্ব্বশী সম্বাদ ?
জান যদি বলি' মোর বাঁচাও জীবন।
(ব্রহ্মাকে ধরিয়া)
এই যে প্রিয়সী মোর দাঁড়ায়ে এখানে,
এস প্রিয়ে! যাই তবে দোঁহে স্থানান্তরে,
বিলম্বে নাহিক আর কোন প্রয়োজন,
ওষ্ঠাগত হের প্রাণ বিরহে তোমার।

ব্রহ্মা। (মহাদেবকে ধরিয়া)
বড় কষ্ট পেয়েছি লো তোমার লাগিয়ে,
তাই বুঝি প্রাণেশ্বরি! হইলে সদয় ?
বিধুমুখি! জিজ্ঞাসি তোমায়, বলদেখি,
রমণীর প্রাণ কিহে এতই কঠিন ?
স্মরানলে দগ্ধ হৃদি হয় নিরন্তর,
বারেক না হের মোরে ফিরায়ে নয়ন।
আর না ছাড়িব তোরে প্রাণের পুত্তলী,
রাখিব হৃদয়ে গাঁথি জুড়াব জীবন।
(উভয়ের উভয়কে আকর্ষণ।)

মহা। বাহুপাশে বেঁধেছি লো তোরে, প্রাণেশ্বরি!
প্রেমের বন্ধনে, কেমনে পালাবে বল ?
চন্দ্রাননে! হেন হৃদি কাঁপে ঘন ঘন,
অনঙ্গ-যাতনা আর না পারি সহিতে.
রাখিব হৃদয়ে তোরে, হৃদয় রতন,
বিহারিব মনসাধে মিলি' দুই জনে।

ব্রহ্মা। বৃথা কেন কর জোর অয়ি চন্দ্রাননে!

মনে কি করেছ পুনঃ ছাড়িব লো তোরে ?
হৃদয়ের হার তুই, হৃদয় বল্লরী,
রাখিব হৃদয়ে তোরে বাহুপাশে বাঁধি,
কেলিব লো তোর সনে দিবস যামিনী,
নয়নের অন্তরালে না দিব যাইতে।
(উভয়ের উভয়কে পুনঃ আকর্ষণ।)

কৃষ্ণ। ধন্য হে প্রভাব তব কুমার মদন!
অনঙ্গে মাতালে আজি বিরিঞ্চি মহেশে।
হাসি পায় হেরে রঙ্গ অদ্ভুত ব্যাপার
উভয়েরি নারীভ্রম উভয়ের প্রতি।
সম্বরণ কর বৎস ! তব ফুল ধনু,
নতুবা বিভ্রাট বড় ঘটিবে পরেতে।
(ফুলধনু সম্বরণ, ব্রহ্মার অধোমুখে অবস্থিতি,)
(ও মহাদেবের উর্ব্বশীর অন্বেষণ।)
কোথা গো মা.আদ্যাশক্তি মহেশ-মোহিনি !
আসিয়া কর গো রক্ষা এ ঘোর সঙ্কটে,
অনঙ্গে উন্মত্ত শিব, না মানে বারণ,
তুমি বিনা কে তাঁরে গো করিবে শান্তনা ?

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগ। ছি ! ছি ! ছি ! ছি ! একি রঙ্গ হেরি হে ঈশান !
লজ্জা ঘৃণা একেবারে গেছে কি তোমার ?
পাকা চুল, পাকা দাড়ি, পাকা শিরে জটা,
তবুও বুড়া বয়সে মদনে বিহ্বল ?

এস এস যাই নাথ! কৈলাস শিখরে,
উর্ব্বশী তোমার লাগি রয়েছে সেখানে।

হা। সত্য কি উর্ব্বশী আমি পাইব সেখানে?
বল বল আর বার শুনি সে কাহিনী,
হের অঙ্গ জর জর হইল আমার,
সে বিহনে কে আহুতি দেবে স্মরানলে?
শান্ত হও হৃদয় আমার, অভীপ্সিত
ধন, পাইব নিশ্চয় আজি, কতক্ষণে
হে ঈশানি! যাব বল কৈলাস শিখরে?
নাসহে বিলম্ব আর, চল দ্রুত গতি।

মহাদেব এবং ভগবতীর প্রস্থান।

কৃষ্ণ। ক্ষোভ নাহি কর কিছু হে দেব-মণ্ডলি!
ধর্ম্ম পথে মতি গতি আছে পাণ্ডবের,
সেই হেতু জয়লাভ দেবের সমরে,
দেব-অনুগ্রহে আজি করিল পাণ্ডব।
আশীর্ব্বাদ করি তবে পাণ্ডব নিকরে
নিজ নিজ স্থানে সবে করহ গমন।

কৃষ্ণ ভিন্ন দেবতাগণের প্রস্থান।

উর্ব্ব। (গীত ৫—পরিশিষ্ট দেখ।)

কৃষ্ণ। যাও ধনী নিজ স্থানে প্রফুল্ল অন্তরে,
অহঙ্কার; ঘৃণা, দ্বেষ না করিবে কভু,
জেন স্থির এ জগতে আছে দর্পহারী,
যে করিবে দর্প তার হবে দর্পচূর্ণ।

উর্ব্বশীর প্রস্থান।

দণ্ডী। জানিয়া তোমার তত্ত্ব দেব চক্রপাণি!
অবোধের ন্যায় আচরিনু অপকর্ম্ম,
বিবাদিনু তোমা ছার তুরঙ্গিনী লাগি;
সেই হেতু এত কষ্ট করিলাম ভোগ।
এবে লই হে শরণ চরণে তোমার,
অগতির গতি নাথ! দেব দামোদর,
কর ক্ষমা নিজগুণে দয়াময় হরি,
অধমের অপরাধ করিয়া মার্জ্জনা।

কৃষ্ণ। করিলাম ক্ষমা তোমা দণ্ডী নরবর!
বাহুড়িয়া নিজ রাজ্যে করহ গমন।
থাকিতে আপন জায়া সতী, পতিব্রতা,
প্রবঞ্চিয়া তায়, সম্ভোগিলে অন্য নারী,
হইল অধর্ম্ম, সেই হেতু নিজ দোষে
এত কষ্ট পাইলে রাজন! অতএব,
না করিবে কভু আর অধর্ম্ম আচার,
অধর্ম্মের জয় কভু না হয় সংসারে।

দণ্ডীর প্রস্থান।

যুধি। না বুঝিয়া বৃকোদর অবোধ বালক
করিল আশ্রয় দান, মূঢ়ের মতন,
তোমার বিরোধী সেই অবন্তি-ঈশ্বরে।
বুঝাইনু বিধিমতে ভাই চারিজনে,
কোন মতে নিবারণ না মানিল ভীম,
বাধিল বিরোধ তাই তোমার সহিত।
বহু কষ্ট পেলে তুমি আমাদের লাগি,

মনস্তাপ পাই মোরা অন্তরে অন্তরে।
অপরাধ যত কিছু হইল মোদের,
নিজগুণে কর ক্ষমা দেব শ্রীনিবাস!
পাণ্ডব আশ্রিত তব জেন চিরদিন,
আপদ বিপদে সদা রাখিবে মোদের।

কৃষ্ণ। কেন খেদ কর তাত! ধর্ম্ম নরমণি!
ভাল কার্য্য আচরিল ভীম মহামতি।
প্রাণ ভয়ে যেই জন যাচিবে আশ্রয়,
সাধ্য অনুসারে তারে করিবে রক্ষণ,
নতুবা অধর্ম্ম তাতে হইবে নিশ্চয়।
হের ধর্ম্মনাশ হেতু, না ত্যজিল ভীম
শরণাগতেরে, পুনঃ ধর্ম্ম রক্ষা হেতু,
না ডরিল আমা হেন বান্ধব বিচ্ছেদে।
ধর্ম্মে মতি তোমাদের আছে চিরদিন,
ভ্রমেও না কর কভু অধর্ম্ম আচার,
সেই হেতু ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মের সাহায্যে
অমর বিজয়ী আজ হইলে সমরে।
ধর্ম্মপথে যেই জন করয়ে ভ্রমণ,
বিপদ কখন তার না ঘটে সংসারে।
অধর্ম্মের পথে যেই করিবে গমন,
যাতনার একশেষ হইবে তাহার।
অধর্ম্মের পরাজয়, ধর্ম্মের বিজয়.
শাস্ত্রেতে উল্লেখ দেখ আছে চিরকাল।
ধর্ম্ম ডোরে আছি বাঁধা পাণ্ডবের ঠাঁই
যতদিন রবে ধর্ম্ম রব ততদিন।
অতএব চল সবে যাই নিজ স্থানে,
প্রয়োজন কিবা আর থাকি রণস্থলে।

(গান ৬—পরিশিষ্ট দেখ।)

যবনিকা পতন।

পরিশিষ্ট।

(গীত ১—৪ পৃঃ দেখ।)

(রাগিণী, লুম ঝিঝিট—তাল, আড়খেমটা।)

আয় লো সজনী সবে ভ্রমিগে ঐ কাননে।
হেরিব প্রকৃতি-শোভা প্রফুল্লিত নয়নে।
শ্যামল বিটপি-দলে, গায় পাখী দলে দলে
মধুর কাকলী মরি, পশিবে সই শ্রবণে।
নানা জাতি ফুটে ফুল, মল্লিকা বেলা বকুল,
হেরিব পারুলে সখী, তুলিব ফুল যতনে।
মধু লোভে অলিকুল, ফুলে ফুলে দেয় হুল,
মাতুয়ারা হ'য়ে সবে, সখী গুণ গুণ গানে॥

(গীত ২—৪ পৃঃ দেখ।)

(রাগীণী, ইমন কল্যাণ, তাল, কাওয়ালী।)

উদিল ভানুর ছবি পূরব গগণে।
হাসিল প্রকৃতি সতী প্রফুল্ল বদনে॥
শাখি-শাখে গায় পাখী, হাসি হাসি সূর্য্যমুখি,
চাহিল নাথের পানে, পুলক নয়নে।
প্রস্ফুটিত ফুল দলে; অলিকুল দলে দলে;
মধুপানে বসে আসি, গুণ গুণ গানে॥

(গীত ৩—১৬ পৃঃ দেখ।)

(রাগিণী, বেহাগ—তাল, চৌতাল।)

জয় জয় জনার্দ্দন ব্রহ্ম সনাতন।
গোলোক বিহারী হরি রাধিকা রমণ।
দশ বারে দশ রূপ, ধর তুমি বিশ্বভুপ,
পৃথিবীর মহাভার করিতে হরণ।
মীন অবতারে হরি, চতুর্ভুজ রূপ ধরি,
হয়গ্রীবে নাশি বেদ কর উদ্ধারণ।
কূর্ম্ম অবতার ভব, অপূর্ব্ব মূরতি তব;
নিজ পৃষ্ঠে ধরিতে হে অখণ্ড ভুবন।
বরাহ রূপেতে হরি, দশনে ধরণী ধরি।
হিরণ্যাক্ষ মহাসুরে করিলে নিধন।
নৃসিংহ মূরতি ধরি, প্রহ্লাদেরে ত্রাণ করি,
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে কর বিনাশন।
বামন রূপেতে হরি, বলিরে ছলন করি,
পাতালে পাঠালে তারে করিতে দমন।
ভার্গবের রূপ ধরি, তিন সাত বার হরি.
নিক্ষত্রিয় কুতূহলে করিলে ভুবন।
রাম রূপে অবতরি, জলধি বন্ধন করি।
পাঠাইলে লঙ্কেশ্বরে শমন ভবন।
বলরাম রূপ ধরি; বাসবের দর্প হরি,
দুর্দ্দান্ত কংসেরে তুমি কর বিনাশন।

বুদ্ধ অবতারে হরি, ঢালিলে প্রেমের বারী,
অহিংসা পরমো ধর্ম্ম করিলে ঘোষণ।
কল্কি অবতারে হরি, মোহন মূরতি ধরি,
আচরিবে ম্লেচ্ছাচার প্রলয় কারণ।

(গীত ৪—৩০ পৃঃ দেখ।)

(রাগিণী, জংলা থাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।)

এত দুঃখ পোড়া ভালে ছিল যে আমার।
স্বপনে না জানি কভু সন্ধান তাহার।
অবলা আমি রমণী, হানিলি প্রাণে অশনি,
কোন অপরাধ বিধি, হয়েছে তোমার।
সতীর সহায় পতি, পতি বিনা যে দুর্গতি,
যে ভুগেছে সে জেনেছে, যাতনা অপার।
ছিলাম রে রাজরাণী, হইলাম কাঙ্গালিনী,
কে আর যতন মম, করিবে আবার।

(গীত ৫—১২৬ পৃঃ দেখ।)

(রাগিণী, বেহাগ—তাল, আড়াঠেকা।)

অনাদি অনন্ত বিভু জগতের সার হরি।
বিপদ সাগরে তুমি একমাত্র হে কাণ্ডারী।
লইলে তব আশ্রয়, না থাকে ভবের ভয়,
বিপন্নেরে রাখ তুমি, অভয় প্রদান করি।

সত্ব, রজ, তম তত্ত্ব, কে বুঝে তব মাহাত্ম্য,
সর্ব্বভূতে থাক তুমি, বিশ্বম্ভর রূপ ধরি।
তুমি হরি তুমি হর, তুমি দেব পরাৎপর,
পৃথিবীর ভার হর, দনুজে দলন করি।
তোমার কৃপায় হরি, সকল বিপদে তরি,
অনুমতি কর যদি, স্বস্থানে প্রস্থান করি।

(গীত ৬১২৮ পৃঃ দেখ।)

(রাগিণী, জংলা খাম্বাজ—তাল, খেমটা।)

আয় রে আয়, হেসে হেসে, প্রেমে ভেসে, হরি বলি।
(ওরে) ডাক্‌লে হরি, আস্‌বে হরি, রাখ্‌বে দিয়ে পদধূলি।
কাজ কি তবে ছার কামনা, হরির পদে প্রাণ সঁপনা,
থাকবে না ভবের যাতনা, বাহুতুলে যাব চলি।
দয়াল হরি, দয়াল চাঁদে, ডাক্‌বে যে জন কেঁদে কেঁদে
শুন্‌লে হরি যতন করি', নিজ কোলে নেবেন তুলি।
আমরি পীত বরণে, কি শোভা হের নয়নে,
আঁখি পালটিতে নারি, মন প্রাণ যায় যে ভুলি।